৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ৭ বৈশাখ – ১৩ বৈশাখ, ১৪৩১ ঃ ২০ এপ্রিল – ২৬ এপ্রিল, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 25, 20 April - 26 April, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

চাকরির নানা খবর দুয়ের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী ৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বেঙ্গালুরুর ক্যাফেতে ১মার্চ ঘটা বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত

দুই সন্দেহভাজন জঙ্গিকে এ রাজ্যের নিউ দীঘার একটি হোটেল থেকে গ্রেফতার করল এনআইএ। একজন আব্দুল মাথিন আহমেদ ত্বহা। অন্যজন মুসাভির হোসেন শাজীব।

রবিবার : সন্দেশখালির নির্যাতন কান্ডে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

প্রশাসনিক অবহেলাকে দায়ী করল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। কমিশনের সুপারিশ কতটা মানা হয়েছে তা আট সপ্তাহের মধ্যে জানাতে বলা হয়েছে মুখ্যসচিবকে।

সোমবার : কয়েক দিনের হুমকিকে সত্যি করে রাতের

অন্ধকারে ইজরায়েলে ড্রোন ও ক্ষেপনাস্ত্র হানা চালালো ইরান। ইসরায়েলের অবশ্য দাবি ইরানের প্রায় সব ক্ষেপনাস্ত্রই ধ্বংস করে দিয়েছে তারা।

মঙ্গলবার : মুর্শিদাবাদের প্রাক্তন এসপি তথা মুর্শিদাবাদ

রেঞ্জের বর্তমান ডিআইজি মুকেশ কুমারকে সরানোর নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। ২০১৯ সালেও এসপি থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করেছিলেন অধীর চৌধুরী।

বুধবার : রাজ্যে প্রাথমিকে টেট এর উত্তর পত্র পরীক্ষা থেকে মেধা

তালিকা তৈরিতে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বলে কলকাতা হাইকোর্টে হলফনামা দিয়ে জানালো সিবিআই। এছাড়া পর্ষদের বিরুদ্ধে তথ্যবিকৃতির অভিযোগও আনা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার : অযোধ্যায় স্থায়ী মন্দির প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম

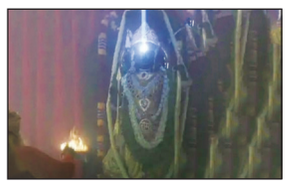

রামনবমীতে সূর্যাভিষেক হল রামলালার। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মন্দিরের চূড়ায় পড়া সূর্যকিরণ গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়ে ফেলা হয় রামলালার ললাটে।

শুক্রবার : বৈশাখের শুরুতেই তীব্র গরমে পুড়ছে কলকাতা সহ

দক্ষিণবঙ্গ। পারদ চড়ছে হুহু করে। তার সঙ্গে শহরতলি ও গ্রামবাংলায় শুরু হয়েছে পাওয়ার কাট। অসহ্য অবস্থা চলছে বঙ্গবাসীর জীবনে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ব্যালট বনাম ইভিএম

ভিলেন মানুষের হস্তক্ষেপ

ওঙ্কার মিত্র

গত মঙ্গলবার ভারতের সুপ্রীম কোর্টের এজলাসে এক প্রস্থ লড়াই হয়ে গেল ব্যালট পেপার এবং ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম–এর মধ্যে। এদের হয়ে লড়লেন অবশ্য দুপক্ষের আইনজীবীরা। এই লড়াইয়ের ময়দান তৈরী করে দিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেমোক্রেটিক রিফর্ম বা এডিআর। সুপ্রীম কোর্টে গিয়ে তারা জানায়, মাত্র আড়াই শতাংশ ভিভিপ্যাট মেশিনের স্লিপ গণনা করে ইভিএমকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। বরং জালিয়াতি আটকাতে সমস্ত ভিভিপ্যাট স্লিপ ব্যালট বাক্সে ফেলে তা গণনা করা হোক। এডিআরের আইনজীবী বিদেশে ফের ব্যালট চালু হওয়ার উদাহরণ তুলে ধরে এদেশের জন্যও ব্যালট পেপারের হয়ে লড়াই করেছেন। বিচারপতি অবশ্য এই দুই দাবীকেই বাতিল করে বলেছেন মানুষের অবৈধ হস্তক্ষেপ ছাড়া যন্ত্র ঠিক কথাই বলে। এমনকি এদেশের জনসংখ্যার নিরিখে বিদেশের উদাহরণ খাটে না বলে মন্তব্য করে একটি চালু ব্যবস্থা ভেঙে দিতে আইনজীবীদের নিষেধ করেছেন বিচারপতি। ব্যালট পেপারের যুগে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে বিচারপতি বলেন, ব্যালট জমানায় কি ঘটত আমরা কেউ ভুলে যাইনি। অর্থাৎ শুনানীর মূল নির্যাস হল

মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়া যন্ত্র হোক কাগজ ঠিক কথাই বলে।

জনমতের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনে অন্যান্য দেশের মত ভারতও বহু যুগ আগেই আশ্রয় নেয় ব্যালট পেপারে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর গণতন্ত্র রক্ষায় সে ধারাই বজায় ছিল বহুকাল। পরে এত বিপুল জন্যসংখ্যার দেশে মূলত তিনটি কারণে ব্যালটের জায়গা দখল করে জোড়া ইউনিটের ইভিএম। তিন উদ্দ্যেশের মূলে দিল ১) ভোটের দিন ও গণনার সময় ব্যালট সন্ত্রাস রোখা, ২) বিপুল সংখ্যায় কাগজ জোগানোর খরচ সামলানো, ৩) বিশাল পরিমান কাগজের ব্যবহার বন্ধ করে পরিবেশ রক্ষা করা। এভাবেই বেশ কিছু বছর ধরে জয়যাত্রা চলেছে ইভিএমের। একের পর এক সাফল্যের সঙ্গে সরকার উপহার দিলেও মানুষের বিশ্বাস অর্জনের লড়াই তার এখনও থামেনি। বার বার প্রশ্ন উঠেছে ইভিএমের নিরপেক্ষতা নিয়ে। বিশ্বাস আরও দৃঢ় করতে একসময় তার সাথী হয়েছে ভিভিপ্যাট। এবার সেই যুগলবন্দীও কাঠগড়ায়।

অনেকটা সেই গুপী বাঘার মত। সমাজের অশুভ ভূত তাড়িয়েও বার বার প্রমাণ দিতে হয় তাঁদের যুগল গীতবাদ্যের মহিমার। অবশ্য গুগাবাবা ও ইভিএম ভিভিপ্যাট–এর মধ্যে তফাৎ একটাই, ভূতের রাজার বর। এই বরের ফলেই গুপী বাঘার যুগলবন্দীর সময় মানুষ স্থির থাকতে বাধ্য হয়, তার কোনো হস্তক্ষেপ চলে না। আর ইভিএম–ভিভিপ্যাটের যুগলবন্দীতে থেকে যায় মানুষের অবৈধ হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা যা জন্ম দেয় অবিশ্বাসের।

এবারেও হয়ত এই সম্ভাবনার বিষবাষ্প ছড়িয়ে থাকবে গোটা নির্বাচন পর্বে যা শেষ পর্যন্ত নিরসন হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

ভোটযাত্রা শুরু বঙ্গে অশান্তির ছায়া

কুনাল মালিক

১৯ এপ্রিল সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ২১টি রাজ্যে ১০২ দুটি লোকসভা কেন্দ্রে প্রথম দফার নির্বাচন হয়ে গেল। উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি বুথে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ছাড়া অন্যত্র শান্তিতেই ভোট সম্পন্ন হল। কিন্তু বাংলা তার অশান্তির ট্র্যাডিশন যথারীতি বজায় রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯ এপ্রিল তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন হল। কেন্দ্রগুলো হল জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার। কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপির সঙ্গে একাধিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। দিনহাটার ২২১ নম্বর বুথের বিজেপির পোলিং এজেন্ট বিশ্বনাথ পালকে অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগের তীর শাসক তৃণমূলের দিকে। বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগও জানানো হয়েছে। শীতলকুচি এলাকায় বিজেপির এক এজেন্টকে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, দিনহাটায় তৃণমূলের ব্লক প্রেসিডেন্টকে বিজেপি মারধর করে বলে অভিযোগ করেন উদয়ন গুহ। কিছু কিছু এলাকায় ছাপ্পা ভোটেরও অভিযোগ ওঠে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন তা মানতে চায়নি। কারণ তাদের যুক্তি হল ১০০% বুথে ওয়েব কাস্টিং চলছে। তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে ১৯ এপ্রিল ভোট দান করার কথা ৪৭ লক্ষ ভোটারের। দুপুর ১টা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী জলপাইগুড়িতে ভোট পড়েছে

ভোটের গতি	
কোচবিহার	৭৮%
আলিপুরদুয়ার	৭৬%
জলপাইগুড়ি	৮০%
সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত	

৫০.৬৫ শতাংশ, কোচবিহারে ভোট পড়েছে ৫০.৬৯ শতাংশ, আলিপুরদুয়ারে ভোট পড়েছে ৫১.৫৮ শতাংশ। তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে ত্রিমুখী লড়াই হলেও মূল লড়াইটা হচ্ছে বিজেপি বনাম তৃণমূলের সঙ্গে। ২০১৯ সালে ৩টি লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি জয়লাভ করেছিল। ভোট পূর্ব বিভিন্ন সমীক্ষায় ৩টি কেন্দ্রেই বিজেপিকে এগিয়ে রাখা হয়েছে।এখন দেখার এই তিনটি কেন্দ্রে বিজেপি তার আসন ধরে রাখতে পারেন কিনা। প্রসঙ্গত জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নানা কড়া পদক্ষেপ সত্ত্বেও প্রথম দফার নির্বাচনে রক্তপাতহীন নির্বাচন সম্ভব হল না। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে কমিশনকে আরো কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচনের জন্য এই কথাই বলছে অধিকাংশ জনগণ।

ভোটের আগেই টক্কর

জয়দীপ মৈত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর: নির্বাচনের দিন ঘোষিত হতেই অশান্তির খবর। বিজেপি করায় এক ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের।বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই বিজেপি কর্মী। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে যান বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়, খোঁজ নেন দলীয় কর্মীর। ঘটনায় উভয় পক্ষের তরফে গঙ্গারামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গেছে আহত ব্যক্তির নাম জয়দীপ দাস (৪০) বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের ৩/২ বেলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাটন দাসপাড়া এলাকায়। পেশায় গাড়িচালক। স্থানীয় সূত্রে খবর গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে পাটন ১৮৫ নম্বর বুথে বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন আক্রান্ত জয়দীপ দাসের ভাইয়ের বউ মিতালি দাস। সেই থেকেই এলাকার তৃণমূল কর্মী তরুণ পাল সহ অন্যান্যদের সাথে ঝামেলা লেগে থাকত বলে অভিযোগ। এদিন অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করার অভিযোগ ওঠে তরুণ পাল সহ তার পরিবারের বিরুদ্ধে। এনিয়ে বিজেপিকর্মী জয়দীপ দাস প্রতিবাদ করলে তাদের বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। এদিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেন ব্লক সভাপতি শংকর সরকার।

আক্রান্ত বিজেপি নেতাকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : রবিবার রাতে মহম্মদবাজার ব্লকের কাপিস্টা অঞ্চলে প্রচার সেরে বিজেপিকর্মীরা বাড়ি ফেরার সময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাদের উপর চড়াও হয় এবং বিজেপির ৩জন কর্মীকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। জখম বিজেপিকর্মীরা সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জখমরা হল – সাধারণ সম্পাদক নরেন মিস্ত্রি,বুথ সভাপতি প্রসেনজিৎ দত্ত,যুব নেতা দীপ চৌধুরী। বিজেপি জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলে, মহম্মদবাজার থানা পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ এইবিষয়ে নজর দেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করা হোক তা না হলে ভারতীয় জনতা পার্টি বৃহত্তর প্রতিবাদের পথে নামবে। রবিবার রাতে খবর জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা হসপিটালে যান। সোমবার সকালে জখম কর্মীদের হাসপাতালে দেখতে যান বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রের প্রার্থী প্রাক্তন আইপিএস দেবাশীষ ধর। দেবাশীষ ধর বলেন, তৃনমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা অস্ত্রসহ বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালায়। বিজেপিকর্মীদের মনোবল বাড়াতে তাদের দেখতে হাসপাতালে এসেছিলাম।

ছিল না কোনো অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা

বড় কাছারি ধামে ভস্মীভূত দোকান, বিপুল ক্ষতি

ছবি : অরুণ লোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিষ্ণুপুর : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর থানার জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম তীর্থক্ষেত্র বড় কাছারি ধামে বুধবার গভীর রাতে বিধ্বংসী আগুনে ১০০ দোকান ভস্মিভূত হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেল, মন্দিরে যাবার বাঁদিকের মূল রাস্তার ধারের দোকানগুলো পুড়ে কালো হয়ে গেছে। বড় কাছারি ধামের ঘাটে যাবার বাঁদিকে রাস্তার দুদিকে দোকান গুলো অবশিষ্ট কিছু নেই। মনোহারী, খেলার এবং খাবার দোকান গুলো থেকে তখনো আগুনের হলকা বের হচ্ছিল। পোড়া গন্ধে তীর্থক্ষেত্রের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। গভীর রাতে কীভাবে আগুন লাগলো সে নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। শর্ট সার্কিট কিংবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আগুন লাগানো হয়েছে কিনা সে নিয়ে চলছে চাপা গুঞ্জন। প্রসঙ্গত বুধবার দুপুরে এই বড় কাছারি ধামে পুজো দিতে আসেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অভিষেক ব্যানার্জি। তাই অধিকাংশ দোকানই নাকি ওইদিন বন্ধ ছিল। তাহলে বুধবার রাতে কিভাবে শর্ট সার্কিট হল? বড় কাছারি ধামের এক ডালা দোকানের ব্যবসায়ী সৌমেন কাঁঠাল জানান, বুধবার রাত একটা চল্লিশ নাগাদ তারা আগুন দেখতে পায়। দাউ দাউ করে তখন আগুন ছড়িয়ে পড়ছিল। ভোররাতে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন এসে পৌঁছায়। তাদেরই প্রচেষ্টায় আগুন নেভে কিন্তু ততক্ষণে যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনস্থলে দেখা গেল পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল

এরপর পাঁচের পাতায়

ভোট আসে যায় জেসপ'এর ভাগ্য বদলায় না

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর ২৪ পরগনার দমদমের জেসপ অ্যান্ড কোম্পানিকে কেন্দ্র করে একসময় এই এলাকা ও তার সংলগ্ন অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কারখানা ছিল এই জেসপ অ্যান্ড কোম্পানি। এই সংস্থার একের পর এক উৎপাদন পথ দেখিয়েছিল ভারতবর্ষকে। উইলিয়ম জেসপ পরিবারের তৈরি এই কারখানায় নির্মিত নানা স্থাপত্য ও নিদর্শন আজও সগর্বে মাথা উঁচু করে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে দেশের নানা প্রান্তে। ১৯৭৩ সালে এই কোম্পানিকে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার অধিগ্রহণ করার পর শুরু হয় সংস্থার স্বর্ণযুগ। হাজার হাজার কর্মী কাজ করতেন এই সংস্থায়। এই কারখানা থেকেই তৈরি হয় লক্ষ্ণৌতে গোমতী নদীর উপর দেশের প্রথম লোহার সেতু। হাওড়া ব্রিজের যন্ত্রাংশও তৈরি হয়েছিল এই কারখানায়। এছাড়াও তৈরি হয় দেশের প্রথম বাষ্পচালিত ছোট জাহাজ, রোড রোলার সহ দ্বিতীয় হুগলি সেতুর যন্ত্রাংশ। এমনকী রেলের যাত্রীবাহী কোচ, ইএমইউ কোচ, ওয়াগন। লোকো শেড ইত্যাদি তৈরি হত এখানেই। রাজ্যে তখন বামফ্রন্ট আমলের শেষলগ্ন। তখন থেকেই এই ঐতিহ্যশালী কারখানাটি রুগ্ন হয়ে পড়ে। দমদম ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশনের পূর্বপ্রান্তে বিশাল এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠা এই কারখানাটি এখন

এরপর পাঁচের পাতায়

অবৈধ সাইবার ক্যাফেতে হানা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: সোমবার নানুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং নানুর থানার পুলিশের অভিযান এবার অনলাইন সেন্টারের আর তাতেই ধরা পড়ল ওই সেন্টারটি অবৈধ পরিচয়। নানুর থানার বড়া গ্রামের ওই ফেক অনলাইন সেন্টারের অভিযানের ফলস্বরূপ চাঞ্চল্যকর তথ্য এবার প্রকাশ্যে। বিভিন্ন ধরনের ভুয়ো সার্টিফিকেট এমনকী নকল ভোটার,আধার, প্যান কার্ডও তৈরি করে দেওয়া হচ্ছিল অবলীলায়। এমনকী বড়া – সাওতা গ্রামপঞ্চায়েত প্রধানের স্ট্যাম্প ও সই নকল করেও নথি তৈরি হচ্ছিল বলে জানা গেছে। নানুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সন্দীপ সিংহরায় বলেন, এক মহিলার ভোটার কার্ড সংক্রান্ত আবেদনের সঙ্গে দেওয়া নথি পরীক্ষা করতে গিয়ে বিষয়টি সামনে আসে।ওই ফেক অনলাইন সেন্টারটির ট্রেড লাইসেন্স আছে অশোককুমার কর্মকারের নামে। যদিও এই কাণ্ডের মূল মাথা তার ছেলে সৌম্যদীপ কর্মকার। পুলিশ অশোককুমার কর্মকারকে আটক করেছে বলে জানা গেছে। খোঁজ চালানো হচ্ছে মূল অভিযুক্তের।

পশ্চিমবঙ্গে অধরাই রয়ে গেছে নারী ক্ষমতায়ন

ড. কেশবচন্দ্র মণ্ডল

'ক্ষমতায়ন' শব্দটি সাহিত্যে ও গবেষণার ক্ষেত্রে খুব একটা প্রাচীন ধারণা নয়। বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে এটি একটি 'বাজ ওয়ার্ড' বা গুঞ্জন শব্দ ছিল মাত্র। আর আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে 'নারীর ক্ষমতায়ন' উক্তিটি উন্নয়ন গবেষণা ও লিঙ্গ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ক্রমশ জনপ্রিয় হতে শুরু করে। এখন প্রশ্ন হল, নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কি বোঝায়? ক্ষমতায়নের নির্ধারক কি? আর কীভাবেই বা নারীদের স্বাধীনতা, সমতা, সম্মান ও ক্ষমতায়ন বাস্তবায়িত করা যায়? আসুন একটু দেখে নেওয়া যাক।

ক্ষমতায়ন শব্দটির সঙ্গে 'ক্ষমতা' বা 'শক্তি' কথাটি বিশেষভাবে জড়িত। আরো সহজভাবে বলতে গেলে ক্ষমতায়ন হল 'আত্মশক্তি' অর্জন, 'আত্ম–নিয়ন্ত্রণ' ও 'আত্ম–মর্যাদা' প্রতিষ্ঠা, 'আত্ম নির্ভরতা' বৃদ্ধি এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করা। নারীবাদী লেখিকা সুষমা সহায় মনে করেন, ক্ষমতায়ন মানে ক) কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদান করা,

অথবা খ) সক্ষম করা বা সামর্থ্যবান করা। আবার নারীবাদী গবেষক ও লেখিকা শ্রীলতা বাটলিওয়াল বলেছেন, ''ক্ষমতায়ন হল বর্তমান ক্ষমতার সম্পর্ককে চ্যালেঞ্জ করা এবং ক্ষমতার উৎসের উপর অপেক্ষাকৃত বেশি নিয়ন্ত্রণ লাভ করা।'' অপরদিকে, ১৯৯৪ সালের জাকার্তা ঘোষণায় ক্ষমতায়নের ধারণাটিকে আরো নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। সেখানে বলা হয় ''মহিলাদের ক্ষমতায়নের বিষয়টি কেবলমাত্র সমতার ধারনার বিবেচনা নয়; এটি টেকসই বা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের একটি পূর্বশত।''

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের সামনে উঠে আসে। সেগুলি হল : মহিলাদের আত্ম নির্ভরতা, আত্মমর্যাদাবোধ, সামর্থ্য ও সক্ষমতা, সম্পদের উৎস নিয়ন্ত্রণ, টেকসই সমাজ গঠন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। এখন দেখা যাক, বিগত প্রায় দেড় দশকে আমাদের রাজ্যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে নারীর ক্ষমতায়ন কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে। দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম জামানার অবসান ঘটিয়ে ২০১১ সালে একজন মহিলার নেতৃত্বে গঠিত হল রাজ্যে নতুন সরকার – তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। নারীবাদী লেখক লেখিকা ও সমাজবিজ্ঞানীদের একটা বড় অংশ দাবি করেন যে, মহিলারা মহিলাদের যন্ত্রণা ও দুঃখকষ্ট বেশি ভালো বোঝে। বর্তমান লেখকের পূর্বে বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, গ্রামের সাধারণ মহিলারা পঞ্চায়েতে মহিলা প্রধান বা সদস্যদের কাছে তাদের সমস্যার কথা খুলে মেলে বলতে পারে এবং মহিলারা পুরুষদের তুলনায় বেশি সংবেদনশীল হয়। মহিলাদের সমস্যা মহিলা প্রধানগণ বেশি বোঝে এবং সেগুলি দ্রুত নিরসনের চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, মহিলারা পুরুষদের তুলনা বেশি সৎ হয়। মমতা ব্যানার্জীর সততা, বিরোধী নেত্রী হিসাবে মহিলাদের প্রতি সংবেদনশীলতা, মহিলাদের স্বার্থরক্ষায় অগ্নিকন্যার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া–এসব এরাজ্যের মানুষ দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে দেখেছে। ১৯৯২ সালে ফেলানী বসাক নামে একটি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ধর্ষিতা মেয়েকে নিয়ে মমতার রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান এখনো বহু বয়স্ক মানুষের চোখের সামনে ভাসে। সাধারণ মানুষ মমতাকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু যখন সিপিএম ক্যাডারদের হাতে ধর্ষিতা হওয়া ফেলানী বসাকের অপরাধীর শাস্তির দাবিতে মমতা ব্যানার্জীকে পুলিশ দিয়ে নির্যাতন করে ও গ্রেপ্তার করে, তখন বঙ্গবাসী মমতার পাশে থেকেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

ইস্তাহারে নেতাজি ইস্যুর দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ১৩ এপ্রিল রেড রোডে আজাদ হিন্দ শহিদ স্মারক প্রাঙ্গণে নেতাজি অনুরাগীদের তরফে এক প্রতিবাদ অবস্থান হয়। এদিন দুপুরের তীব্র দাবদাহকে উপেক্ষা করে, হাতে পোস্টার নিয়ে তারা দাবি করেন নো নেতাজি নো ভোট। উল্লেখ্য, নেতাজি চেতনা মঞ্চের আহ্বানে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে নেতাজি ও আজাদ হিন্দ শহীদদের প্রতি হয়ে চলা উপেক্ষা বন্ধ করতেই এই শান্তিপূর্ণ অবস্থান ছিল। নেতাজি চেতনা মঞ্চের তরফে প্রতিটি বড় রাজনৈতিক দলের কাছে নেতাজি সম্পর্কিত ছয়টি দাবি যাতে লোকসভা নির্বাচনের ইস্তাহারে অন্তর্ভুক্ত হয় সে ব্যাপারে আবেদন জানানো হয়েছিল। ২৩ জানুয়ারি সর্বভারতীয় জাতীয় ছুটি ঘোষণা, অসম্পূর্ণ মুখার্জি কমিশন কে সম্পূর্ণ করা, সিলেবাসে নেতাজি ও আজাদ হিন্দ কে সঠিকভাবে তুলে ধরা ইত্যাদি দাবি রাখা হয়। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষজন এসেছিলেন। তরুণ থেকে বৃদ্ধ সকলকেই চোখে পড়েছে। শিক্ষাবিদ, বাচিক শিল্পী, সাংবাদিক, সম্পাদক তথ্যচিত্র পরিচালক, প্রযোজক, ক্রীড়াবিদ, সমাজসেবী, জাদুকর, প্রমূখ আজাদ হিন্দ শহীদ বেদীতে পুষ্পঅর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। উল্লেখ্য, ঐদিন ছিল জালিয়ানওয়ালা দিবস এবং পরের দিন ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের মইরাং বিজয় দিবস। সমবেত জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে –'নো নেতাজি নো ভোট অবস্থান' শেষ হয়।

Alipur Barta: 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 25, 20 April - 26 April, 2024

উত্তরের আঙিনায়

বর্ণাঢ্য সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ষবরণ উদযাপন

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: ১ বৈশাখ উদযাপিত হয় শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কে। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে মাল্যদান করেন। সমবেত কণ্ঠে রাজ্য সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পীরা। গাওয়া হয় রবীন্দ্রসঙ্গীত এসো বৈশাখ। পুরনো বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নেয় শহরবাসী। এদিন এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে যাবার পর একটি শোভাযাত্রা বের করা হয় বাঘাযতীন পার্ক থেকে। শোভাযাত্রায় অনেকেই পা মেলান। শোভাযাত্রা শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্ক থেকে বেরিয়ে হিল কার্ড রোড সহ আরো বেশ কিছু রাস্তা পরিদর্শন করে। মেয়র গৌতম দেব শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান শহরবাসীকে, তিনি জানান নতুন বছর ভালো কাটুক। পাশাপাশি

টয়ট্রেন সফর, দার্জিলিং ভ্রমণ মিলেমিশে নস্টালজিয়া

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: টয়ট্রেন সাওয়ারি, দার্জিলিং ভ্রমণ মিলেমিশে নস্টালজিয়া। বাসে কিংবা গাড়ি করে দার্জিলিং যেতে শিলিগুড়ি থেকে খুব কম সময় লাগে। তার পরেও প্রচুর মানুষ রয়েছেন যারা টয় ট্রেন করে দার্জিলিং ভ্রমণ করতে ভালোবাসেন। এর পিছনে রহস্য কি? আসলে টয় ট্রেন করে দার্জিলিং সফর রোমাঞ্চকর। আশেপাশের সাইট সিন দুর্দান্ত, সেইজন্য অনেকেই টয়ট্রেন করে দার্জিলিং সফর করতে ভালোবাসেন। শিলিগুড়ি সংলগ্ন নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন থেকে প্রতিদিন সকাল ১০টার সময় টয় ট্রেন দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এরপর শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনে দশটা ২৫ নাগাদ টয় ট্রেন এসে পৌঁছায়। এরপর পাঁচ মিনিট বিরতি নিয়ে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া টয় ট্রেন। এদিন এমনই ছবি ধরা পড়ল। টয়ট্রেন করে অনেকেই চলেছেন দার্জিলিং । প্রচন্ড গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে একটু পরিত্রাণের চেষ্টায় দার্জিলিং সফর করছেন অনেকেই। দার্জিলিংয়ের আবহাওয়া এখন অত্যন্ত মনোরম। এত সুন্দর মনোরম আবহাওয়ায় দিন দুয়ে কাটাতে সকলে এত সুন্দর মনোরম আবহাওয়ায় দিন দুয়ে কাটাতে অনেকেই এখন দার্জিলিংয়ের পথে।

জলপ্রকল্পের কাজ পরিদর্শন গজলডোবায়

জয়ন্ত চক্রবর্তী : গজলডোবায় তিস্তা নদী থেকে জল এনে শিলিগুড়ি শহরের জন্য যে 'বৃহত্তর জল প্রকল্পের' কাজ শুরু হয়েছে। গত ১১ এপ্রিল তা পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগম মেয়র গৌতম দেব। সঙ্গে ছিলেন পুরনিগমের চিফ ইঞ্জিনিয়ার সহেলি চক্রবর্তী, সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার সুবীর নাগ, কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল ডিভিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিফ ইঞ্জিনিয়ার চন্দ্রচূড় সরকার, সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার জগন্নাথ চক্রবর্তী, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শান্তনু ভৌমিক প্রমুখ। এই প্রকল্পের ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল বিষয়টি দেখার জন্য কেএমডিএ থেকে এই বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররা এসেছেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এই বিশেষ প্রকল্পের সঙ্গে নিযুক্ত কেএমডিএ-এর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার(সিভিল) রাজু পাল, অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রসেনজিৎ অধিকারী ও সুজন লামা। জায়গাটি পরিদর্শনের পর গজলডোবার হাওয়ামহলে একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে শিলিগুড়ি শহরের পানীয় জলের যা চাহিদা পূরণ হবে বলে অনেকের অভিমত বর্তমান যে জল সরবরাহ করা হয় তা অপ্রতুল।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২০ এপ্রিল – ২৬ এপ্রিল ২০২৪

মেষ রাশি : বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার বা বদলির সম্ভাবনা। প্রতিকূলতা কাটিয়ে আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। পারিবারিক সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি হবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন দুর্গা চালিশা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : বিবাদ এড়িয়ে চলায় শ্রেয়। ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। কর্মোন্নতি সুযোগ আসতে পারে। অর্জিত অর্থের ব্যয়বৃদ্ধি। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। চাকরিতে সমস্যা হলেও সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। পারিবারিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার ক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরুবে নমঃ' পাঠ করুন।

মিথুন রাশি : সন্তানের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যহত হতে পারে। পাড়া-প্রতিবেশির সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। সন্তানের চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে সুফল লাভের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের কর্মক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা। প্রাণায়মের মাধ্যমে নিজেকে চিন্তামুক্ত করুন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪৪ বার 'ওঁ মন্দায় নম' পাঠ করুন।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য। ফাটকা অর্থ বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। সন্তানের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সুফল লাভের বাধা। কর্মক্ষেত্রে সুফল লাভে বিলম্ব।

প্রতিকার : প্রতিদিন আদিত্য হৃদয়ম জপ করুন।

কন্যা রাশি : কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা কাটিয়ে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যায় চিন্তার কারণ থাকবে। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলার সম্ভাবনা। পারিবারিক সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ১৪ বার প্রতিদিন 'ওঁ বুধায় নমঃ' জপ করুন।

তুলা রাশি : আর্থিক ক্ষতি থেকে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। সঞ্চয়ে বাধা দাম্পত্য সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ চিন্তার কারণ হতে পারে। সন্তানের পড়াশোনার ক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে দূরে যেতে হতে পারে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ললিতা সহস্র নাম জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : শারীরিক পীড়ায় শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগ আপাতত স্থগিত রাখাই শ্রেয়। মামলায় সুফল লাভে বিলম্ব। কর্মোন্নতিতে বাধা। আয় হলেও আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ঋণ করার প্রবণতা বৃদ্ধি। সন্তানের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যাহত। চাকরির পরীক্ষায় সুফল লাভে বাধা।

প্রতিকার : প্রতিদিন হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

ধনু রাশি : পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে বিড়ম্বনা। সমাজ কল্যাণমূলক কর্মে অগ্রগতি। সন্তানের চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। শারীরিক পীড়ায় ভোগান্তি। ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। ভ্রমণের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরুবে নমঃ' পাঠ করুন।

মকর রাশি : হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য থেকে বাড়তি উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। কোনো গুণী ও মহৎ ব্যক্তির সান্নিধ্যে মানসিক পরিবর্তনের সুযোগ আসতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে প্রতিবেশির সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। বিপরীত লিঙ্গে থেকে উপহার পেতে পারেন।

প্রতিকার : শনিবার দিব্যাঙ্গদের ভোজন করান।

কুম্ভ রাশি : ভ্রমণ আপাতত এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। পারিবারিক সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। সন্তানের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। ভাই বোনের থেকে উপহার বা সাহায্য পেতে পারেন। সঞ্চয়ে বাধা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। জ্যোতিষ নিয়ে চর্চার করার জন্য আগ্রহ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শনিবার গরিবদের ভোজন করান।

মীন রাশি : ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মোন্নতিতে সুযোগ রয়েছে। প্রশাসনিক স্তরের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। হিতৈষী ব্যক্তিদের সাহায্য কর্মোন্নতির সুযোগ রয়েছে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার নম 'ওঁ বৃহস্পতয়ে নমঃ' জপ করুন।

কাজের খবর

কেন্দ্রে ৩,৭১২ ক্লার্ক, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, বিভাগ ও দফতরে কাজের জন্য লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক/জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে ৩,৭১২ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। যে কোনো শাখায় উচ চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা কম্পিউটারে ইংরিজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৩৫টি শব্দ তোলার গতি থাকলে কিংবা প্রতি ঘন্টায় ১০,৫০০ কী ডিপ্রেশনে গতি থাকলে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক/জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য আবেদন করতে পারেন।

যে কোনো শাখায় উচ চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রির কাজে ঘন্টায় অন্তত ৮,০০০ কী ডিপ্রেশনে গতি থাকলে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (ডাটা এন্ট্রি অপারেটর গ্রেড-এ কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ছাড়া) পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। অঙ্ক অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে সায়েন্স শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রির কাজে ঘন্টায় অন্তত ১৫,০০০ কী ডিপ্রেশনে গতি থাকলে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর গ্রেড-এ কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স, ফুড অ্যান্ড পাব্লিক ডিস্ট্রিবিউশন, মিনিস্ট্রি অফ কালচার পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। সব পদের বেলায়ই উচ্চতর যোগ্যতার প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ০১-০৮-২০২৪"র হিসাবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২৮-১৯৯৭ থেকে ১-৮-২০০৬"এর মধ্যে। ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তপশিলী হলে ১৫, ও.বি.সি. হলে১৩) বছর, বিধবা, বিবাহ-বিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বিবাহ না করে থাকলে ৮ (তপশিলী হলে ১৩, ও.বি.সি. হলে ১১) বছর ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক/জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ১৯,৯০০-৬৩,২০০ টাকা। ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে ২৫,৫০০-৮১,১০০ টাকা। শূন্যপদ :৩,৭১ ২টি। পদ অনুযায়ী ও ক্যাটেগরিভিত্তিক কোন রাজ্যে ক"টি শূন্যপদ আছে তা পরে জানানো হবে। তপশিলী, ও.বি.সি., ই.ডব্লু.এস., প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য যথারীতি শূন্যপদ সংরক্ষিত আছে। প্রার্থী

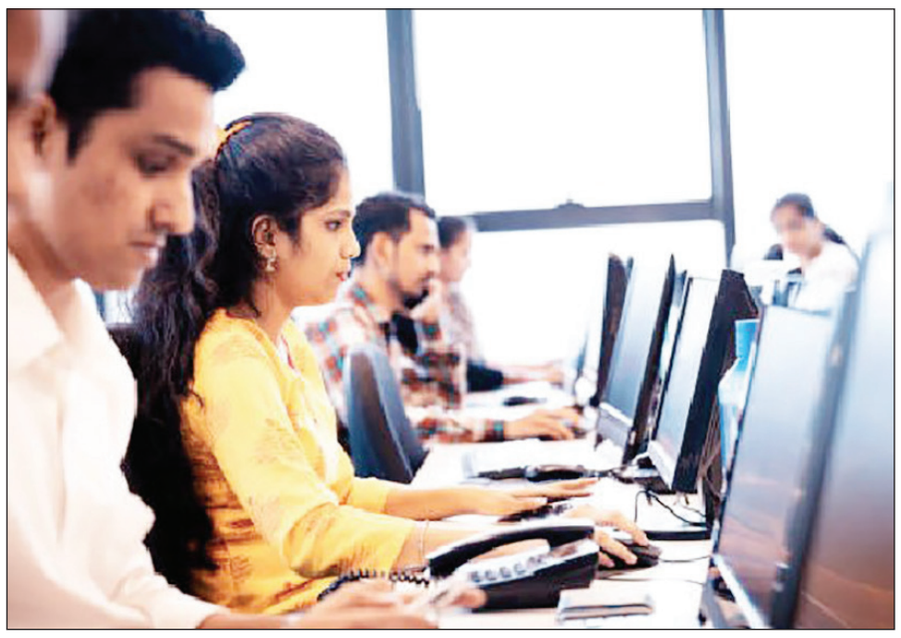

বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। Combined Higher Secondary Level (10+2) Level Examination, 2024 পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য দু"টি পর্যায়ের পরীক্ষা হবে। প্রথম পর্যায়ের কম্পিউটার বেসড পরীক্ষা হবে জুন-জুলাইয়ে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কম্পিউটার বেসড পরীক্ষা কবে হবে তা পরে জানানো হবে। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা হবে পূর্ব-ভারতের এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা (৪৪১০), শিলিগুড়ি (৪৪১৫), আসানসোল (৪৪১৭), বর্ধমান (৪৪০৪), দুর্গাপুর (৪৪২৬), কল্যাণী (৪৪১৯), গ্যাংটক (৪০০১), রাঁচী (৪২০৫), বেরহামপুর (ওড়িশা) (৪৬০২), ভুবনেশ্বর (৪৬০৪), কটক (৪৬০৫), পোর্ট ব্লেয়ার (৪৮০২), জামশেদপুর (৪২০৭), রৌরকেলা (৪৬১০), ঢেঙ্কানল (৪৬১১), ডিব্রুগড় (৫১০২), গুয়াহাটি (দিসপুর) (৫১০৫), জোড়হাট (৫১০৭), শিলচর (৫১১১), কোহিমা (৫৩০২), শিলঙ (৫৪০১), ইম্ফল (৫৫০১), আগরতলা (৫৬০১), আইজল (৫৭০১), ইটানগর (৫০০১), ডিমাপুর (৫৩০১)। এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের ২০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন হবে এই ৪টি পার্টে: (ক) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স-৫০ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, (খ) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ (বেসিক নলেজ) ৫০ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, (গ) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (বেসিক অ্যারিথমেটিক স্কিল)- ৫০ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, (ঘ) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস-৫০ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৬০ মিনিট। দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীরা অতিরিক্ত সময় পাবেন। প্রশ্ন হবে ইংরিজি ওমিনিট। দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীরা অতিরিক্ত সময় পাবেন। প্রশ্ন হবে ইংরিজি ও হিন্দিতে। লিখিত পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ০.৫০ নম্বর কাটা হবে। সফল হলে দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা। দ্বিতীয় ধাপের (দ্বিতীয় টায়ার) পরীক্ষায় থাকবে ৩টি পেপার। প্রথম পেপারে সেশন-।"এ থাকবে ৩টি সেকশন। সেকশন-১"এ থাকবে ১৮০ নম্বরের ৬০টি প্রশ্ন। এইসব বিষয়ে (ক) ম্যাথমেটিক্যাল এবিলিটি-৩০টি প্রশ্ন, (খ) রিজনিং অ্যান্ড জেনারেল ইন্টেলিজেন্স-৩০টি প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ৩ নম্বর। সেকশন-২"এ থাকবে ১৮০ নম্বরের ৬০টি প্রশ্ন। এইসব বিষয়ে: (ক) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ও কমপ্রিহেনশন-৪০টি প্রশ্ন, (খ) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ২০টি প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ৩ নম্বর। সেকশন-১ ও সেকশন-২-এ সময় থাকবে ১ ঘন্টা। সেকশন-৩"এ থাকবে ৪৫ নম্বরের ১৫টি প্রশ্ন কম্পিউটার নলেজ মডিউল-১। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ৩ নম্বর। সময় থাকবে ১৫ মিনিট।

দ্বিতীয় ধাপের (সেকেন্ড টায়ার) পরীক্ষা কবে হবে তা পরে জানানো হবে। ওপরের ওইসব পেপারেই প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের। প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং আছে। টায়ার-।"এর বেলায় প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তর দিলে প্রাপ্ত নম্বর থেকে ০.৫০ নম্বর কাটা হবে। টায়ার-।।"এর বেলায় সেকশন-১, সেকশন-২ ও সেকশন -৩"এর মডিউল- ১"এর প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। সব ক্ষেত্রেই উত্তর দিতে হবে ও.এম.আর. শীটে।

সেকশন-।।।-তে থাকবে স্কিল টেস্ট বা, টাইপিং টেস্ট। ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদের বেলায় ১৫ মিনিটের স্কিল টেস্ট হবে আর লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক বা, জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের বেলায় ১৫ মিনিটের টাইপিং টেস্ট হবে। পরীক্ষা সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.ssc.nic.in দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৭ মে পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: https:// ssc.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (২০ থেকে ৫০ কেবির মধ্যে) ও সিগনেচার জে.পি.জি. ফর্ম্যাটে ৪ কে.বি. থেকে ১ ২কে.বি.র মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন আপনা থেকেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর তৈরি হয়ে যাবে। তখন ওই রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রিন্ট করে নেবেন। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা এস.বি.আই চালান / নেট ব্যাঙ্কিং / ক্রেডিট কার্ড বা, ডেবিট কার্ডে জমা দিতে পারবেন ৮ মে"র মধ্যে। মহিলা, তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না। টাকা নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড বা, ক্রেডিট কার্ডে যাঁরা জমা দেবেন, তাঁরা নাম রেজিস্ট্রেশনের সঙ্গে সঙ্গেই জমা দিতে পারবেন। এইভাবে টাকা জমা দেওয়ার পর আবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে স্ক্যান করা ফটো ও সিগনেচার আপলোড করতে হবে। ফটো ও সিগনেচার আপলোড করার পর সাবমিট করলে তবেই নাম রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হবে। এরপর ওই কনফার্মেশন প্রিন্ট করে নেবেন। তখন ওই কনফার্মেশন ই-মেল করেও পাঠানো হবে। ফর্ম পূরণে কোনো ভুল হয়ে থাকলে তা সংশোধন করতে পারবেন ১০ ও ১১ মে।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই-মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

পেসমেকার ব্যবহারে স্বাভাবিক জীবন সম্ভব

বাড়িতে রোগী বেশ কয়েকবার চোখে অন্ধকার দেখতে দেখতে ক্ষণিকের জন্য জ্ঞান হারিয়েছেন আর বাড়ির লোক দুর্বলতা ভেবে অবজ্ঞা করেছেন। অবশেষে একদিন বাজারে একইভাবে পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে বললেন হার্টের অসুখ এক্ষুনি পেসমেকার বসাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি আর পেসমেকার বসানো হল। রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে দু-একদিনের মধ্যে বাড়ি ফিরলেন এবং তার সেই পুরনো ব্যামোর পুনরাবৃত্তি আর হল না। অনেক ক্ষেত্রেই পেসমেকার ব্যবহারকারীর কাহিনী এরকমই হয়ে থাকে। এই পেসমেকার আসলে কি? এটা বুঝতে গেলে আমাদের হার্টের কাজ সম্বন্ধে কিছুটা জানতে হবে। আমাদের হার্ট আমাদের সমস্ত করে থাকে। হার্টের পেশীগুলি সংকোচন এবং প্রসারণের সাহায্যে একটি পাম্পের মত সারা দেহে রক্ত সরবরাহ করে থাকে। এই পেশী সংকোচন আর প্রসারণের জন্য হার্টের একটা নিজস্ব বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা রয়েছে। এই বিদ্যুতের স্বাভাবিক স্পন্দন হার্টের এস.এ (S A) বা সাইনো এ্যাট্রিয়াল নোড থেকে উৎপাদিত হয়। হার্টের পেশির মধ্যে বিভিন্ন ফাইবারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহ হার্টের সমস্ত প্রান্তে সরবরাহিত হয়। হার্ট একটি নির্দিষ্ট স্বাভাবিক গতিতে বিট করতে থাকে। এই এস.এ নোডকে বলা হয় ন্যাচারাল পেসমেকার। বিভিন্ন কারণে এই বিদ্যুৎস্পন্দন বা সরবরাহ বিঘ্নিত হলে হার্ট বিটের গতি হয় বেড়ে যেতে পারে বা কমে যেতে পারে এমনকী নির্দিষ্ট ছন্দের বদলে ছন্দহীন অনিয়মিত হয়ে পড়তে পারে। এর ফলে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত সরবরাহ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হতে পারে। আর রোগী বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট, সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়া, ক্লান্তি অনুভব করা এমনকি সাডেন ডেথের সম্ভাবনাও থেকে যায়। হার্টের এই সমস্যা নির্ণয়ে ইসিজি, ২৪ ঘন্টা হলটার মনিটরিং, ইকো কার্ডিওগ্রাফি ইত্যাদির পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। সমস্ত রিপোর্ট দেখে ডাক্তারবাবু এই সমস্যার সমাধানে কৃত্রিম পেসমেকার বসানোর উপদেশ দিতে পারেন। এই মেশিনটি আসলে একটি ছোট্ট হাত ঘড়ির আকারের ব্যাটারি চালিত জেনারেটর। এই ছোট্ট মেশিনটি ছোট অপারেশনের মাধ্যমে বুকের ত্বকের তলায় স্থাপিত করা হয়ে থাকে আর এর লিড বা তারটি শিরার মাধ্যমে হার্টের ভেতর যুক্ত করা হয়। এই কৃত্রিম পেসমেকার হার্টের প্রয়োজন মতো সচল হয় আর যখন প্রয়োজন হয় না তখন নিষ্ক্রিয় থাকে এবং এর ফলে হার্টের স্বাভাবিক স্পন্দন চালু থাকে। এই মেশিনের ব্যাটারি ১০ থেকে ১৫ বছর

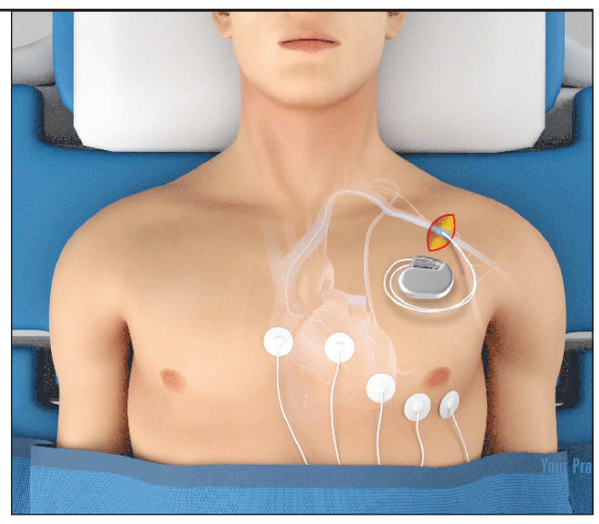

পর পরিবর্তন করতে হয়। যদিও কোম্পানিগুলি ৬ মাস অন্তর ব্যাটারির স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে।

পেস মেকার ব্যবহারকারীর সাধারণত কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। যদিও সাধারণ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম যেমন মাইক্রোওয়েভ ওভেন, সেল ফোন ইয়ারফোন, ইত্যাদি ব্যবহারে সমস্যা না থাকলেও দীর্ঘক্ষণ ব্যবহার করা ঠিক নয়। সেলফোন ৬ ইঞ্চি দূরে রাখা এবং যেখানে পেসমেকার লাগানো হয়েছে সেখানকার বুকপকেটে রাখা উচিত নয়। এছাড়া পেসমেকার স্থাপনের জায়গায় ম্যাসেজ করা ঠিক নয়। যে সকল যন্ত্রপাতি উচ্চমাত্রার চৌম্বকীয় ক্ষেত্র ব্যবহার করে যেমন এমআরআই মেশিন, মেটাল ডিটেক্টর ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকে। তবে আজকাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড কমপ্লায়েন্ট পেসমেকার মেশিন এসে যাওয়ায় এই সমস্যার সমাধান করা গেছে। সাধারণত পেসমেকার স্থাপন হওয়ার ফলে রোগী স্বাভাবিক এবং উন্নত মানের জীবন যাপনে সক্ষম হন।

শব্দবার্তা ২৮৯

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। পুলিশ কমিশনার ৪। ছটা, প্রভা ৬। কোনো দেশের বা রাষ্ট্রের সম্ভাব্য বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ৮। গভর্নমেন্ট ১০। যে পশুপাখির ডাক নকল করতে পারে ১১। নীচ, অধম ১৩। দিব্যি দেওয়া সংখ্যা ১৪ নক্ষত্র বিশেষ।

উপর-নীচ

২। অনর্থক দণ্ড ৩। সমুদ্র ৫। রাতে খই ইত্যাদি ভাজা হয় ৭। পাল্লা, প্রতিযোগিতা ৮। সমাজের নেতা ৯। আয়, রোজগার ১০। বাধা, প্রতিবন্ধক ১২। রাশিচক্রের প্রথম রাশি।

সমাধান : ২৮৯

পাশাপাশি : ২। কোমলকোরক ৫। জলকাদা ৭। সমস্যা ৯। হালত ১০। দলমত ১২। আকাশদুহিতা।

উপর-নীচ : ১। অম্বুজ ৩। ময়দান ৪। রকমরকম ৬। লবঙ্গলতিকা ৮। বাদশাহি ১০। তলব।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে

৯৮৭৪০১৭৭১৬

দুর্ঘটনা

বাইক গাড়ি সংঘর্ষে মৃত ১

রবীন দাস : বাইক ও বোলেরো ম্যাক্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে কাকদ্বীপ হারুউড পয়েন্ট কোস্টাল থানার কাজল মোড়ের কাছে গত সোমবার দিন সকালে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় সুকান্ত মন্ডল নামে ৩৪ বছরের এক যুবকের। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে ওই বোলেরো ম্যাক্সটি কাকদ্বীপের দিক থেকে পাথর প্রতিমার দিকে গরু বোঝাই করে যাবার সময় অপরদিক থেকে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটে এই দুর্ঘটনা। বামা নগর স্কুল মোড় এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া। পুলিশ গাড়িটিকে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভষ্মীভূত ৩টি বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ক্যানিং থানার নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের বেলেখালি এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ভস্মীভূত হল তিনটি বাড়ি। ঘটনায় আহত হয়েছে নিয়ামত সেখ ও আমজেদ সেখ নামে দুই ব্যক্তি। আহতদের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। আগুন নেভাতে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। তার আগে স্থানীয় মানুষের চেষ্টায় আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে।

অটো ও ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : বৃহস্পতিবার সকালে বারুইপুরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ২ জনের। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন সকালে বারুইপুরে অটো ও ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। অপর এক অটো যাত্রীকে গুরুতর জখম অবস্থায় বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করেছে পুলিশ।তবে চালক পলাতক। এদিন সকালে সূর্যপুর হাট থেকে যাত্রী নিয়ে একটি অটো বারুইপুরের দিকে যাচ্ছিল উল্টো দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে বারুইপুর গার্লস স্কুলের সামনে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। আর তারপর এই ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় ট্রাকের চালক। খোঁজা খুজি শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।গুরুতর যখম এক যাত্রীকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা অটো আরো ১ আরোহী গুরুতর জখম হয়েছে। মৃতদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

ক্রাইম ডেস্ক

কাকাকে কামড়ে দিল ভাইপো

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : বাসন্তী থানার উত্তর মোকামবেড়িয়া পঞ্চায়েতের আমড়াতলা গ্রামের বাসিন্দা সুনীল নস্কর রবিবার বিকালে বাড়ির কাছেই বসেছিলেন। সেই সময় তার ভাইপো অমর নস্কর ওই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকা কাকা সুনীলের উপর হামলা চালায়। তাকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করে মুখে কামড় বসিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় ওই ব্যক্তি। বাসন্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অভিযুক্ত ভাইপোর বিরুদ্ধে বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্ত কাকা সুনীল নস্কর।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার দুষ্কৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ৩৫টি দামী মোবাইল ফোন,৩ টি কার্তুজ ও একটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম রাহুল মণ্ডল, বাড়ি হুগলি জেলার সাহাগঞ্জ এলাকায়।৭ দিনের পুলিশ হেফাজত চেয়ে রবিবার ধৃতকে আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,শনিবার রাতে ঘুটিয়ারী শরীফ পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায়, নারায়ণপুর পঞ্চায়েত এলাকায় এক যুবক ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছে। তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। খবর পাওয়া মাত্রই ওসি সুকুমার রুইদাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় চিরুনি তল্লাশি অভিযান শুরু করে। রাহুল মণ্ডল নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের কাছ থেকে ১ আগ্নেয়াস্ত্র,৩ টি কার্তুজ ও ৩৫টি দামী মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রামকুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, 'রাহুল নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সে বিভিন্ন জায়গায় চুরি ছিনতাই করত। ধৃতের সঙ্গে আর কে বা কারা যুক্ত রয়েছে সে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

বাসন্তীতে পিটিয়ে খুন, অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : নিজের খুড়তোতো ভাইকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল খোদ তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। মৃতের নাম স্বপন ঘরামী(৫৫)। ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত উত্তরমোকামবেড়িয়া পঞ্চায়েতের হাড়ভাঙ্গী গ্রামে। বাসন্তী থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আচমকা বাংলা নববর্ষের দিন এমন ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন স্বপন ঘরামী তার এক ছোট ভাইঝিকে আদর করে চড় মেরেছিল। ভাইঝিকে কেন মারল তার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পঞ্চায়েত সদস্য বিদেশ ঘরামী। অভিযোগ এরপর বিদেশ ঘরামী, স্বদেশ ঘরামী, জয়দেব ঘরামী,তরুণ ঘরামী,অরুণ ঘরামী'রা লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করে স্বপনকে। অভিযোগ মারের চোটে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির।

বাসন্তীতে খুনের ঘটনায় ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : বাসন্তীতে খুনের ঘটনায় দুজন কে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃত দুজনের নাম জয়দেব ঘরামী ও স্বদেশ ঘরামী। ধৃতদের সোমবার আদালতে তোলা হয়।উল্লেখ্য, রবিবার বাসন্তী থানার উত্তর মোকামবেড়িয়ার হাড়ভাঙ্গীতে স্বপন ঘরামী(৫৭) নামে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য বিদেশ ঘরামী সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে।মৃতের ছেলে বাসন্তী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। তদন্তে নেমে পুলিশ দুজন কে ধরে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, মাছ চাষের সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ বিবাদ চলছিল ঘরামী পরিবারের মধ্যে।অভিযোগ সেই বিবাদকে ইস্যু করে রবিবার স্বপন ঘরামীর বাড়ির সামনে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করছিল স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিদেশ ঘরামী,স্বদেশ ঘরামী,জয়দেব ঘরামী,প্রণব ঘরামী'রা। প্রতিবাদ করেন স্বপন। অভিযোগ, সেই সময় প্রতিবাদীকে কিল,চড়,ঘুঁসি মারতে থাকে বিদেশ ঘরামীরা। এমনকি লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।পরিবারের লোকজন গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে স্বপনকে বাসন্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষনা করেন।

সুন্দরবনের রায়দীঘি জেটির নাব্যতা কমায় বিকল্প জেটির পথে প্রশাসন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন : নদীর নাব্যতা কমছে,হারাচ্ছে রায়দিঘির জেটির অবস্থান, বিকল্প ব্যবস্থার খোঁজে প্রশাসন। দিনের পর দিন নাব্যতা কমছে সুন্দরবনের রায়দিঘির জেটির। ফলে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের। যার জেরে শুরু হয়েছে বিকল্প ব্যবস্থার খোঁজ।

প্রশাসন সূত্রে খবর, এই সমস্যা দূর করতে রায়দিঘি থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে ঠাকুরান নদীতে দমকল খেয়াঘাটের কাছে নগেন্দ্রপুরে নির্মাণ করা হবে নতুন জেটি। যেখানে নাব্যতা থাকবে অনেক বেশি। ফলে জোয়ার বা ভাটায় সমস্যা হবেনা। এমনিতেই রায়দিঘির জেটির অবস্থা সংকীন হয়ে উঠেছে। এই জেটি সারানোর জন্য পরিকল্পনাও রয়েছে প্রশাসনের।

নগেন্দ্রপুরের এই জেটি নির্মাণ হলে মৎস্যজীবীদের অনেক সুবিধা হবে। তাই এই জেটিটিকে ল্যান্ডিং সেন্টার হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। ফলে অনেক ট্রলার সেখানে দাঁড়াতে পারবে। যেখান থেকে গভীর সমুদ্রে যাতায়াত আরও সহজ হয়ে উঠবে। এর কাছেই তৈরি করা হবে বরফ কল। যার কাজ প্রায় শেষের দিকে। ফলে মৎস্যজীবীরা খুবই

উপকৃত হবেন। উপকৃত হবেন সুন্দরবনে আসা পর্যটকরাও।তাঁরা ও এই জেটি ব্যবহার করে সুন্দরবনের খুব কাছে পৌঁছে যেতে পারবেন। যেতে পারবে বনি ক্যাম্পে। ফলে এই জেটি ভবিষ্যতে যে রায়দিঘির জেটির বিকল্প হয়ে উঠবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। আর এই নতুন জেটির হাত ধরে সুন্দরবনের পর্যটন থেকে ব্যবসা সবারই উন্নতি হবে। আর এই জেটি চালায় প্রহর গুণছে সাধারণ মানুষ থেকে সবাই।

বড় কাছারিতে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিষ্ণুপুর : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম তীর্থক্ষেত্র হল বিষ্ণুপুর থানা এলাকার বাবা বড় কাছারি ধাম। গত ১৭ এপ্রিল ওই তীর্থ ধামে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিদায়ী সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি রীতিমতো নিয়ম মেনে পুজো দিলেন।। পুরোহিত মাথায় তিলক কেটে দেন হাতে বেঁধে দেন তাগা। শিবলিঙ্গে জল নিবেদন করেন অভিষেক। ডালা দিয়ে পূজা করেন। তার এই পুজো দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রচুর তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মী জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছিলেন বাবা বড় কাছারি ধামে। উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা, সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ-অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। এই বড় কাছারি ধামে পূজার মাধ্যমেই একপ্রকার ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে প্রচার শুরু করে দিলেন অভিষেক ব্যানার্জি। প্রসঙ্গত প্রতি লোকসভা নির্বাচনের আগেই অভিষেক ব্যানার্জি এই বড়কাছারি ধামে পূজা দেন। খুবই জাগ্রত এই তীর্থস্থান। তারই উদ্যোগে বাখরাহাট নিবারণ দত্ত রোডে একটি বড় কাছারি তোরণ নির্মিত হয়েছে।

বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে বিপত্তি, চলছে পানীয় জলের সঙ্কট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: প্রচন্ড গরমে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। এলাকায় চলছে দাবদাহ।বুধবার বিকালে আচমকা বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ায় চরম উৎকণ্ঠায় কাটাচ্ছেন ক্যানিংয়ের দিঘীরপাড় পঞ্চায়েত এলাকার কুমারশা,কোড়াকাঠি,অঞ্চলঅফিস,ইটখোলা,মাঝেরপাড়া এলাকার বাসিন্দারা। প্রচন্ড গরমে একদিকে এলাকা যেমন বিদ্যুৎহীন আবার বিদ্যুৎ না থাকায় ট্যাপ কলে উঠছে না পানীয় জল। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বিকলে ক্যানিং থেকে একটি ম্যাটাডোর গাড়িতে ধানকাটার গাড়ি নিয়ে হেড়োভাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় ক্যানিং-হেড়োভাঙ্গা রোডের অঞ্চল অফিস মোড় সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যুতের তার আটকে যায় গাড়িতে। মুহূর্তে তিনটি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ে এলাকা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।পাশাপাশি যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।পালিয়ে যায় গাড়ির চালকও। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজীর হয় ক্যানিং থানার পুলিশ।রাস্তার উপর পড়ে থাকা বিদ্যুতের খুঁটি সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। পাশাপাশি ক্যানিং থানার পুলিশ গাড়ি দুটি আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মেটিয়াবুরুজে বিজেপির প্রবাস বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেটিয়াবুরুজ: গত ৩ এপ্রিল মেটিয়াবুরুজ বিধানসভায় ডায়মন্ডহারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে জেলিয়াপাড়া রোডে রাজলক্ষ্মী ভিলায় প্রবাস বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। ডায়মন্ডহারবার লোকসভার অন্তর্গত এই বিধানসভায় আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সংগঠন কে মজবুত করতে এই সভার আয়োজন। কোথায় কোথায় সংগঠনের ঘাটতি আছে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হয়। প্রসঙ্গত গত লোকসভা নির্বাচনে এই বিধানসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস ৮৮০০০ ভোটে লিড পেয়েছিল। এবার কি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় বিজেপি প্রভাব ফেলতে পারবে? এই প্রশ্নে বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ সরদার বলেন, প্রবাস বৈঠকে যে হারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ উপস্থিত ছিল তা দেখে আমরা আশাবাদী। ১০০% সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বুথেও এবার বিজেপির এজেন্ট দিতে পারবে তারা এমনই অভিমত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের। এই প্রবাস বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কলকাতা জেলার সভাপতি অনুপম ভট্টাচার্য, ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার ইনচার্জ উত্তম কর, কো ইনচার্জ প্রীতম দত্ত, মেটিয়াবুরুজ বিধানসভার কনভেনার তথাগত রায় প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : দরজায় কড়া নাড়ছে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করার লক্ষ্যে ১ মার্চ বীরভূম জেলায় এসে পৌঁছেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সোমবার রাজনগর ব্লকের তাতিপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামে রুট মার্চ করে কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন বাহিনীর সদস্যরা। সঙ্গে ছিলেন চন্দ্রপুর থানার ওসি ঝুমুর সিনহা। ২ মার্চ সকালে সিউড়ি থানার অন্তর্গত কুখুডিহি ও কাকুরিয়া গ্রামে রুট মার্চ করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। সঙ্গে ছিল রাজ্য পুলিশ।

বিক্ষোভের মুখে বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়ের পর এবার বিক্ষোভের মুখে পড়ল বিজেপি প্রার্থী পিয়া সাহা। ১ এপ্রিল নানুর ব্লকের মোহনপুর গ্রামে ভোট প্রচারে গেলে কয়েকজন যুবক বোলপুর লোকসভাকেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পিয়া সাহার কাছে এসে বলে, কেন্দ্রে ক্ষমতায় থেকে কি করছেন আপনারা? ভোটের আগে তো পদ্মফুলের দেখা মেলে না। প্রচার করে কি হবে? আপনি কমপক্ষে দুই লক্ষ ভোটে হারবেন। এই কথা শুনে বিব্রত হয়ে পড়ে পিয়া। যদিও ওই যুবকদের তৃণমূলের লোকজন বলে দাবি করে পিয়া সাহা।

দেওয়াল লিখনে ভোট যুদ্ধে ছড়া

মলয় সুর : এক সময়ে দেওয়াল আকর্ষণীয় করে তুলতে তৎপর থাকত রাজনৈতিক দল গুলি। ছোট ছড়া, ব্যাঙ্গচিত্র প্রার্থী নাম লিখতে চমৎকার অঙ্কন শৈলীর পরিচয় থাকত। গ্রহণ যোগ্যতা বেশি ছিল ব্যঙ্গচিত্রের। তবে সমাজ যত আধুনিক হচ্ছে ততই যেন হারিয়ে যেতে বসেছে দেওয়ার লিখনের উৎকর্ষতা। হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের লকেট চট্টোপাধ্যায় বনাম জনপ্রিয় দিদি নাম্বার ওয়ানের অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুন্দরবনের মিঠা জলে ঢুকছে সমুদ্রের নোনা জলের মাছ, কারণ সন্ধানে বিজ্ঞানীরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন: সুন্দরবনের নদীর মিঠা জলে সামুদ্রিক মাছের অস্তিত্ব মেলায় জীব বৈচিত্র্যে পরিবর্তনের আশংকায় পরিবেশবিদরা। আর সেজন্য সুন্দরবনের জলজ জীব বৈচিত্র্যে পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (জেডএএসআই) এর সুন্দরবন আঞ্চলিক অফিস। সামুদ্রিক প্যারট, স্নাপার, গ্রুপার এবং এইটব্যান্ড বাটারফ্লাই ফিশ মিলেছে নদীতে। এগুলি গভীর সমুদ্রে পাওয়া যায়। এর আগে সুন্দরবনের নদী গুলিতে দেখা মেলেনি এই সব মাছের। এ নিয়ে জেডএএসআই এর

সুন্দরবন আঞ্চলিক অফিসের জি এস যোগেশ কুমার বলেন, জলে নুনের মাত্রার নিশ্চয়ই বদল ঘটেছে। আর তা নিশ্চিত করতে নতুন করে আমাদের গবেষণা করা হচ্ছে। তবে নতুন এই গবেষণায় আর কী উঠে আসে সেদিকেই তাকিয়ে সকলে। জলের লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে নাকি মাছগুলি নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে শুরু করেছে তাও দেখা হচ্ছে। সূত্রের খবর, মাছগুলি এক জায়গার মাছ নয়, একাধিক মহাদেশের উপকূলে পাওয়া যায় এই মাছগুলি।

তবে সমস্ত দিক বিবেচনা করে বিষয়টির গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে আধিকারিকরা। এই গবেষণার রিপোর্ট আসলেই জানা যাবে আসল রহস্য। তবে জৈব বৈচিত্র্যের আমুল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

জেলার সার বণ্টন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সমগ্র ২৪ পরগণা জেলায় সার বণ্টন ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। বি. ডি. ও অফিস থেকে সার সরবরাহ প্রায় বন্ধ। বর্তমানে ৯০ পয়সার ইউরিয়া সার কালোবাজার থেকে চাষীদের ৫ টাকা দরে কিনতে হচ্ছে। কীটনাশক ওষুধও সোজা পথে মিলছে না। সার ও কীটনাশক ওষুধ চড়াদামে কিনতে চাষীরা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন ব্লকের আফিসারদের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেল মোট সরবরাহকৃত সারের শতকরা ৫০ ভাগ যোগান দেয় এফ সি আই, অবশিষ্ট ৫০ ভাগের ২৫ ভাগ সরবাহ করে এগ্রো- ইন্ডাস্ট্রিজ এবং অবশিষ্ট ২৫ ভাগ দেয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সবাই এখন হাত গুটিয়ে বসেছে। যা ছিটে ফোঁটা আসছে তার কিছুটা ধান্দাবাজরা লুটে নিচ্ছে এবং বাকীটা চোরাপথে চালান হচ্ছে। গ্রামের চাষী ভাইদের সামনে সার আর কীটনাশক ওষুধের সরকারী বিজ্ঞাপন একটা ধাপ্পাবাজীতে পরিণত হয়েছে। অবস্থা দেখেশুনে মনে হচ্ছে চাষীদের মেরে সার তৈরীর কোন পরিকল্পনা সরকার হয় তো গ্রহণ করতে চলেছেন।

৮ম বর্ষ, ২০শে এপ্রিল ১৯৭৪, শনিবার, ২৩শ সংখ্যা, ৬ই বৈশাখ, ১৩৮০

রাতের অন্ধকারে বিজেপি কর্মীকে মারধর,এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা : রাতের অন্ধকারে এক বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। রাতের অন্ধকারে এমন ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন বিজেপিকর্মী রাহুল মৃধা। ঘটনার বিষয়ে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন আক্রান্ত বিজেপি কর্মী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জীবনতলা থানার অন্তর্গত বাঁশড়ার বিদ্যাধরী পল্লির বাসিন্দা রাহুল মৃধা কাজ সেরে রবিবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ বাড়িতে ফেরার পথে বিধু বিশ্বাসের মোড় এলাকায় তৃণমূল আশ্রিত জনাকয়েক দুষ্কৃতি তাকে ঘিরে ধরে। লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। রাহুল রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লে দুষ্কৃতিরা পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে। বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। রাহুল জানিয়েছেন, 'বিজেপি করার অপরাধে আমাকে প্রাণ মেরে ফেলার হমকি দিচ্ছিল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতি বেলেগাছির রামকৃষ্ণ পল্লীর পলাশ মজুমদার ও বাঁশড়ার প্রতাপগড় এলাকার উজ্জ্বল গয়ালি। রবিবার রাতে আমাকে একা পেয়ে লোহার রড দিয়ে এলোপাথাড়ি মারধর করে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেলে ওরা পালিয়ে যায়। দুষ্কৃতিরা যাতে শাস্তি পায় সেই আবেদন জানিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছি।' তদন্ত শুরু করলেও পুলিশ এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

বিজেপি কর্মীরা আক্রান্ত অভিযোগ তৃণমূলীদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : আবারো উত্তেজনা ছড়ালো ক্যানিংয়ে। দুই বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার অন্তর্গত ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ি ৫ নম্বর নাইয়া পাড়ায়। গুরুতর জখম হয়েছেন স্থানীয় বিজেপির বুথ সভাপতি সন্ন্যাসী মণ্ডল ও শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ নির্মল সরদার। জানা গিয়েছে,এদিন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা জয়নগর তপশিলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডাঃ অশোক কাণ্ডারী'র সমর্থনে প্রচারের জন্য এলাকায় পতাকা লাগাচ্ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় তৃণমূল আশ্রিত হার্মাদ বাহিনীরা লোকজন অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে তাদেরকে হুমকি দেয় এবং মারধর করে। ঘটনার পর বিজেপি কর্মীরা ক্যানিং থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ দায়ের করার পর ওই বিজেপি কর্মীদের উপরে আবারও রাতে চড়াও হয় তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতিরা। অভিযোগ বিজেপির দুই কর্মীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় দুই বিজেপি কর্মী। ঘটনার খবর পেয়ে বিজেপি'র স্থানীয় নেতৃত্ব তাদেরকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। ঘটনার বিষয়ে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে ক্যানিং থানায় রবিবার একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব জানিয়েছেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভা নির্বাচনে ভরাডুবি হবে, আর সেই জন্যই আগে থেকেই জানতে পেরেছে। সেই কারণে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর বেপরোয়াভাবে আক্রমণ করে মারধর করে এলাকায় অশান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছে। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় ৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের আরও দাবি, বর্তমানে শাসকদলের হয়ে পুলিশ প্রশাসন কাজ করছে। পুলিশ প্রশাসন নিরপেক্ষ হয়ে সক্রিয় থাকলে এমন ঘটনা ঘটতো না। ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় যেভাবে তৃণমূলের দৌরাত্ম্য বেড়েছে আশঙ্কা আগামী দিনে তা দ্বিতীয় সন্দেশখালি না হয়ে ওঠে।' অন্যদিকে, স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই। নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল পাকিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করে লোকসভা নির্বাচনে ফায়দা তুলতে চাইছে বিজেপি। এমন জঘন্য ঘটনায় তৃণমূলের কোন কর্মী সমর্থক জড়িত নয়।'

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ২০ এপ্রিল – ২৬ এপ্রিল ২০২৪

নেতাজি ইস্যু উপেক্ষিত রইল

প্রত্যাশামতো প্রতিবারের 'ঐতিহ্য' মেনে ভারতের স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির ইস্তাহারে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি হয়ে চলা ধারাবাহিক অবিচার ও উপেক্ষার প্রতিকারের লক্ষ্যে কোনও প্রতিশ্রুতি মিলল না। ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনে ডান–বাম রাজনৈতিক দলগুলি নেতাজির ত্যাগ আদর্শের কথা বলেন। তাঁর প্রতি অন্যায় অবিচারের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাজনৈতিক কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করেন অনেক নেতানেত্রী। নেহেরু আমলে ঘটে চলা নেতাজি ও আজাদহিন্দের প্রতি অন্যায় অবিচার দূর করার প্রতিশ্রুতি ও প্রচার মাধ্যমে বলেন তাঁরা। নেতাজির জন্মদিন কেন জাতীয় ছুটির দিন করা গেল না সে বিষয়ে প্রশ্ন তুললেও দলীয় ইস্তাহারে নেতাজির প্রতি হয়ে চলা অন্যায় নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেন না সর্বভারতীয় স্তরের কোনো রাজনৈতিক দল যাঁদের জনপ্রতিনিধিত্ব আছে লোকসভা কিংবা রাজ্যসভায়। নেতাজি অনুরাগীদের অরাজনৈতিক সংগঠন ছয় দফা দাবিপত্র পাঠায় রাজনৈতিক দলগুলির কাছে। ২৩ জানুয়ারি জাতীয় ছুটি কিংবা সিলেবাসে সঠিকভাবে নেতাজি ও আজাদহিন্দ শহিদদের মর্যাদা প্রদানের মতো সাধারণ দাবিগুলিকেও কোনও রাজনৈতিক দল তাদের লোকসভা নির্বাচনী ইস্তাহারে লিখিতভাবে জানাতে অপারগ। বাম–ডান দলগুলি 'আলপিন টু এ্যালিফ্যান্ট' সমস্ত বিষয়ে আলোকপাত করেছে। দুর্নীতি, ন্যায়, কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দশকের পর দশক যেগুলি ইস্তাহারের প্রতিশ্রুতিতেই লক্ষ্য করা যায়। প্রশ্ন উঠে গেল, ব্রিটিশের পয়লা নম্বর দুশমন বলে ঘোষিত সুভাষচন্দ্র বসুর জন্যই ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ভুক্ত ভারত সরকারের স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলি লিখিতভাবে নেতাজি ও আজাদহিন্দের শহিদদের প্রতি হওয়া এবিচারের প্রতিকার করার প্রতিশ্রুতি দিতে পারল না? গত পঁচাত্তর বছর ধরে একটানা সত্য গোপনের পর্ব চলেছে। কিছু নির্বাচিত ফাইল ও মূর্তিস্থাপন, মিটিং মিছিলেই নেতানেত্রীরা নেতাজির প্রতি কর্তব্য সেরেছেন। তাঁর উপর চাপানো নানা মিথ্যাচার অপসারণের জন্য কোনও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারেন নি। অথচ প্রকৃত ইতিহাস বলছে নেতাজি ও তাঁর আজাদহিন্দ অভিযানের জন্যই বর্তমান ভারতে নির্বাচন, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে। রাজনীতির আফিমে মোহগ্রস্ত ঘুমন্ত দেশে সহজেই শিকড়ের স্মৃতিকে মুছে দেওয়া যায়। বাস্তবক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। লোকসভা–রাজ্যসভা মিলিয়ে প্রায় ৮০০ জন প্রতিনিধি থাকলেও নেতাজি নিয়ে মিহিসুরেও কেউ কোনও কথা উচ্চারণ করেনি। ব্যতিক্রম রাজ্যসভার সংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। ব্যক্তিগতভাবে তিনি দেশভক্ত ও নেতাজিভক্ত। তিনি বারংবার প্রশ্ন তুলেছেন নেহেরু আমলে চেপে চাওয়া আজাদহিন্দের ইতিহাস যেটি ঐতিহাসিক ড. প্রতুল গুপ্ত লিখেছিলেন তা অবিলম্বে প্রকাশ করার জন্য। তাঁকে সমর্থন করার জন্য অন্য কোনও সংসদের দেখা মেলেনি, এমনকী বাংলার বিয়াল্লিশ জনের মধ্যেও নয়। নেতাজি অনুরাগী নানা সংগঠন কিংবা অনুরাগী যারা কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের মতাদর্শের প্রতি অনুরক্ত তারাও তাদের দলীয় নেতৃত্বের কাছে গুরুত্বহীন হবার কারণে নেতাজি সত্য প্রতিষ্ঠা কিংবা মিথ্যাচার দূর করতে নির্বাচন প্রাক্কালে সোচ্চার হতে পারেনি। জাতির দুর্ভাগ্য দেশের আইকন নেতাজিকে স্বীকার করতে ভোট প্রার্থী রাজনীতিকরা দলীয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ রইলেন।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

সেই প্রবুদ্ধজন সমস্ত ভবভয় হতে মুক্ত হয়ে 'আত্মা একমাত্র সত্য' এই উপলব্ধি লাভ করেন।

প্রবুদ্ধ লীলা বললেন, হে দেবেশি! জীব যে ভাবে মরে, এবং জন্মায়, আমার জ্ঞানবৃদ্ধির তা আবার বলুন। সরস্বতী বললেন, নাড়ী স্পন্দনশূণ্য হলে প্রাণীর প্রাণবায়ু শান্তভাব ধারণ করে এবং তার চেতনা যেন মনে হয় বিলুপ্ত হয়েছে। বস্তুতঃ চেতনা ক্ষয় ও উদয়রহিত। তিনি নিত্য, সকল স্থাবর–জঙ্গমে, সকল পদার্থে সকল কোষে বিরাজিত। বায়ু রুদ্ধ হলে নাড়ীর স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে দেহ যে বিকল হয় তা ই মরণ। শরীর শবে পরিণত হলে এবং প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে মিলিত হলে বাসনাযুক্ত চেতনা নিজ প্রকৃতি অর্থাৎ আত্মপ্রকৃতিতে অবস্থান করে। পুনর্জন্মের বীজস্বরূপ বাসনা নির্মূল না হলে, সেই বাসনামণ্ডিত চেতনাকে জীব বলে। আত্মার অধিষ্ঠান সত্ত্বেও জীব আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি না করতে পেরে, পদার্থের অবস্থান ক্ষেত্ররূপ আকাশে থাকে। ফলে জীবের পরলোক গমন হয় না। ব্যবহারিক ভাবে এই ধরণের জীবকে প্রেত বলে। প্রেত নিজ বাসনার অনুরূপ কোন লোকে বিচরণ করে, সেখানেও মরণুচ্ছা অনুভব করে আবার অন্য লোক ভোগ করে। সমগ্র আকাশ এই সমস্ত ভোগী জীবের আত্মায় পরিপূর্ণ থাকে। প্রেতলোকের জীবসমাগম সাধারণ জীবের গোচরে আসে না। সাধারণ জীব নিজ নিজ গৃহাকাশের অতিরিক্ত কোন লোক দর্শন করতে অক্ষম। প্রেত মূলতঃ ছয় রকম,– সামান্যপাপী, মধ্যমপাপী, ঘোরপাপী, সামান্যধর্মা, মধ্যমধর্মা এবং উত্তমধর্মা। মহাপাপী জড়ভাবাপন্ন হয় একবছর পর্যন্ত মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। তারপর সামান্য সম্বিত পেয়ে বাসনাতাড়িত হয়ে দুঃসহ নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে বিভিন্ন নিকৃষ্ট যোনীতে দেহলাভ করে। মধ্যপাপী কিছুকাল ধরে মৃত্যুমূচ্ছা ভোগ করে। পরে সেই ভাব থেকে জেগে নানা তির্য্যক্ যোনীতে ভ্রমণ করে। সামান্যপাপী মৃত্যুমূর্ছার পরই তার বাসনানুযায়ী দেহলাভ করে। উত্তমধর্মা পুণ্যশালী ব্যক্তি মৃত্যুমূর্ছার পরেই স্বর্গীয় বিদ্যাধরগণের সান্নিধ্য অনুভব করে, তারপর অন্যান্য সুখকর উত্তম লোকে কৃতকর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করে সম্পন্ন সজ্জন গৃহস্থের পরিবারে জন্ম লাভ করে।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

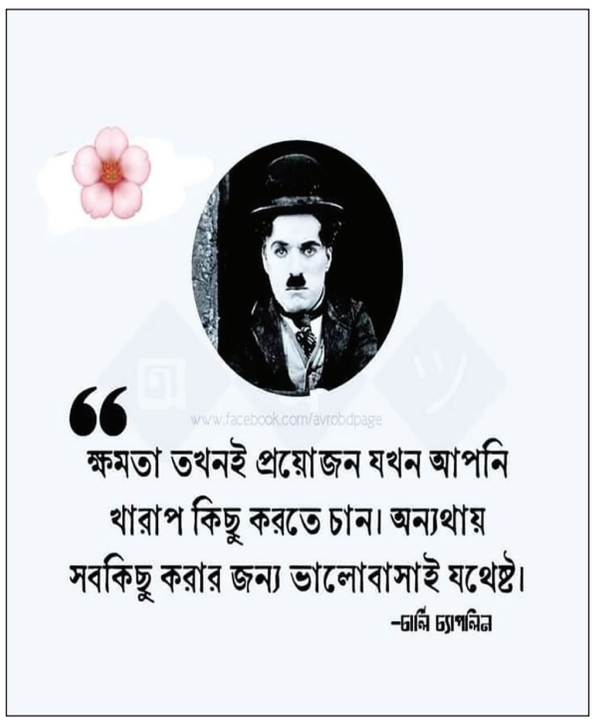

বিরাট মার্জিন ধরে রাখাটাই চ্যালেঞ্জ তৃণমূল কংগ্রেসের

সুভাষ চন্দ্র দাশ

২০১১ সালে পালাবদলের পর থেকে যতগুলি নির্বাচন হয়েছে প্রতিটিতে গোসাবা বিধানসভার বেশিরভাগ ভোটারেরই ভোট পড়েছে জোড়া ফুলে অর্থাৎ শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসে। তবুও কোথাও যেন সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। বিধানসভা ভোটের বিরাট মার্জিন লোকসভাতে পাওয়া যাবে তো?

এমন হাজারো প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিচ্ছে আমজনতা থেকে দলের উপর তলার কর্মীদের মধ্যেও।

জয়নগর লোকসভার মধ্যে গোসাবা বিধানসভা নদীমাতৃক দ্বীপ বেষ্টিত জনপদ। যেখানে বাঘের আক্রমণে প্রতিনিয়ত নিহত হতে হয় এলাকার মৎস্যজীবীদের। আয়লার বাঁধ নির্মাণ, এক ফসলি জমি এবং পরিযায়ী শ্রমিকের বিষয়টি এলাকার শাসকদলের কিছুটা হলেও চিন্তায় রেখেছে। শুধু তাই নয়, গোসাবা বিধানসভার একেবারে গা ঘেঁসেই সন্দেশখালি বিধানসভা। বহু ক্ষেত্রেই গোসবা বিধানসভার মানুষকে ধামাখালি–সন্দেশখালি– হিঙ্গলগঞ্জ হয়েই তাদের গ্রামে প্রবেশ করতে হয়। ফলে কিছুটা হলেও সন্দেশখালির প্রভাব গোসাবা এলাকাতেও উপচে পড়েছে।আর সেই কারণেই শাসকদলের মধ্যে কিছুটা চিন্তার ভাঁজ তৈরী হয়েছে।গোসাবা একটি শান্তিপূর্ণ বিধানসভা। সন্দেশখালিতে যেভাবে মানুষের মধ্যে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের বাদ –অনুবাদ রয়েছে, গোসবাতে তেমন কিছুই নেই। ফলে সঠিকভাবেই ভোট হলে তা যে পুরোটাই ঘাসফুলের ঝুলিতে যাবে এমনটাই মনে করছেন নেতারা। কিছু ক্ষেত্রে মতানৈক্য আছে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে। তবে সেটা একেবারেই নিচু তলাতেই। লোকসভার মতো ভোটে তার কোনো প্রভাবই পড়বে না বলে মনে করছেন তৃণমূলের গোসবা ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশ।

জয়নগর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল ও এসব নিয়ে একেবারে চিন্তিত নন। জয়ের মার্জিন কত হবে সেটা নিয়েই তিনি ভাবছেন। অন্যদিকে বিজেপির প্রার্থী অশোক কান্ডারী এই গোসাবা ব্লককেই পাখির চোখ করেছেন। কারণ গোসবা ব্লকে মানুষের মধ্যে শাসকদলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে বলেই মনে করছেন বিজেপির একাংশ। শুধু তাই নয় আরএসপির কিছুটা ভোটব্যাংক এখানে রয়েছে। এবার আরএসপির প্রার্থী হয়েছেন সমরেন্দ্র নাথ মণ্ডল। যাঁর বাড়ি আবার গোসবা ব্লকের একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম আমতলীতে।

২০১১ সালে প্রথম বামফ্রন্টের থেকে এই আসনটি ছিনিয়ে নেয় তৃণমূল কংগ্রেস। জয়ন্ত নস্কর জয়ী হন। তারপর ২০২১ সাল পর্যন্ত এই আসনে পরপর জিতে এসেছেন জয়ন্ত বাবু। প্রায় ২৪ হাজার ভোটে জয়ন্ত বাবু সেখান থেকে জয়ী হয়েছিলেন। ভোটের গণনার কিছু দিনের মধ্যেই মারা যান তিনি। পুনরায় সেখানে ভোট হয়। অকাল নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী সুব্রত মন্ডল বিজেপি প্রার্থীকে এক লক্ষ ৪৩ হাজার ভোটে হারিয়ে দিয়েছিলেন। যা যে কোনো উপনির্বাচনের রেকর্ড ভোট মনে করা হয়। ভোটের শতাংশ যেমন একদিকে বাড়ে,তেমনি বিরোধীদের ভোট থেমে যায় পুরো তলানিতে। তারপর বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনেও দু একটি জায়গাতে ঘাসফুলের পরিবর্তে পদ্মফুল মাথা চাড়া দিলেও তা শেষ পর্যন্ত ভোট বাক্সে তার কোনও প্রভাব পড়েনি। লাহিড়ীপুর, কুমিরমারী, রাঙাবেলিয়া সহ বিভিন্ন জায়গাতে কিছুটা হলেও প্রভাব বাড়িয়েছে পদ্ম ফুল শিবির।

গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মণ্ডল বলেন, এখানে দলের কিছু কর্মীর মধ্যে নিচুতলায় মতানৈক্য থাকলেও ভোট বাক্সে তার কোনও প্রভাব পড়বে না। সার্বিকভাবে লোকসভা ভোটে তৃণমূল অনেক ভালো ফলাফল করবে। লক্ষ্মীর ভান্ডার সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প পেয়ে মহিলারা এখন আর সুন্দরবনের নদীখাঁড়িতে কাঁকড়া ধরতে যান না। মাছ ধরতেও যান না। ফলে সামগ্রিকভাবে ভোট সরকারি উন্নয়নের পক্ষেই হবে।

জয়নগর লোসভায় মোট সাতটা বিধানসভার মধ্যে ৬টি হল তপশিলিদেরপ জন্য সংরক্ষিত। যার মধ্যে রয়েচে গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলী, জয়নগর, ক্যানিং পশ্চিম মগরাহাট পূর্ব। সাধারণ কেন্দ্র একমাত্র ক্যানিং পূর্ব। গত লোকসভা ভোটে গোসাবা, কুলতলী, জয়নগর ১ এবং ক্যানিং পশ্চিমে ভালো টক্কর দিয়েছিল বিজেপি। তবে অন্য চারটি কেন্দ্রের ব্যবধান ছিল ধরা ছোঁয়ার বাইরে। গত ৫ বছরে পাল্টে গিয়েছে পরিস্থিতি। এবার তৃণমূল বিজেপির লড়াই কেমন হয় তার দিকে তাকিয়ে সুন্দরবনের মানুষ।

যন্ত্র মানুষ হচ্ছে, আর মানুষ যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে

নির্মল গোস্বামী

টেকনোলজির সর্বশেষ আবিষ্কার হল এআই। অর্থাৎ আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স। যাকে আমরা কৃত্রিম মেধা বলে অভিহিত করেছি। এর আগে আমরা রোবট আবিষ্কার করেছি কিন্তু রোবটের নিজস্ব মেধা ছিল না। তারা বেঁধে দেওয়া প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করত। বর্তমানে সেই রোবটের মস্তিষ্কে মানুষের মতো ব্রেন বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে সে নিজের চিন্তা ভাবনা মতো কাজ করতে পারে। বর্তমানে এক কথায় বলা যায় কৃত্রিম উপায়ে প্রায় মানুষ তৈরি করে ফেলেছে বিজ্ঞান। এই আবিষ্কার মানব সভ্যতাকে কোথায় নিয়ে যাবে উপরে তুলে না টেনে নীচে নামাবে তা নিয়ে বিতর্ক আছে। আমি সে বিতর্কে যাচ্ছি না। এখানে আলোচ্য বস্তু রোবট নয় সত্যিকারের মানুষ নিয়ে। বিষয়টাকে পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য গৌরচন্দ্রিকা টুকুর প্রয়োজন হল। মানুষের সমাজ সভ্যতার মাঝে মাঝে গোলবাধে সেই সময়, যখন বিজ্ঞান টেকনোলজি এগিয়ে যায় আর মানুষের চিন্তাভাবনা পিছিয়ে থাকে। বিজ্ঞান যে দ্রুততায় হাঁটছে সাধারণ মানুষ সেই দ্রুততার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না। ফলে বস্তু জগত আর চিন্তা জগতের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। আমাদের শরীরের পুষ্টির জন্য যেমন সুষম আহারের প্রয়োজন। ঠিক তেমনিভাবে বস্তু বিজ্ঞান আর চিন্তা জগতের সুষম তালমিল হলে তবে পরিপূর্ণ মানবতার পুষ্টি মেলে।

বর্তমান সময়ে আমরা এমন সব ঘটনার সাক্ষী হচ্ছি যাতে করে মনে হয় আমরা ক্রমশ: পিছনের দিকে এগিয়ে চলেছি। রাজনৈতিক থেকে সামাজিক এবং ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই একই জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিষয়টা ঠিক এইরকম যেখানে বিজ্ঞান টেকনোলজি রোবটের মাথায় কৃত্রিম ব্রেন বসাচ্ছে যাতে সে নিজে চিন্তা ভাবনা করতে পারে। সেখানে ব্যক্তি মানুষের ব্রেনকে ক্রমশ: নিষ্ক্রীয় করে দেবার প্রচেষ্টা হচ্ছে সর্বত্র। আগে যে কাজটা দূরদর্শন কিছুটা করত এন সিংহভাগ কাজ করে দিচ্ছে মুঠোফোন বা স্মার্ট ফোন।

মানুষের কাজের সময়টুকুবাদ দিয়ে বাকি সময় কাটছে মোবাইল নাড়াচাড়া করে। এখন মানুষ আর চিন্তা করে অঙ্ক করে না। গুণ, ভাগ, যোগ বিয়োগ সব করে দেয় মেশিন। প্রায় ১০ বছর আগে কোথায় যেন পড়েছিলাম আমেরিকায় বাড়িওয়ালা এসেছে ঘর ভাড়া নিতে। ১৫০ ডলার করে দুমাসের ভাড়া দিতে হবে। ভাড়াটে ভদ্রলোক ক্যালকুলেটর নিয়ে ১৫০ গুণীতক ২ মোট ৩০০ দেখে তারপর তাকে ভাড়া দিল। ১৫০ করে দুমাসের ভাড়া যে তিনশ ডলার হবে, আমরা মুখে করে নিতে পারি। কিন্তু

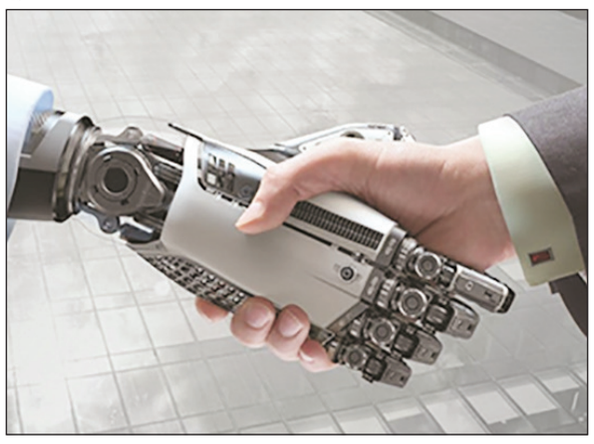

তারা এতই যন্ত্র নির্ভর হয়েছে, যে নিজস্ব মস্তিষ্ক আর কাজ করে না। আগে মানুষ অবসর সময়ে নানান চিন্তা করত। তাতে ব্রেনের ব্যায়াম হত। এখন মোবাইল খুলে শুধু দেখছে আর শুনছে। তাতে আনন্দ পাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু চিন্তা করতে হচ্ছে না। আগে আমরা বই পড়ে সময় কাটাতাম। এখন আর বই পড়তে হয় না। ইউটিউবে পড়া শুনে নিচ্ছে মানুষ।আগে মানুষের মস্তিষ্ক ছিল তথ্য ভাণ্ডার। অনেক তথ্য মনে রাখতে হত। তাতে ব্রেনের কাজ হত। এখন সারা পৃথিবীর তথ্য হাতের মুঠোয়। ফলে কষ্ট করে তথ্য মনে রাখতে যাবে কেন? এর ফলে ক্রমবার মানুষের ব্রেন অকেজো হয়ে পড়ছে। ডারউইনের থিওরি মতো যে অঙ্গে ব্যবহার না হয় সেই অঙ্গ ধীরে ধীরে শরীর থেকে হারিয়ে যায়। ব্রেনের ব্যবহার না হলে ব্রেনও শুকিয়ে যেতে বাধ্য। আর নিজস্ব চিন্তা শক্তি ছাড়া মানুষও ক্রমশঃ রোবট হয়ে যাচ্ছে।

ব্যক্তিস্তর থেকে এবার সামাজিক স্তরের দিকে তাকালে একই সত্য ধরা পড়ে। যেহেতু সমাজের মূল চালিকা শক্তি হল রাজনীতি তাই রাজনীতির ক্ষেত্রটা বড় প্রকটভাবে প্রকাশ হয়। পশ্চিমবঙ্গে বাম জমানার পরে সবই দিদিময়। বাস্তব সত্য হল যে অনেক নেতার যৌথ চিন্তার ফলে একটা রাজনৈতিক দল তৈরি হল বা চলে। পরে পরে রাজনৈতিক দলগুলো (কিছু বাদ দিয়ে) বেশির ভাগ দলই চলছে একব্যক্তি নির্ভর। সেখানে দিদি বা মোদী যা বলবে অন্য সকলে তা মুখ বুজে মেনে চলবে। ফলে অন্য নাম কা ওয়াস্তে পদাধীকারীদের কোনকিছুই চিন্তা করতে হবে না। স্থানীয় স্তরের রাজনৈতিক কর্মীরা প্রয়োজনভিত্তিক এলাকার উন্নয়নের কাজ করবে সরকারের সাহায্যে। কিন্তু তাদের কোনো ভূমিকা নেই। একটা পেচ্ছাবখানা তৈরি করলেও তা হয় দিদির অনুপ্রেরণায়। তুমি রাজনৈতিক দলের কর্মী কিন্তু নিজস্ব চিন্তা ভাবনার স্থান নেই। তুমি রোবট। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেকটা দলই চাইছে এই যন্ত্রবৎ নেতাকর্মী– এমএলএ, এমপি। তাতে সুবিধা এই যে, নেতার কুকর্ম বা অন্যায়ের সমর্থন মুখবুজে করবে ওইসব কর্মীরা। অতীতে এই বঙ্গে দেখা গেছে সাংবিধানিক কোন সংস্থা কোনও কিছুর তদন্ত করছে তাতে দলের নেতা জড়িত, তাই তারা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। সংবিধান রক্ষার শপথ নিয়ে মন্ত্রী হন। ভারতের সংবিধান সেই মন্ত্রীকেও যা আইনি অধিকার দিয়েছে, সেই অধিকার সে ভোগ করে। আবার একটা সাংবিধানিক সংস্থা, তাকেও সংবিধান যা আইনে অধিকার দিয়েছে তা সেই সংস্থা ভোগ করে। ইডি কেজরিওয়ালকে ৯বার সমন পাঠিয়েছে। তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আর একটা সাংবিধানিক সংস্থা ডাকছে, সেখানে যেতে ভয় কেন? ইডি তো ডাকাত দল নয়। আইন, সংবিধান মেনেই তাকে কাজ করতে হয়। কোনও সংবিধান সংস্থা গায়ের জোরে কাজ করতে পারে না। তাকে আইনের চৌহদ্দির মধ্যেই থাকতে হয়। উল্টোদিকে নেতারা ক্ষমতার জোর বাহুবল, লোকবলের জোরে অনেক বেআইনি কাজ করে। কেজরিওয়ালের রোবটিক নেতাকর্মীরা রাস্তায় বসে প্রতিবাদ করছে। আবার পশ্চিমবঙ্গে রোবটিক নেতাকর্মীরা ইডি অফিসারদের মেরে মাথা ফাটিয়ে দিল। তারা আইন সংবিধান মানবে না। কারণ এ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই গড়ে ওঠেনি। সেই চিন্তা ভাবনার অবকাশ আজকের রাজনীতিতে নেই। লোকসভায় আইন তৈরি হচ্ছে সংখ্যার জোরে। সেখানে ভালোমন্দ আলোচনা করে নয়। সেখানেও এই রোবটিক এমপিদের ভিড়। দল থেকে সরকার কোথায় স্বাধীন চিন্তা ভাবনার অবকাশ আর নেই।

স্বাধীন ব্যক্তি মনন স্বাধীন সমাজ মনন গঠন করে। আর স্বাধীন সমাজ মনন স্বাধীন বা ধ্রুপদি রাজনীতি চর্চার মর্মবস্তু। যেখানে টেকনোলজি রোবটের মস্তিষ্ক তৈরি করে দিচ্ছে। সেখানে চিন্তাশীল মানুষ সর্বক্ষেত্রে রোবট সদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তাদের চিন্তাশক্তিকে দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে সচেতনভাবে। বিচারের স্রোত ধারা রূদ্ধ করে যে সমাজ যে রাজনীতি, সেখানে দূষিত কীটেরই জন্ম হয়। অলস মস্তিষ্কের মতো অলস সমাজেও শয়তানের দাপাদাপি বাড়ে। তৈরি হয় মানবতার সংকট।

দেশ দেশান্তরে

ইরানের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে ইসরায়েল

সুমন্ত ভৌমিক

গত শনিবার ইসরায়েলের ওপর হামলা চালিয়ে ইরান এখন পর্যন্ত পালটা হামলা থেকে রেহাই পেলেও আন্তর্জাতিক স্তরে আর শাস্তিমূলক পদক্ষেপ এড়াতে পারছে না। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নেতারা ইরানের ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যে বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে পড়া সংঘাতের লাগাম টানতে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তারা। ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ নেতারা বুধবার ইরানের ওপর আরো নিষেধাজ্ঞা চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর ফলে সে দেশের ড্রোন ও মিসাইল কোম্পানিগুলোর কার্যকলাপ চাপের মুখে পড়বে। শিল্পোন্নত দেশগুলির গোষ্ঠী জি–সেভেনও ইরানের অস্ত্র সরবরাহকারীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোর প্রস্তাব বিবেচনা করছে। ইরানের হামলার নিন্দা করে এবং ইসরায়েলের নিরাপত্তার প্রতি সমর্থনের অঙ্গীকার জানিয়ে নেতারা সব পক্ষের উদ্দেশ্যে উত্তেজনা কমানোর আহ্বান জানিয়েছেন। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস বলেন, ইরানের ওপর বড় আকারে ইসরায়েলের পালটা হামলা না চালানো জরুরি। তবে বিশ্ববাজারে পেট্রোলিয়ামের মূল্য স্থিতিশীল রাখার স্বার্থে আপাতত ইরানের তেল রপ্তানির পথে কোনও বাধা সৃষ্টি করতে চাইছে না পশ্চিমা দেশগুলো। সেটা করলে চিনও রুষ্ট হতে পারে। শুধু ইসরায়েলের ওপর হামলার কারণে নয়, চলমান ইউক্রেন যুদ্ধে ইরান যেভাবে হামলাকারী দেশ হিসাবে রাশিয়াকে ড্রোন সরবরাহ করে চলেছে, ইউ তার পথে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে।

ইসরায়েলের ওপর পালটা হামলা না চালানোর চাপ থাকলেও সে দেশ কতকাল সংযম দেখিয়ে যাবে, সে বিষয়ে সংশয় দেখা যাচ্ছে। শনিবারের হামলার পর ইরানের ওপর পাল্টা হামলার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকার সেই পরিকল্পনা কার্যকর করেনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পর ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু পূর্ব পরিকল্পিত পাল্টা হামলার পরিকল্পনা বাতিল করেন। গত সপ্তাহে কমপক্ষে দুই রাত্রে ইরানের ওপর হামলার পরিকল্পনা ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ইসরায়েল একাই নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেবে। আত্মরক্ষার জন্য যে কোনো পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত দেশ।

বৃষ্টিতে ডুবেছে দুবাই

হঠাৎ করেই ভারী বৃষ্টিতে ডুবেছে দুবাই। এমন কাণ্ডে অনেকেই অবাক হয়ে গেছেন। কেউ কেউ আবার মনে করছেন ক্লাউড সিডিং করে কৃত্রিমভাবে বৃষ্টি করাতে গিয়েই এই বিপর্যয় ডেকে আনা হয়েছে। তবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের জাতীয় আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, মঙ্গলবার কোন ধরনের ক্লাউড সিডিং করে কৃত্রিমভাবে বৃষ্টি করা হয়নি।

এটা মৌসুমি বৃষ্টিপাত। আবহাওয়া দপ্তরের প্রধান আহমেদ হাবিব বলেছেন, আবহাওয়ার চরম অবস্থার কারণেই এমন বৃষ্টি হয়েছে। কোন ধরনের ক্লাউড সিডিং করা হয়নি। গত দুই দিনে ৭৫ বছরের মধ্যে দুবাইতে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়েছে। আর তাতেই ডুবে গেছে অনেক এলাকা। রাস্তাঘাট নদীতে পরিণত হয়েছে। ভারী বৃষ্টিতে অনেক রাস্তাঘাট ও বিমানবন্দরের অধিকাংশ এলাকা তলিয়ে যাওয়ায় গত দুই দিনে দুবাই ইন্টারন্যাশনাল বিমানবন্দরের ৮৮৪ ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।

পাঠকের কলমে

আমতার দিব্যাং শৌচালয়ে তালা কেন?

দক্ষিণ পূর্ব রেলের হাওড়া আমতা শাখার প্রান্তিক স্টেশন আমতা। এই স্টেশনের টিকিট কাউন্টার সংলগ্ন আছে এক দিব্যাং শৌচালয়। শৌচালয়টি মাসের পর মাস তালা বন্ধ থাকে। তারফলে দিব্যাং বা প্রতিবন্ধী যাত্রী সাধারণ শৌচালয় না পেয়ে কষ্টে ভোগে। দিব্যাং বা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে রেলের এই তামাসা কেন? কেন মাসের পর মাস দিব্যাং শৌচালয়ে তালা? অবিলম্বে আমতার দিব্যাং শৌচালয়ের তালা খুলে ব্যবহারযোগ্য করা হোক। এই বিষয়ে আমি দক্ষিণ পূর্ব রেলের

জনসংযোগ আধিকারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

দীপংকর মান্না, হাওড়া

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

ভোট সচেতনতার বার্তা দিতে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ

দেবাশিস রায় : দেশজুড়ে লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গেছে। পুরোদমে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। বিশাল এই কর্মযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে নির্বাচন কমিশনও বদ্ধপরিকর। জনতা জনার্দনকে উৎসাহের সঙ্গে দেশের গণতন্ত্রের এই উৎসবে শামিল করাতে নির্বাচন কমিশন প্রশাসনিক সহায়তায় ইতিমধ্যেই বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সিস্টেমেটিক ভোটারস এডুকেশন অ্যান্ড ইলেক্টোরাল পার্টিসিপেশন (এসভিইইপি) কর্মসূচির মাধ্যমে ভোটদাতাদের সচেতন করতেই নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে প্রশাসন বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান করছে। এককথায়, পাড়ায় পাড়ায় ভোট দানে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস। এজন্য কোথাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে মানব পুতুল নাটক, কোথাওবা প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের অনুষ্ঠান। এসবের পাশাপাশি ভোটারদের মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে দফায় দফায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চও অব্যাহত। পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়েও একই ছবিটা ধরা পড়ছে। সম্প্রতি, জেলাশাসককে রাধিকা আয়ার, জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ প্রমুখের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ দেখলেন বর্ধমান শহরবাসী। জেলা প্রশাসনিক আধিকারিকরা পথের ধারে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথাও বলেন। ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচির অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসেবে একটি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হল বর্ধমান শহর সন্নিকট রেনেসাঁ টাউনশিপে। এই প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে অংশগ্রহণ করেছিল বর্ধমান–১ ব্লক একাদশ এবং রেনেসাঁ টাউনশিপ একাদশ। ১০–১০ ওভারের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এই ম্যাচে জয়লাভ করে বর্ধমান–১ ব্লক একাদশ। এদিনের খেলায় দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের মাধ্যমে সকলের নজর কেড়ে নিয়েছিলেন বিডিও রজনীশ কুমার যাদব। বর্ধমান–১ ব্লক একাদশের সংগৃহীত ১১৫ রানের মধ্যে বিডিও একাই ৫৮ রান তুলে নেন। বণ্ডুল গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট অভিজিৎ ঘটকের সংগ্রহ করেছিলেন ২৮ রান। ব্লক প্রশাসনের বিভিন্ন কর্তাব্যক্তিদের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই ক্রিকেট ম্যাচ দেখার আনন্দ উপভোগ করতে সুবিশাল টাউনশিপ ময়দানে এদিন অসংখ্য সাধারণ মানুষ উপস্থিত হয়েছিল। আসন্ন অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে পূর্ব বর্ধমান জেলায় পূর্ণ এবং আংশিক মিলিয়ে মোট চারটি লোকসভা কেন্দ্রের (বর্ধমান পূর্ব, বর্ধমান–দুর্গাপুর, বিষ্ণুপুর এবং বোলপুর লোকসভা

কেন্দ্র)অধীনে ৪১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৮২৯ জন ভোটার রয়েছেন। এর মধ্যে পুরুষ ২০ লক্ষ ৯১ হাজার ৬৪ জন, মহিলা ২০ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৭৮ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৮৭ জন। এবারে জেলায় মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ৪৫০৬টি। এর মধ্যে মহিলা দ্বারা পরিচালিত বুথের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৫১টি। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামি ১৬ জুন সপ্তদশ লোকসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে। আসন্ন অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে দেশব্যাপী ১০.৫ লক্ষ পোলিং স্টেশনের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করা হবে এবং এজন্য ৫৫ লক্ষ ইভিএম প্রস্তুত থাকছে। ভোটপ্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে মোট দেড় কোটি পোলিং অফিসিয়াল রয়েছেন। এবারে ভোটদাতার সংখ্যা ৯৬.৮ কোটি। ৪৯.৭ কোটি পুরুষ এবং ৪৭.১ কোটি মহিলা। যার মধ্যে নতুন ভোটার রয়েছেন ১.৮২ কোটি। এই নতুন ভোটারদের মধ্যে ৮৫ লক্ষেরও বেশি মহিলা। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার সংখ্যাত ৪৮ হাজার। সবমিলিয়ে দেশের ১২টি রাজ্যে মহিলা ভোটারদের সংখ্যা বেশি। লোকসভা নির্বাচনে ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি খরচ হতে পারে বলে অনুমান। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্র পিছু গড়ে ১০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল অর্থাৎ ভোটার প্রতি প্রায় ৭০০ টাকা। এবার ৯৬.৮ কোটি ভোটদাতার কথা ধরলে ভোটার পিছু খরচ হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ১২৫০ টাকা। দেশব্যাপী সুবিশাল এবং ব্যয়বহুল এই কর্মযজ্ঞের প্রধান লক্ষ্যই হল কোটি কোটি মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগকে সুনিশ্চিত করা এবং এটা যে নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জিং তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দাবিপত্র প্রকাশ করল বাংলা পক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি কলকাতা : ২০২৪ লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে বাংলার সব অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যে দাবিপত্র প্রকাশ করল বাংলা পক্ষ গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাংলা পক্ষর কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে বিশেষ দাবিপত্র প্রকাশ করলেন বাংলা পক্ষর সংগঠনের সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক গর্গ চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের শীর্ষ পরিষদ সদস্য তথা সাংগঠনিক সম্পাদক কৌশিক মাইতি, শীর্ষ পরিষদ সদস্য অরিন্দম চ্যাটার্জী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সম্পাদক প্রবাল চক্রবর্তী ও কলকাতা জেলার সম্পাদক সৌম্য বেরা।এই দাবিপত্রে ভারতীয় সেনায় বাঙালি রেজিমেন্ট, কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরির পরীক্ষা বাংলায় দেওয়ার সুযোগ, শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকা থেকে রাজ্য তালিকায় ফেরত আনা, শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দুই দিনাজপুর জেলায় লোকাল ট্রেন পরিষেবা, শিলিগুড়িতে মেট্রো রেল, একাধিক জেলায় গঙ্গাভাঙন রোধ, রাজ্যের প্রাপ্য টাকার দাবি, জলপাইগুড়িতে এইমস, দুই সন্তান নীতির ভিত্তিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন সহ ২২ টি গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরা হয়েছে।গর্গ চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমরা এই দাবিপত্র নিয়ে বাংলায় ভোটে লড়া সকল রাজনৈতিক দলের কাছে যাবো। রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থীরা জয়ী হয়ে লোকসভায় যাতে এই বিষয়গুলিতে সরব হন আমরা সেই প্রতিশ্রুতি চাই। প্রত্যেকটি দাবিই বাঙালি জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার প্রয়োজনে দলমতের উর্ধে উঠে লোকসভায় সাংসদরা সরব হবেন, এটাই বাংলা পক্ষ আশা করে। কৌশিক মাইতি জানান সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রত্যেক প্রার্থীর কাছে এই দাবিপত্র পৌঁছে দেবেন সংগঠনের সহযোদ্ধারা।

পালিতপুর মোড়ে উদ্ধার টাকা, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৮ এপ্রিল বিকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ পালিতপুর মোড়ে নাকা চেকিং–র সময় তিন লক্ষ টাকা সহ আটক দুই নানুর থানার পুলিশের । পূর্ব বর্ধমান থেকে একটি ছোট চারচাকা গাড়িতে সৈয়দ আমিরুদ্দিন আহমেদ এবং সৈয়দ সানোয়ার আহমেদ নামে দুই যুবক বীরভূমের দিকে আসছিল আর ঠিক সেইসময় পূর্ব বর্ধমান বীরভূম সীমান্তের পালিতপুর মোড়ে চলছিল নানুর পুলিশের নাকা চেকিং আর তখনই গাড়িটিকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে তিন লক্ষ টাকা উদ্ধার হয় বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে । ওই দুই যুবক কোন সন্তোষজনক উত্তর না দিতে পারায় আটক করা হয় তাদেরও । বর্তমানে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ চলছে তারা কি উদ্দেশ্য কেন ওই টাকা নিয়ে বীরভূমে আসছিল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ ।

বীরভূমে দলবদল অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি : লোকসভা নির্বাচন সামনে আসতেই বীরভূম জেলায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দলবদলের পালা। মঙ্গলবার রাতে পাইকরে বিভিন্ন দল ছেড়ে পঞ্চাশজন কমী সমর্থক কংগ্রেসে যোগদান করে। সকালে মুরারই এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে দেড়শোজন তৃণমূল ও বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করে। নবাগতদের হাতে কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেন বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রে বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী মিল্টন রশিদ। রামপুরহাট একনং ব্লকের কাষ্ঠগড়া গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান পিংকি মন্ডল এবং গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য সুখী হেমরম মুর্মু বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করে ।

রয়ে গেছে নারী ক্ষমতায়ন

প্রথম পাতার পর

এরাজ্যের মানুষ নির্লোভ মমতা ব্যানার্জীকে দেখেছে। দেশের ক্রিড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী থাকাকালীন খেলাধূলার ঠিকমতো উন্নতি হচ্ছে না এবং এ সম্পর্কে তাঁর মতামত গৃহীত হচ্ছে না, এই অভিযোগে তিনি ১৯৯১ সালে নরসিংহ রাও সরকারের মন্ত্রীপদ থেকে হাসতে হাসতে পদত্যাগ করেন। এতে এরাজ্যের মানুষ তাঁকে বাহবা দিয়েছেন। ভোটে সিপিএমের 'বিজ্ঞানসম্মত রিগিং'– এর প্রতিবাদে ভোটার আই কার্ড নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট প্রদান করার দাবি নিয়ে ১৯৯৩ সালে তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলন এ রাজ্যের মানুষ ভোলে নি। আবার ২০০৫ সালে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে ''বাংলাদেশ থেকে বেআইনিভাবে আগত অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার লিষ্টে নাম রাখার'' 'বিরুদ্ধে বক্তৃতা করার অনুমতি না মেলায় স্পিকারকে উদ্দেশ্য করে কাগজের গোছা ছুড়ে মারাকে তৎকালীন এরাজ্যের অধিকাংশ মানুষ প্রশংসা করেছে। সবশেষে, সিঙ্গুরে কৃষি জমি রক্ষা কমিটির আন্দোলনের সময় তাপসী মালিক নামে ১৮ বছর বয়সি একটি মেয়ের ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে ২০০৬ সালে মমতা ব্যানার্জীর আন্দোলনকে বাংলার বহু বুদ্ধিজীবি, লেখক, শিল্পী ও সাধারণ মানুষ সমর্থন জানিয়েছে এবং মমতার পাশে থেকে তাঁরা তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাতে মাঠেও নেমেছিল।

২০১১ সালে পালাবদল হয় রাজ্যে। এর কিছুদিন পর থেকেই শুরু হয় উলটপুরান। ২০১৩ সালে ৭ জুন শিপ্রা ঘোষ নামে কলেজ পড়ুয়া দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রী উত্তর ২৪ পরগনার কামদুনিতে ধর্ষিতা হয়ে খুন হন। এই ঘটনার ১০দিন পর মমতা ব্যানার্জী ঘটনাস্থলে পৌঁছলে সেখানকার মহিলারা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চান তিনি কেন এত দেরিতে এসেছেন? তিনি কি মুখ দেখাতে এসেছেন? এসব কথা শোনার পর তিনি মহিলাদের ভিড়ের মধ্যেই মেজাজ হারান এবং বলেন, 'এখানে লোকজন সিপিএমের সমর্থক, আমার বলতে খারাপ লাগছে এরা এই ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করছে।' জনগণ মমতার এই রূপ আগে দেখেনি। তাঁরা এতদিন মমতা ব্যানার্জীকে মায়ের আসনে, দিদির আসনে বসিয়েছিল। তাঁরা ভেবেছিল তিনি (মমতা) বুঝি এক্ষুনি দোষীদের খুঁজে বের করে শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। হায় রে জনগণ! তারা জানে না যে, 'শাসক মানেই শাসন করবে কেবল।' তারা শাসানি শুনতে পছন্দ করেন না। প্রতিবাদ পছন্দ করেন না। আর কোনওরকম বিরোধিতাও পছন্দ করেন না।

২০১২ সালের মে মাসে এ রাজ্যের মানুষেরা অবশ্য পূর্বোক্ত ঘটনার ট্রেলার দেখেছিল। মমতা ব্যানার্জীর রাজ্য জয়ের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী তানিয়া ভরদ্বাজ ওপেন ফোরামে প্রশ্নোত্তর পর্বে একটি প্রশ্ন করলে তিনি মেয়েটিকে 'মাওবাদী ও সিপিএমের ক্যাডার' আখ্যা দেন। শুধু তাই নয়, তিনি এতটাই উত্তেজিত ও অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন যে লাইভ প্রোগ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। এরাজ্যের জনগণ এই ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। আবার ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে পার্ক স্ট্রিটে ধর্ষণের ঘটনাকে 'সরকারকে দুর্নাম করার জন্য সাজানো ঘটনা' বলে অভিহিত করে তিনি সাধারণ জনগণের নজরে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করেন। আর সবশেষে, সন্দেশখালিতে তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নেতা শেখ শাহজাহান, শিবু প্রসাদ হাজরা ও অন্যান্য কয়েকজনের বিরুদ্ধে মহিলাদের ধর্ষণ, জোর করে জমি দখল ও মহিলাদের উপর নির্যাতনের ঘটনাকে নিন্দা করা এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার পরিবর্তে তাদের আড়াল করার চেষ্টাকে জনগণ মমতা ব্যানার্জীকে নিন্দাবাক্যে ভরিয়ে দিয়েছে। ২০২১ সালের মার্চ মাস থেকে টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চাকুরিপ্রার্থীদের আন্দোলনের এক হাজার তম দিনে একজন মহিলা চাকুরী প্রার্থীর (মহিলাদের সবচেয়ে গর্বের ও সবচেয়ে প্রিয়) চুল ফেলে মস্তক মুণ্ডনের ঘটনায় সমগ্র রাজ্যবাসীর লজ্জায় মাথা হেট হয়ে গিয়েছিল। অথচ মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর কোনওরকম প্রতিক্রিয়া বা সহানুভূতি বাংলার মানুষ দেখতে পায়নি সেদিন।

১৯৯৫ সালে বেজিংয়ে অনুষ্ঠিত মহিলাদের চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলনের কান্ট্রি রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে ''ক্ষমতায়ন মানে ক্ষমতাহীন অবস্থা থেকে ক্ষমতায়নের অভিমুখে যাত্রা। এটি (ক্ষমতায়ন) মহিলাদের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সদর্থক স্বরূপকে উন্নীত করে।''

বিগত ১৩ বছর ধরে মমতা ব্যানার্জী সরকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি বলতে পারি হ্যাঁ সত্যি এ রাজ্যে মহিলাদের ক্ষমতায়ন সম্ভবপর হয়েছে? অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, মানুষের হাতে নগদ টাকা পৌঁছে দিলেই অর্থব্যবস্থা চালু থাকবে আর তাতে জনগণের কল্যাণ হবে। হয়ত সেই আদর্শে বা নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়েই ডোল, পলিটিক্সের পুরোধা হয়ে মমতা ব্যানার্জী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপোশ্রী ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের হাতে অর্থ ভিক্ষা দিয়ে রাজ্যের টেকসই বা স্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে মনে করছেন। আসলে এভাবে স্থায়ী উন্নয়ন হয় না। মহিলাদের উপযুক্ত বিজ্ঞান, অঙ্ক, ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তির শিক্ষা দিয়ে তাদের দক্ষ ও সামর্থ্য বানাতে পারলে হয় আসল ক্ষমতায়ন। ক্ষমতায়নের নির্ধারক হল ডিসেন্ট জব বা ভদ্রস্থ কাজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া, আইন ও সংবিধান বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন, নিজের শরীর ও কাজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন আর্থিক সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জন করা ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করা। সুতরাং মহিলাদের স্বাধীনতা, সমতা ও ক্ষমতায়ন বাস্তবায়িত করতে অবিলম্বে নারীদের বিরুদ্ধে সমস্ত অত্যাচার, ধর্ষণ, হিংসা ও অন্যান্য অপরাধের অবসান প্রয়োজন। এরাজ্যে নারীদের বিরুদ্ধে হিংসা ও অত্যাচারে দেশের মধ্যে কেন চতুর্থ স্থানে থাকবে? কেন এ রাজ্য মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকতে মহিলারা অসহায় হয়ে মস্তক মুণ্ডন করবে? কেন মহিলাদের রাজ্য সরকারের দয়ার দান হাত পেতে নিতে হবে? সরকারের এসব বিষয়ে ভাববার সময় এসেছে বৈকি।

ভস্মীভূত দোকান, বিপুল ক্ষতি

প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছেন। সঙ্গে ছিলেন এলাকার বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর, জেলা পরিষদের সদস্য চিত্তরঞ্জন কাঁড়ার, বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বুবাই মাল প্রমুখ। এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা সৃজিতা কাঁঠাল দত্ত কয়েকজনকে নিয়ে দোকানে সার্ভে করছিলেন। তিনি জানালেন কার কত ক্ষতি হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ নেওয়া হচ্ছে। পঞ্চায়েত সমিতিতে এই বিষয় নিয়ে একটি সভা হবে তারপর প্রশাসনিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য কী করা যায়। প্রসঙ্গত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বৃহত্তম তীর্থক্ষেত্র হচ্ছে গঙ্গাসাগর। তারপরই দ্বিতীয় স্থানে আছে বাবা বড় কাছারি ধাম। কিন্তু এখানে কোন অগ্নি নির্বাপনের ব্যবস্থা ছিল না। পরিবহন দপ্তরে রাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, কীভাবে আগুন লাগলো তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রচুর দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং প্রচুর টাকার মাল নষ্ট হয়েছে। এই বিষয়টি আমাদের চোখ খুলে দিল আগামী দিনে যাতে এখানে অগ্নি নির্বাপনের ব্যবস্থা করা যায় তা আমরা চেষ্টা করব। আমতলায় ফায়ার ব্রিগেড নির্মাণের প্রস্তাব পাস হয়ে গেছে। ভোটের কারণে তা সম্পূর্ণ হয়নি। ভোট মিটে গেলেই ফায়ার ব্রিগেড দপ্তর চালু হয়ে যাবে। করোনাকালে আমরা দেখেছিলাম বড় কাছারি মন্দির বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। বৃহস্পতিবার চোখে পড়ল বড় কাছারি ধামের যে মূল মন্দির সেখানে তালা লাগানো আছে এবং একটি নোটিসে লেখা হয়েছে বিধ্বংসী আগুন লাগার কারণে মন্দির ধাম আপাতত বন্ধ থাকবে। বড় কাছারি ধামে পূর্বে কোনদিনই আগুন লাগেনি এই প্রথম এত বড় বিধ্বংসী আগুন লাগার ঘটনা ঘটলো। অধিকাংশ দোকান যেগুলো আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে সেগুলি পুকুর লাগোয়া দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের জায়গায়। জেলা পরিষদ থেকে ডাকের মাধ্যমে এই দোকানগুলি বিলিবণ্টন করা হতো। বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বুবাই মাল বলেন, অনেকদিন ধরেই এই ডাক প্রথা বন্ধ আছে। তবে কি কারণে বন্ধ আছে সে ব্যাপারে বুবাই বাবু কিছু বলতে পারেন নি। ওইদিন ঘটনাস্থলে আসেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বামপ্রার্থী প্রতিকুর রহমান। তিনি জানান, অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীদের সরকারকে সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বড় কাছারি ঢোকার রাস্তার দুধারে সরকারি জায়গায় তৃণমূলপ্রার্থীর হোডিং টাঙানো আছে। অবিলম্বে কমিশনের এগুলো খুলে দেওয়া উচিত। ঘটনাস্থলে আসেন এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস। (ববি)। তিনি আবার এই অগ্নিকাণ্ডের পেছনে অন্য ষড়যন্ত্রের প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি বলেন, আগুনে সমস্ত কিছু ভস্মীভূত হয়ে গেল অথচ তৃণমূলের পতাকা অক্ষত রয়ে গেল। এটা কীভাবে সম্ভব। আমরা চাই ঘটনার যথার্থ তদন্ত হোক এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অভিলম্বে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হোক।

ভাগ্য বদলায় না

প্রথম পাতার পর

নিতান্ত হতশ্রী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। যেখানে একদা কয়েক হাজার শ্রমিক কাজ করে সংসার প্রতিপালন করতেন সেখানে আজ কর্মী সংখ্যা ১৮০জনে ঠেকেছে। ভারতের অন্যতম সেরা এই কারখানাটি বর্তমানে কার্যত সরকারি উদাসীনতার শিকার। তবে বর্তমান রাজ্য সরকার পুনর্নবীকরণের এই ঐতিহ্যবাহী কারখানাটির পুনরুজীবনের চেষ্টা করলেও কোনও অজানা কারণে তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি।

এ প্রসঙ্গে তৃণমূল পরিচালিত শ্রমিক ইউনিয়ন জেসপ অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড ওয়াকার্স ইউনিয়নের অভিযোগ, কেন্দ্রের বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্তের পরে কারখানাটির দায়িত্ব নেয় পবন রুইয়া গোষ্ঠী। ধার–দেনা মেটানো, কর্মীদের বকেয়া মেটানো, পিএফের টাকা দেওয়া ইত্যাদি কারণে রুইয়া গোষ্ঠীকে ২৫০ কোটি টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু সেই টাকার বেশিরভাগটাই রুইয়া গোষ্ঠীর কর্ণধার পবন রুইয়া আত্মসাৎ করেন বলে অভিযোগ। এছাড়া তার বিরুদ্ধে কারখানা চালানোর বদলে কারখানার যন্ত্রাংশ রাতের অন্ধকারে বিক্রি, শ্রমিকদের পিএফের টাকা না দেওয়া, কারখানার জমিতে প্রোমেটিংয়ের পরিকল্পনা করা ইত্যাদি নানা অভিযোগ উঠতে থাকে। তার বিরুদ্ধে ২৬টি মামলা দায়ের হয়। তিনি গ্রেপ্তারও হন। বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত। শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কারখানার জমি দখল করে বাড়ি করে নিচ্ছে। আমরা অভিযোগ জানানোয় তদন্ত করছে প্রশাসন। এই কারখানার দায়িত্ব নিতে হিন্দুজা গোষ্ঠী রাজি আছে। এমনকী তারা এই কোম্পানি তিন বছরে দাঁড় করিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে।'

এ প্রসঙ্গে বিজেপির কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার কার্যকর্তা তথা দমদম বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি পার্থ ভদ্র বলেন, 'জেসপ কোম্পানির এখন খুবই শোচনীয় অবস্থা। এটাতো এখন আর জেসপ কোম্পানি নেই। ওটা এখন প্রোমোটারদের দখলে চলে গিয়েছে। ওখান থেকে রাতের অন্ধকারে প্রায় প্রতিদিনই মালপত্র চুরি হচ্ছে। শাসক দলের একাংশের মদতে একদিকে যেমন জিনিসপত্র চুরি হয়ে যাচ্ছে, তেমনই অন্যদিকে টাকার বিনিময়ে বসতি স্থাপন করা হচ্ছে। এখানে একসময় কয়েক হাজার মানুষ কাজ করতেন। কোম্পানির বেহাল অবস্থা হওয়ার পর কাজ হারানো শ্রমিকদের অনেকেই অর্থাভাবে চরম কষ্টে আছেন। অনেকেই আত্মহত্যা করছেন। রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটা অধিগ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি একটা পরিমাণ অর্থও অনুমোদন করেছিলেন। সে টাকাও অধিকাংশ ভুক্তভোগীদের কাছে যায় না। জেসপ কোম্পানি বন্ধ হওয়ার পরে বিশেষ করে বছর চার–পাঁচ ধরে ব্যাপকহারে মালপত্র চুরি ও পাচার হচ্ছে। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনও পদক্ষেপ করছে না। বর্তমানে আরও একটা অভিযোগ সংযোজন হয়েছে। তা হল, যে জায়গাগুলো মালপত্র চুরি হওয়ার পর খালি হচ্ছে সেখানে শাসকদলের দাদাদের একাংশ বহিরাগত, অনুপ্রবেশকারীদের বসতি গড়ে দিচ্ছে। এখানে এখন বেআইনি টাকার রমরমা। একটা কথা বলতে পারি ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় এলে এই সমস্ত তোলাবাজদের হঠিয়ে জেসপ কোম্পানিকে তার হৃতগৌরব ফিরিয়ে দিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে। দমদমবাসীর কাছে এ আমাদের প্রতিশ্রুতি।'

বাঁশবেড়িয়ায় জ্যোতিষ সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি: লোকনাথ বৈদিক ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোলজি–র ব্যবস্থাপনায়। গত রবিবার সকালে বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগারে সারাদিন ধরে অনুষ্ঠিত হলইন্ডিয়ান অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল সম্মেলন–২০২৪। সংগঠনের কর্ণধার জ্যোতিষী তথা প্রফেসর মনোজ মণ্ডল বলেন, এবারই বাঁশবেড়িয়া মফস্বলঃ শহরে প্রথম জ্যোতিষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে জমজমাট সাড়া জাগালো। এতে প্রায় ১৭৫জন ডেলিগেট বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজির হন। বর্ষীয়ান জ্যোতিষ প্রফেসর ডক্টর জগন্নাথ হালদার প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। মঞ্চে হাজির ছিলেন মহন্ত শ্রীদীপতেরানন্দ মহারাজ, রথীন মল্লিক, সুদীপ সেন শাস্ত্রী, ঋষভ শাস্ত্রী, প্রফেসর কুশল সেন, সঞ্জয় শাস্ত্রী, দিলদার শাস্ত্রী (পঞ্জাবী), জ্যোতিষ সরস্বতী চ্যাটার্জী, ডক্টর স্বাতী ঘোষাল, আচার্য বেণী মাধব, শ্রীদীপ জ্যোতিষী প্রমুখরা। এদিন প্রত্যেককে উত্তরীয়, ফুলের তোড়া, ব্যাজ স্মারক দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

সোনারপুরে বোমা উদ্ধার

জাহেদ মিস্ত্রী, সোনারপুর: সোনারপুরের রাধানগরে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। রাধানগরের উত্তরপাড়ায় অজয় মন্ডল নামে এক ব্যক্তির বাড়ির পাঁচিলের উপর একটি বিশাল আকারের বোমা পাওয়া যায়। ১৯ এপ্রিল সকালবেলা বাড়ির লোক উঠে দেখতে পান যে পাঁচিলের উপরে একটি বিশাল বড় বোমা রাখা রয়েছে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ে বাড়ির লোকসহ এলাকাবাসী। বাড়ির মালিক অজয় মণ্ডল আতঙ্কিত হয়ে ফোন করে সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ–সভাপতি সন্দীপ কুমার দাস কে, সেই সঙ্গে খবর দেওয়া হয় নরেন্দ্রপুর থানায়। খবর দেওয়া হয়েছে বোম স্কোয়াডকে। বোম স্কোয়াডের বিশেষ দল ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছে বোমাটিকে প্রথমে পর্যবেক্ষণ করে, এবং অত্যন্ত সাবধানতার সাথে বোমাটিকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

মানুষের হস্তক্ষেপ

প্রথম পাতার পর

বঙ্গে তো এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে তিক্ত অতীত অভিজ্ঞতার চারপাশে। এবারেও কি ফিরে আসতে চলেছে ভোট সন্ত্রাস? সকালের পর থেকে এবারেও কি ভোট কেন্দ্রের দখল নেবে বাহুবলীরাই? এবারে কি সুরক্ষিত থাকবে ইভিএম? এবারেও কি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবেন দলদাস রিটার্নিং অফিসার ও তাঁর পারিষদরা? গণনাকেন্দ্রে এবারেও কারচুপি হবে না তো? পুলিশ কি আদৌ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে কাজ করবে? নির্বাচনের পর এবারেও কি প্রাণ দিতে হবে বঙ্গবাসীকে? মানুষের কলুষিত হস্তক্ষেপের এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? গুগাবাবার মত ইভিএম–ভিভিপ্যাট কি নির্বাচন কমিশনের থেকে তাদের সঙ্গতের সময় মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার বর পাবে? এটাই এখন ল

Alipur Barta: 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 25, 20 April - 26 April, 2024

মহানগরে

সাংবাদিকতা শিক্ষার জগতে শূন্যতা

ড. তপতী বসু ও ড. মলয় মিত্র প্রয়াত

ড. জয়ন্ত চৌধুরী : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ড. তপসী বসু গত ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় ৬৮ বছর বসে শ্বাসকষ্ট জনিত কারণে প্রয়াত হন। ওনার মরদেহ ১৬ তারিখ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনার পর ছাত্রছাত্রীরা যখন উপচে পড়ছে সেখানেই আসেন তাঁরই একদা সহকর্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অতিথি অধ্যাপক ড. মলয় মিত্র। এদিন রাতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ড. মিত্র ৭৯ বছর বয়সে প্রয়াত হন। এই দুই মৃত্যুতে সাংবাদিকতা শিক্ষার জগতে এক বড় শূন্যতার সৃষ্টি হল।

উল্লেখ্য ড. তপতী বসু ছিলেন প্রতিবেদকের রিসার্চ গাইড এবং আলিপুর বার্তা পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। সামালি বিবেক নিকেতনে একাধিকবার নানা অনুষ্ঠানে এসেছেন এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ে উদ্বোধন করেছেন। এছাড়াও আলিপুর বার্তার সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠানেও মঙ্গলদীপ প্রজ্বলনে উপস্থিত ছিলেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তপতী বসুর ছাত্র ছাত্রীরা ছড়িয়ে রয়েছেন। ড. মলয় মিত্র সংবাদ সংস্থা ইউএনআই–এর ব্যুরো চিফ ছিলেন। উল্লেখ্য, প্রতিবেদকের সুযোগ হয়েছিল ড. বসু ও ড. মিত্রের কাছে সাংবাদিকতা শিক্ষা গ্রহণের। নানা গণমাধ্যমে তাঁদের ছাত্রছাত্রীরা বর্তমানে কর্মরত। আলিপুর বার্তা পরিবার তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করে।

শহরে নতুন বিজ্ঞাপন নীতি আসছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার প্রধান প্রধান রাস্তা গুলির কোন রাস্তায় বিজ্ঞাপন লাগানো যাবে আর কোন রাস্তায় বিজ্ঞাপন লাগানো যাবে না। আবার বিজ্ঞাপন লাগানো গেলে সরকারি বেসরকারি সমস্ত রকম বিজ্ঞাপন লাগানো যাবে, নাকি কেবল সরকারি বিজ্ঞাপন লাগানো যাবে। বেসরকারি বিজ্ঞাপন লাগানো যাবে না। আবার বিজ্ঞাপন লাগানো গেলে কীভাবে লাগানো হবে। আবার বিজ্ঞাপনের কাপড়টি কীসের হবে? এমন একাধিক বিষয় নিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার বিজ্ঞাপন দপ্তর শহরের বিজ্ঞাপন নিয়ে নতুন নিয়মনীতি আনতে চলেছে।

বিজ্ঞাপনের প্রাথমিক খসড়ায় কলকাতার বিজ্ঞাপন নিয়ে কলকাতা পৌর এলাকার রাস্তা গুলিকে তিনটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। তার প্রথমটি হল, 'নো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট জোন'। কলকাতার যে রাস্তা গুলিতে কোনও রকম বিজ্ঞাপন লাগানো যাবে না। দ্বিতীয়টি হল, 'গ্রিন জোন'। কলকাতার এই সমস্ত জোনের রাস্তাগুলিতে বিজ্ঞাপন লাগাতে কলকাতা পৌরসংস্থার অনুমতি নিতে হবে। নিজের প্রয়োজন মতো বিজ্ঞাপন লাগিয়ে দিলেন এমন দিন এবার থেকে শেষ হলো। আর তৃতীয়টি হল, 'প্রাইভেট হোর্ডিং ফ্রি জোন। কলকাতার এই তৃতীয় জোনের রাস্তা গুলিতে কেবল মাত্র সরকারি বিজ্ঞাপন লাগানোতে অনুমতি

দেওয়া হবে। কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হওয়া দীর্ঘ পার্ক স্ট্রিট বা দীর্ঘ ক্যামাক স্ট্রিটকে প্রাইভেট হোর্ডিং ফ্রি জোনের মধ্যে রাখা হয়েছে।

কলকাতার ডান বাম সামনে পিছনে যেদিকে তাকাও এমনকী আকাশে যে যেখানে নিজের পছন্দ জায়গায় কলকাতা পৌরসংস্থা অনুমোদন আছে? কী নেই, সেদিকে কোনও গুরুত্ব না দিয়ে নিজেদের বিজ্ঞাপনটি লাগাচ্ছে। কলকাতা শহরের নিজস্ব সৌন্দর্য জলাঞ্জলি যাক কী যাক না। সে তাদের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। একাধিকবার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, কলকাতা শহরের দৃশ্যদূষণ রোধে কলকাতা শহরের বিজ্ঞাপন গুলিকে সুসজ্জিত করতে হবে। সেই নীতি মেনেই ব্যানার, হোর্ডিং, প্ল্যাকার্ডের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম আনতে চলেছে কলকাতা পৌরসংস্থার বিজ্ঞাপন দপ্তর।

আসন্ন নতুন বিজ্ঞাপন নীতি অনুযায়ী কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের সিগন্যালের খুঁটি, সেকেন্ডারি পোল, ক্যান্টিলিভার পোল, পুলিশ সহায়তা বুথেও কোনও বিজ্ঞাপন লাগানো যাবে না। মেট্রোরেল, পূর্ব রেল বা অন্য কোনও সংস্থাকে কলকাতা শহরের রাস্তায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার আগে কলকাতা পৌরসংস্থার থেকে অনুমতি নিতে হবে। এবং সেইসঙ্গে ওই সমস্ত সংস্থাকে কলকাতা পৌরসংস্থার তৈরি নির্দিষ্ট নিয়ম মতো একটি নির্দিষ্ট হারে রাজস্বও দিতে হবে। বিনামূল্যে কিছু হবে না। নয়া নীতিতে বলা হয়েছে বিপজ্জনক বাড়িতে কোনও রকম বিজ্ঞাপনের অনুমতি দেওয়া যাবে না। বিজ্ঞাপনে পিভিসি ফ্লেক্সের বিকল্প হিসাবে পরিবেশবান্ধব কাপড় ব্যবহারে জোর দিতে বলা হয়েছে। এছাড়াও দু'টি হোর্ডিঙের মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। বিজ্ঞাপনের ব্যানার হোর্ডিং লাগাতে গাছে পেরেক পোঁতা যাবে না। এমন নিয়মনীতি শীঘ্রই কলকাতা শহর জুড়ে কার্যকর হতে চলেছে।

বেহালায় বাসন্তী আলোয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালার শকুন্তলা পার্কের পদ্মপুকুর পল্লিস্থিত নস্কর বাড়িতে সাড়ম্বরে পালিত হল প্রথমবর্ষের বাসন্তী পুজো ও তৎসহ পাঁচদিনব্যাপী সেই সংক্রান্ত উৎসব। স্থানীয় বিশিষ্ট পুরোহিত দেবু চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে সমস্ত উপাচার মেনে পুজো ও উৎসবের পাশাপাশি এই পুজোয় উপস্থিত সমস্ত পল্লিবাসীর মধ্যে ফলপ্রসাদ মিষ্টি ভোগ বিতরণ করে নিজেদের ধন্য বলে মনে করেন স্থানীয় নস্কর বাড়ির দুই সম্মাননীয় সদস্য অমিতাভ নস্কর ও মৌমিতা ঘোষ নস্কর।

স্থানীয়রা সচেতন হলে আদি গঙ্গা ফিরবে স্বমহিমায়

বরুণ মণ্ডল : 'আদি গঙ্গায় ময়লা আবর্জনা ফেলবেন না। টালিনালাকে ডাস্টবিন ভাববেন না।' গত পাঁচ বছরেরও বেশি ধরে স্থানীয় একাধিক বাসিন্দা ও আদি গঙ্গা ব্যবহারকারীদের কাছে এমনই আবেদন করে চলেছেন খোদ কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। কলকাতা পৌরসংস্থার একমাত্র লক্ষ্য পবিত্র আদি গঙ্গাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া। কিন্তু দুর্ভাগ্যের যে আদিগঙ্গা ব্যবহারকারীদের সে ভাবনা নেই। তাদের নোংরা করার ভাবনা, তারা তাই করবে।

দীর্ঘ ১৫ কিলোমিটারের টালিনালা যা আদিগঙ্গা হিসাবে বহুল পরিচিত। কলকাতা পৌরসংস্থার ২০টি ও রাজপুর–সোনারপুর পৌরসভার ৩টি ওয়ার্ড এলাকা দিয়ে আদিগঙ্গা বয়ে গিয়েছে। ৭০ – ৭৫ বছর বয়সের প্রবীণ ব্যক্তিরা বলেন, আদিগঙ্গা পবিত্র বলেই পূজিত হতো। আর এখন নোংরা – আবর্জনা আদিগঙ্গা দিয়ে বইছে। আদিগঙ্গার দু'পাড়ের বাসিন্দাদের সতর্ক হতে হবে। কোনওরকম প্রতিমা বিসর্জন হলে, তাদেরই ওই প্রতিমার তোলার নির্দেশ দিয়েছেন মহানাগরিক।

আদিগঙ্গার পাশের বাসিন্দা মহানাগরিক ও কলকাতা পৌরসংস্থার আধিকারিকদের বক্তব্য ১৯৬০ সালের পর থেকে টালিনালায় কলকাতা শহরের বিভিন্ন এলাকায় দূষিত নোংরা জল ক্রমাগত পড়তে শুরু করে। পরে এনজিটি'র(জাতীয় সবুজ ট্রাইব্যুনাল) নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকার তৎপর হয়। এ রাজ্যের সরকার আদিগঙ্গা সংস্কারের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি লিখতে শুরু করে। এই জোড়া চাপের মুখে নমামি গঙ্গা প্রকল্পের অধীনে ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা কর্তৃপক্ষ আদিগঙ্গা সংস্কারে উদ্যোগী হয়। কলকাতা পৌরসংস্থা ও রাজ্য সরকারকে এ ব্যাপারে জরুরি পদক্ষেপ করতে বলা হয়। প্রথম ফেজে ১০.০২ কোটি টাকা ব্যয়ে হুগলি নদী থেকে চেতলা ব্রিজ ৪.৭ কিলোমিটারের ড্রেজিং ২০২৩ – এর ৩১ মে শেষ হয়। দ্বিতীয় ফেজে ১৪.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে চেতলা ব্রিজ থেকে কুঁদঘাট মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত ৫.৪ কিলোমিটারের ৭০ শতাংশ কাজ হয়েছে। ৬.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে কুঁদঘাট মেট্রো স্টেশন থেকে ঢালাই ব্রিজ পর্যন্ত ৪.৬ কিলোমিটারের টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। এবার থেকে নর্দমার জল শোধন করে তবেই সেই শুদ্ধ জল আদিগঙ্গায় ফেলা হবে। ধনধান্য ব্রিজ থেকে চেতলা ব্রিজ পর্যন্ত নদী পাড় ৮.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সিমেন্টের কংক্রিট করা হবে। তারও টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। আদিগঙ্গার বাকি অংশের পাড়েও সিমেন্টের কংক্রিটের লাইনিং হবে।

সমগ্র টালিনালা সংস্কারের প্রকল্পে বরাদ্দ প্রায় ৬৫৩ কোটি টাকা খরচ করা হবে। মূলত ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা কর্তৃপক্ষ আর্থিক সাহায্য করছে। আগামী ৩ বছরের মধ্যে আদিগঙ্গা সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ করা যাবে বলে কলকাতা পুরসভার আশা। পৌর প্রশাসনের বিশ্বাস, এই কাজ শেষ হলে ফের স্বমহিমায় ফিরবে আদিগঙ্গা। মহানাগরিক আদিগঙ্গা পরিদর্শন করে দু'পাড়ের বাসিন্দাদের কাছে দু'হাত জড়ো করে অনুরোধ করেছেন, টালিনালাকে ডাস্টবিন ভাববেন না। মানুষের সহযোগিতা পেলে আদিগঙ্গা স্বমহিমায় ফিরবে।

বার্তা

জয়যাত্রা : কালীঘাটে শান্তি সমিতির শীতলা অনুষ্ঠানে দেখা মিলল বিরল যাত্রাপালার। **ছবি :** সুমন সরদার

দহনজ্বালা : তীব্র দহনে রুমাল–ই ভরসা। কলকাতার ধর্মতলায় ছবিটি তুলেছেন অরুণ লোধ।

ভোট তোমারও : জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হালদার পাড়া গার্লস জুনিয়র হাইস্কুলে ৭টার আগেই ভোটারদের লাইন। **ছবি :** জয়ন্ত চক্রবর্তী

এখানে ওখানে

চড়কে মাতোয়ারা মহুল গ্রাম

অভীক মিত্র

গ্রামের প্রধান উৎসবে আত্মীয়স্বজন এসেছে প্রতিটি ঘরে ঘরেই স্বাভাবিকভাবেই গ্রামবাসীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনাও যথেষ্ট। এই উৎসবের আবহের মধ্যে নীলপুজোর আগেরদিন ১১ এপ্রিল সন্ধ্যায় লাভপুর ব্লকের মহুলা গ্রামের পরিবেশ একদমই শুনশান! যেন গাছের পাতাও নড়াচড়া বন্ধ রেখেছে প্রকৃতি! কিন্তু উৎসবমুখর গ্রামে সন্ধ্যায় এমন পরিবেশ কেন? জানা গেল যেদিন সন্ধ্যায় সারাদিন উপবাস শেষে ভক্তরা যখন আহার্যগ্রহণ করেন তখন গ্রামে কোন শব্দ করাও নিষেধ এমনকি কোন যানবাহন যাতে ঐসময় গ্রামে না ঢোকে তার জন্য গ্রামের সীমান্তগুলো কার্যত শিল করে দেওয়া হয়। লাভপুরে মহুলার মহুলেশ্বর শিবপুজোয় এমনটাই নিয়ম বলে জানান দেবাংশী নিমাই মণ্ডল। মহুলার শিবগাজনে ভক্ত বা সন্নাসীদের একাধিক কঠোর নিয়ম ও আচার পালন করতে হয় তার অন্যতম অবশ্যই বাণফোড়া। ভক্তরা যেভাবে নিজেদের বাণ বা লৌহ শলাকা বিদ্ধ করে কঠোর কৃচ্ছসাধন করেন তা যতটা না ভয়ঙ্কর তার থেকে বেশি হল আশ্চর্যজনক। সবথেকে অবাক করার বিষয় হল নিজেদের শরীরে যথেষ্ট বড়ো বড়ো লৌহশলাকা বিদ্ধ করেও দৈহিক যন্ত্রণাকে তারা অনায়াসেই সহ্য করেন প্রবল ভক্তিভাবে ভাবিত হয়ে। শেষদিনে পালিত হয় অগ্নিপাট আচার অনুষ্ঠান। এখানেও বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান চলে দিন পাঁচেক ধরে তবে নিয়ম করে একরাত অন্তত মঞ্চাভিনয়ের অনুষ্ঠান রাখতেই হয়, বলেন সংশ্লিষ্ট গ্রামের সমীর ভট্টাচার্য্য। মহুলেশ্বর শিবের সম্প্রতি নতুন মন্দির নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। সুন্দর সুউচ্চ ও আকর্ষণীয় এই মন্দির এলাকার অন্যতম দ্রষ্টব্যও বটে। যদিও মহুলেশ্বর শিব সারাটাবছর নিমজ্জিত থাকেন জলে। নিয়ম অনুযায়ী ২২ চৈত্র জল থেকে তুলে আনা হয় বাবা মহুলেশ্বরকে পুজো শেষে আবারও জলে রেখে আসা হয় সংক্রান্তির দিন। সেইমতো এবারেও পুজোর আচার অনুষ্ঠান শেষ হল ১৩ এপ্রিল।

ছোট মোল্লাখালির বইমেলা বলে গেল ভালো থাকার গল্পটা

প্রণব গুহ

হ্যাঁ, পাল্টাচ্ছে সুন্দরবন। পাল্টাচ্ছে ভূগোল, পাল্টাচ্ছে চর, পাল্টাচ্ছে নদীর চোরা স্রোত, পাল্টাচ্ছে দ্বীপের আয়তন। শুধু পরম্পরা ধরে রয়ে যাচ্ছে তার সংস্কৃতি। আর এই জন্যেই তো ছোট মোল্লাখালির কালিদাসপুরে করুণ স্বরে নদী ভাঙ্গনের কথা বলতে বলতেও চারু সরদার কষে টান দিয়ে বাঁধছে দোল উৎসবের প্যান্ডেলের খুঁটিটা। এই জন্যেই তো এই প্রত্যন্ত দ্বীপে সংস্কৃতিটাকে আরও মজবুত করতে বইমেলা কমিটি গড়ে ভূমিপুত্র সঞ্জিত জোতদার, দুর্গাপদ সাঁপুই, ছত্রধর বিশ্বাস, চঞ্চল কুমার মণ্ডলরা শুরু করেছেন সুন্দরবন বইমেলা।

তৃতীয় বর্ষের এই বইমেলার আমন্ত্রণে গত ২৩ মার্চ গিয়েছিলাম ছোটমোল্লাখালীতে। দুপুরবেলায় ধামাখালী জেটিঘাটে গাড়ি রেখে চড়লাম নৌকায়। ফেরিতে করে একে একে সন্দেশখালি, ভাঙাতুষখালি টপকে নামলাম বড়তুষখালি ঘাটে। সেখান থেকে ১৮ কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে বইমেলার গাড়ি পৌঁছে দিল আমতলী ঘাটে। এরপর ছোট বোটে অপর পারে ছোট মোল্লাখালী। যখন পৌঁছালাম তখন অনুষ্ঠান শুরুর মুহূর্ত। কাল বইমেলার শেষ দিন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে অনুষ্ঠান চলল বিষ্ণুপদ মণ্ডল মঞ্চে। বক্তৃতা, আলোচনা, নাচে গানে জমজমাট অনুষ্ঠান। স্মারক বক্তৃতা দিলেন বিষ্ণুবাবুর পুত্র স্বপন মণ্ডল। সন্ধ্যা গড়াতেই বইয়ের স্টলে স্টলে ভিড়। রাতে মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল মরিচঝাঁপির গণহত্যা নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ নাটক। ভালো লাগল, নাড়া দিয়ে গেল পুরানো স্মৃতিটাকে।

শুধু মঞ্চ নয়, মঞ্চের বাইরের আড্ডাতেও ধরা পড়ল ছোটমোল্লাখালির ছোট ছোট দুঃখ, কষ্ট, ভালোবাসা। আগে এই দ্বীপের কত পড়ুয়া বিজ্ঞানে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। অথচ আজ শুধু এই দ্বীপেই নয়, গোসাবার অন্যান্য দ্বীপের প্রায় সব স্কুলেই বিজ্ঞানের শিক্ষক নেই। সুযোগ নেই বিজ্ঞান পড়ার। রাস্তা, ঘাট, জল, বিদ্যুৎ, নদীর নাব্যতার সমস্যা তো রয়েছেই। তবে পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে আজও ভাব ভালোবাসাটা বজায় আছে। আর সেই জন্যেই বোধহয় সঞ্জিত বাবুদের সুন্দরবন বই মেলা সকলের অংশগ্রহণে এতটা সার্বজনীন।

পরদিন সকালে উঠে তৈরি হওয়ার আগেই সঞ্জিত বাবু একটা টোটো পাঠিয়ে দিলেন। বেরিয়ে পড়লাম দ্বীপটাকে ঘুরে দেখতে। স্কুল,

ভারত সেবাশ্রমের মন্দির পেরিয়ে টোটো চালক সুরজিৎ পৌঁছে দিল কালিদাসপুরে। বাঁধের উপর উঠতেই সামনে রায়মঙ্গলের শাখা আন্তর্জাতিক জলপথ। ওপারে সেই মন খারাপ করে দেওয়া মরিচঝাঁপি। জোয়ারের জলের গম্ভীর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। একটু এগোতেই বড় একটা চরের উপর হরিনাম উৎসবের প্যান্ডেল বাঁধছে চারু ও দু–চারজন ছেলে ছোকরা। বলল, আজ অধিবাস, কাল পূর্ণিমার নামগান। পাঁচদিন ধরে মেলা চলবে। আর একটু দূরে জলে ঘিরে নেওয়া একটা পুরানো কংক্রিট জেটির দেখা মিলল যার রাস্তাটা চলে গিয়েছে স্রোতের গ্রাসে। জল ঢুকে এসেছে অনেকটা। সেখানেই নাকি আর একটা নতুন জেটি তৈরি হবে, আর তার পাশে হবে বিএসএফ ক্যাম্প। জানালো এক যুবক। আর একটু এগোতে দেখা হল বাঁধের উপর বসে জলের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকা এক মাঝবয়সির। নাম নিরঞ্জন মণ্ডল। কি দেখছেন? জানালেন, ওই যে একটা জাহাজ দেখছেন, এই জন্যেই পাড় ভাঙছে তাড়াতাড়ি। উপরে বোঝা যায় না, নিচের চোরা ঢেউ মাটি খেয়ে নিচ্ছে। কথা বলতে বলতে নিরঞ্জনের বৌ মিনতি, ছেলে ও আরও কয়েকজন জুটে গেলেন। মাছ, কাঁকড়া, বাঘ দর্শন ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা হল।

সকলে মিলে যা বললেন তাতে মন খারাপ হবেই হবে। এখানে জীবন হাতে নিয়ে মাছ–কাঁকড়া ধরা ছাড়া কাজ নেই, সামনের স্কুলটায় মাস্টার নেই, কাছাকাছি স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই, বাঁধের নিরাপত্তা নেই। তাই টিকে থাকাটাই এখানে বড় দায়। অনেক কষ্ট করে হরিনামের আয়োজন। কদিন এই নিয়েই মেতে থাকা। তবু সুন্দরবনের সরলতার খামতি নেই এতটুকু। আবার আসবার সাদর আহ্বান সকলের মুখে।

উল্টো মুখে ফিরতে গিয়ে দেখা হল প্রভাস মন্ডলের সঙ্গে। কিছুক্ষন কথা হল। প্রশ্ন করলাম, কি করেন? তেমন কিছুই না, আগে বাড়িতে পড়াতাম। স্ত্রী আইসিডিএস কর্মী, কিছু জমি জায়গা আছে। কোনোরকমে চলে যায়। ছেলেটা সল্ট লেকে এমবিএ পড়ছে, ওখানেই থাকে। বলে গেলেন প্রভাস। তখনও জোয়ার চলছে। জল যত এগুচ্ছে এক মহিলা জলে নেমে তার জালের লাঠি পাড়ের দিকে তত এগিয়ে আনছেন। দড়ি টান টান হয়ে গেলে বোঝা যাবে মাছ পড়েছে। এভাবেই সারাদিন আগুপিছু চলছে নিরন্তর। জলের আর ওপারের দ্বীপের সবুজ বনানীর দিকে দিনভর তাকিয়ে থাকলেও ফুরোয় না দৃষ্টি। দীপক, সৌমেনবাবুরা অটোয় উঠে পড়েছেন, অগত্যা ফেরার পালা। সুরজিৎ ফিরতি পথে নামিয়ে দিল ফ্লাড সেন্টারে যেখানে সঞ্জিত বাবুদের খাওয়াদাওয়ার আয়োজন। শুধু খেয়ে নয়, দেখেও মন ভরবে কারণ সঞ্জিত বাবু ও তাঁর সঙ্গীসাথী এমনকি তাঁর স্ত্রী পুত্রদের নিজ ভূমির প্রতি আকর্ষণ ও কর্তব্যবোধ এককথায় অসাধারণ। এবারের ছোটমোল্লাখালী যাত্রায় এটাই পরম প্রাপ্তি। শুধু ভালো থাকা নয়, ভালো রারাখাটাকেই জীবনের মন্ত্র করতে মরিয়া এঁরা।

বজবজে সাহচর্যের বাংলা বর্ষবরণ

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী

সাহচর্যের উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে গত ১৪ এপ্রিল, ২০২৪ রবিবার বজবজে পালিত হল বাংলা বর্ষবরণ উৎসব ১৪৩১– এসো হে বৈশাখ। পয়লা বৈশাখ সকালে আটটায় সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে প্রভাতফেরী শুরু হয়। বজবজ পুরভবন থেকে শুরু হয়ে বজবজ পাবলিক লাইব্রেরী পর্যন্ত এই শোভাযাত্রা আসে, মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় বজবজ পাবলিক লাইব্রেরীতে মুড়ি, তেলে ভাজা সহযোগে জলখাবারের পর সাহচর্যের প্রবীণাদের নাচের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান, স্বাগত ভাষণ দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ ঘোষ। তিনি বলেন, মূলত প্রবীন নাগরিকদের কল্যাণে নবীন ও প্রবীনদের এই সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন তৈরি হয়েছে মাস চারেক আগে, বিনা ব্যয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহযোগে স্বাস্থ্য এবং চক্ষু পরীক্ষা ও অপারেশনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এছাড়াও অতিথি হিসাবে বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত ও আলিপুর বার্তার কার্যনির্বাহী সম্পাদক প্রণব গুহ তাঁদের বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সাধারণ সম্পাদক অনিল নস্কর। অনুষ্ঠানে এলাকার প্রবীণতম নাগরিক, আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক ও বজবজ পুরসভার ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান গণেশ ঘোষকে বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে মোট তিনটি– বই প্রকাশিত হয়েছে। হলুদ আমন রচিত লেখা, ডাঃ অশোক খাঁড়া রচিত নৈবেদ্য এবং বৈশাখী গুহ রায়ের বোবা কান্না। প্রসঙ্গত, আমাদের বজবজ প্রকাশনীর তরফে গ্রন্থ তিনটি প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে শ্রুতি নাটক পরিবেশন করেন ডাঃ শেখর রায় ও রুমা রায় ভট্টাচার্য, অরিন্দম নাট্য গোষ্ঠী এবং বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী কুনাল মালিক ও ডোনা জানা। নৃত্য পরিবেশন করেন রূপম কলাচক্র সহ সাহচর্যের সদস্যরা, সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রদীপ প্রামানিক, সত্যরঞ্জন মণ্ডল ও বিরসা রায় প্রমুখ, আবৃত্তি পরিবেশন করেন কল্যানী ভট্টাচার্য, স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন রঞ্জনা মন্ডল মুখার্জী, সুরজিত মন্ডল প্রমুখ। বৈশাখী গুহ রায় রচিত কবিতা আলেখ্য রূপসী বাংলা'য় অংশ গ্রহণ করেন সাহচর্মের সদস্যবৃন্দ, অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সুগত কর্মকার, সুপর্না মিত্র চক্রবর্তী ও সোমা ঘোষ খাঁড়া। অনুষ্ঠানটির মিডিয়া পার্টনার ছিল বহুল প্রচলিত সংবাদপত্র – আলিপুর বার্তা।

মাঙ্গলিকী

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনন্দ মেলা

অভিজিৎ হাজরা, হাওড়া : উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির অধীন সিরাজবাটি চক্রের অন্তর্গত মোল্লারচক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র –ছাত্রী, অভিভাবক – অভিভাবিকা ও গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় ও অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আনন্দ মেলা।

এই উৎসবে বিদ্যালয়ের ছাত্র –ছাত্রীবৃন্দ তাদের নিজেদের হাতে তৈরি বিভিন্ন খাবার বিক্রি করে বিভিন্ন মেলার বিভিন্ন মন্ডপে। ছাত্র –ছাত্রীবৃন্দ তাদের নিজেদের হাতে তৈরি 'চপ' – শুভজিৎ খাঁ,'ছাপা মিষ্টি' – ঈশান দাস,'হিংয়ের চপ' – সোভন হাইত,'চাউমিন' – মেঘনাদ মণ্ডল, 'ঘুগনি' দীপ্তময় পণ্ডিত, 'এগরোল' – সায়ন মণ্ডল, 'পিঠে পুলি' – পুষ্পিতা পণ্ডিত, 'নলি পাঁপড়' – সায়ন্তিকা দোলুই,'চপ ও বেগুনি' – জয়িতা পাত্র, 'নারকেল নাড়ু' শীর্ষেন্দু মালিক, 'পাঁপড়'– সমীরণ সাঁতরা, 'সিঙারা ও চা' – মালবিকা বাগ, 'গজুয়া মিষ্টি' – নিশা হাইত, 'পাঁপড় নলি' – নন্দিতা হাজরা, 'আলুকাবলি' – রণিত পাত্র, 'ঘুগনি' – দীপ মালিক, 'নিমকি ও' 'ম্যাগিপকোড়া' – অর্ণব হাইত, 'নিমকি' জয়দীপ বাগ বিক্রি করে। কয়েকজন ছাত্র – ছাত্রী বলে, তাদের তৈরি খাদ্য দ্রব্য গুলি বিক্রি করে তার লাভের টাকায় তার ভাই – বোনের জন্য খাতা – পেন কিনবে। কেউ বলে, 'মা' অসুস্থ। মায়ের জন্য ওষুধ কিনবো। কেউ কেউ বলে বিক্রির লাভের টাকা মা – বাবাকে দেব ঘরের খরচের জন্য। ছাত্রছাত্রীদের এই কথায় প্রমাণ হল মোল্লারচক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক – শিক্ষিকাবৃন্দ এই সমস্ত শিশু পড়ুয়াদের ছোট থেকেই মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিচ্ছেন বিদ্যালয়ের পড়াশোনার পাশাপাশি।

এই উৎসব প্রসঙ্গে মোল্লারচক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশীষ হাজরা বলেন, 'উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র তথা আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত সিরাজবাটি চক্রের অধীনে ৭৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র আছে। আমরাই বেশ কয়েক বছর আগে এই বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক – অভিভাবিকা ও গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় আনন্দ মেলা উৎসবের সূচনা করেছিলাম।তারপর আমাদের দেখাদেখি আন্যান্য কয়েকটি বিদ্যালয় তাদের বিদ্যালয়ে এই মেলা করছে। অভিভাবক – অভিভাবিকা ও গ্রামবাসীদের সহযোগিতায়। তিনি এও বলেন, আমরা ছাত্রছাত্রীদের মানবিক মূল্যবোধ গঠনের শিক্ষা, সমাজসেবামূলক কাজের মানসিকতা তৈরি,অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার শিক্ষা দিই।

সারাদিন ব্যাপী আনন্দ মেলা, ক্রীড়ানুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত সোনামুই সাবালয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরুণ কুমার পাত্র, শিক্ষক পবিত্র লাঙ্গল, খড়দহ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাকেশ পাত্র, শিক্ষক নির্মাল্য রায়, শিক্ষক তাপস হাজরা,মোল্লারচক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশীষ হাজরা,সহ শিক্ষক সুপ্রিয়, ইন্দ্রনীল,সুব্রত, শিক্ষিকা মণিকা পণ্ডিত, শিক্ষক বিদ্যুৎ মজুমদার,অরুপ মেউর, সমাজসেবী ভব পন্ডিত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মোল্লারচক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সারাদিন ব্যাপী এই উৎসবে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জনতার ঢল নেমে ছিল।

জ্যোতিষ সম্মেলন

মলয় সুর : রবিবার নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কালচারাল অর্গানাইজেশনের ব্যবস্থাপনায় নবদ্বীপে বকুলতলায় প্রাক্তনী ভবনে চতুর্থবর্ষে এক জ্যোতিষ সম্মেলন অনুষ্ঠান হয়। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর তান্ত্রিকরা সম্মেলনে হাজির হন। জ্যোতিষ বিদ্যা ও তার টোটকা প্রসঙ্গে প্রায় সকলেই তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। সংগঠনের কর্ণধার তথা সভাপতি সত্যজিৎ রায় বলেন, জ্যোতির চর্চার উপর দিনদিন মানুষের বিশ্বাস বাড়ছে। জ্যোতিষ চর্চা বহু পুরনো। নবদ্বীপ ধামে জ্যোতিষ চর্চা বহুদিন থেকেই চলছে। পঞ্জিকার মত ও ধারা অনুযায়ী এই জ্যোতির চর্চা চলে আসছে। দেবগুরু মন্ত্র ও প্রদীপ প্রজননের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর বেতার শিল্পী অনৌদেবী মণ্ডল কীর্তন পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে সম্পাদক গিরিধারী লাল সাহা স্বাগত ভাষণ দেন। এদিন জ্যোতিষ বিদ্যার উপর জ্যোতিষ সমীকরণ নামাঙ্কিত হয়েছে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক হেমন্ত ভট্টাচার্য, রাজবিহারী ভট্টাচার্য, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী মহারাজ, পার্থ সারথী আচার্য, অধ্যাপক মনোজ মণ্ডল, হাইকোর্টের আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী, বাসুদেব শঙ্করাচার্য, তাপস ঘোষাল, পণ্ডিত উত্তম চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রত্যেকে উত্তরীয়, ব্যাজ ছাড়াও ভক্তি চৈতন্য উপাধি, বাগদেবী বীণাপাণি ও বঙ্গজ্যোতি শিরোমণি অ্যাওয়ার্ড, জ্যোতিষ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি সম্মানে ভূষিত করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন আচার্য বেণীমাধব।

জীবনানন্দ স্মরণে প্রাক্তনী

শ্রেয়সী ঘোষ : রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রবল মাধ্যাকর্ষণ থেকে বেরিয়ে এসে যে একদল নতুন কবির আগমন ঘটে বাংলা কবিতার জগতে, তাঁদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ বিশিষ্ট একটি নাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনীর তরফে মাসিক অধিবেশনে কবির ১২৫ বছরকে স্মরণ করা হল এক আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানটি হয় আশুতোষ ভবনের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামাঙ্কিত ২০৯ নম্বর ঘরে ২ এপ্রিল দুপুর ২:৩০ মিনিটে। প্রাক্তনীর সদস্যরা কবিতায়, বক্তব্যে, গানের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন কবির উদ্দেশে। ড.কৃষ্ণপদ দাস ও সুস্মিতা দাস এই বাচিক শিল্পী দম্পতি বেশ কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে সকলকে মুগ্ধ করলেন। নতুন সভ্য যীশু দাস কবির অপ্রকাশিত তিনটি কবিতা পাঠ করলেন। ড. অরিন্দম সরকার কবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের মূল্যায়ন করলেন।। এই দিনে সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন জাতীয় শিক্ষক ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় পাঠরত এম. এ ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরাও এতে অংশ নেয়। প্রাক্তনীর বর্তমান সম্পাদক ড. শঙ্কর ঘোষের সঞ্চালনা ছিল অসাধারণ।

সন্তোষপুরে শিশু উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : সন্তোষপুর সুকান্ত মেলা সব পেয়েছির আসরের পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় তিন দিন ব্যাপী শিশু উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল সন্তোষপুর নেতাজী সুভাষ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। মেলা চলে গত ২৯ থেকে ৩১ মার্চ। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নরেন্দ্রনাথ কুলে। পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয় উৎসব। ছিলেন গোপাল ভৌমিক, আসর সভাপতি ডঃ সুবোধ চ্যাটার্জী, সব পেয়েছির আসরের সাধারণ সম্পাদক অপরেশ মজুমদার, সংগঠন সচিব জয়দেব বারুই ও প্রাক্তন সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী। তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান মালার মধ্যে ছিল অংকন প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, ক্যুইজ এবং নৃত্য প্রতিযোগিতা। প্রতিদিন ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অণুগল্প

একটা হাতের বিনিময়ে

দীপক কুমার মৃধা

চঞ্চলার সঙ্গে রূপনের বিয়ের পাকা কথার খবর জানতে পারে তার ফোন মারফত। তার বাবা তাকে বলল, বাবা রূপন কমপক্ষে দশদিনের ছুটি মঞ্জুর করানোর চেষ্টাই কর। চঞ্চলার সাথে তোমার বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে দশই বৈশাখ। রূপন বলল, কিন্তু বাবা আমি তো সাতদিনের বেশি ছুটি পাবো না। ওর বাবা বলল, ঠিক আছে তাই হোক। বিয়ের আগের দিন অবশ্যই চলে আসবে। রূপন জানাল, ঠিক আছে...আমাকে সতেরো তারিখের মধ্যে কাজে যোগ দিতে হবে, জরুরি হলে পাঁচদিনের মধ্যেও ডাক পড়তে পারে। রূপন–এর বাড়ি বহরমপুরের কাছের এক গ্রাম ভাবতা থেকে কিছুটা দূরে। তাদের বাড়ির কাছেই চঞ্চলার বাড়ি, তার দুই ক্লাশ নীচের ছাত্রী। রোজ একই সাথে একই রাস্তার উপর দিয়েই চলাচল আর তাদের মধ্যেও নানারকম প্রেমালাপ চলত।

মাত্র এক বছর হল ভারতীয় সেনাবাহিনীতে একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবেই কাজে যোগ দিয়েছে। তার সাহসিকতার জন্যে এক বছরের মধ্যেই সে হাবিলদার পদে পৌঁছাতে পেরেছে। মাত্র সাত বছর বয়সে তার মা মারা গিয়েছিল। বাবার কথা অনুসারে রূপম বাড়িতে চলে আসে। সন্ধ্যার সময় চঞ্চলার সাথে দেখা করতে গেল রূপন।

চঞ্চলা–মাত্র এক সপ্তাহের বেশি ছুটির ব্যবস্থা করতে পারলে না! আর তোমার তো আজকে আসবার কথা না, বিয়ের আগের দিন আসবে বলে দুইদিন আগেই চলে এলে!

রূপন–কোনও রকমে উপরওয়ালাকে তোমার কথা বলে একদিন শুধুমাত্র হাজিরা দিয়েই চলে আসলাম।

চঞ্চলা–তোমরা দেশের জন্য লড়াই করো, আর তোমাদের বিয়ের জন্য ১০টা দিনও ছুটি মেলে না।

রূপন–কী যে বলো চঞ্চলা, এর থেকে বেশি ছুটি সেনাবাহিনীর কর্মীদের সরকার কখনোই দেয় না। এর মধ্যে হঠাৎই ডাক পড়লে, তল্পিতল্পা নিয়েই ছুট লাগাতে হবে। চল হাঁটতে হাঁটতে ভাবতা স্টেশনের দিকে যাই। চঞ্চলা বলল, রূপন এই রোদে আর কোথাও যাবো না। বরং কাল, সকালে চলো আমরা হাজারদুয়ারি ঘুরে আসি, ভাগীরথীর ধারে বসে প্রাণ খুলে অনেক কথাই বলা যাবে...।

আসন্ন বিয়েতে যোগ দিতে রূপনের দুই দিদি ও অন্য আত্মীয়দের আগমণে বাড়ির পরিবেশ বিয়ের জন্য তৈরি হয়েছিল। ছোটদি তাকে বলল, ভাই...আয় আমাদের সাথে গল্প করতে বোস। রূপন বলে, কি গল্প বলব বল ছোটদি ..সারাদিন শুধুই সীমান্তের চারিদিকে নজরদারির ব্যাপার। কোন্ ফাঁকে জঙ্গীবাহিনী ঢুকে পড়ে সেই দিকেই তাকিয়ে থাকতে হয়। হাতে একে– ৪৭ আর পিঠের ব্যাগে জিনিষপত্র। খাবার জন্য টিফিনটাও ঢুকিয়ে রাখতে হয়। আর হিমেল ঠাণ্ডার মধ্যেই একটানা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কাছের ওয়াকী–টকি আর সেলফোনে নানা কোড নম্বরের সাথে সবার সাথেই যোগাযোগ রাখতে হয়। এই হল সেনাবাহিনীর দেশরক্ষার দায়িত্ব। যাতে সামান্য ভুল হলেই দেশের বহু মানুষের প্রাণ চলে যেতে পারে।

রূপনের বড়দিদি বলল, ভাই তোদের কাঁধে এত দায়িত্ব চাপিয়ে সরকার সামান্য বেতন দিয়েই রাখে। বড়বড় বিপদের সময়ে দেশকে রক্ষা করার মধ্যে যে দেশের প্রতি দরদ তা তোদের অর্থাৎ এদেশের সৈনিকদের না দেখলে সঠিকভাবে বোঝা যায় না। এমনি নানান কথা আর গল্পে দিনটা কখন যে পেরিয়ে গেল, রূপন তা বুঝে উঠতেই পারল না।

কবিতা

ইচ্ছে
ভীমচন্দ্র ঘোষ

আগুন জ্বলছে বুঝছি আন্তরিকতায়
কোন অন্ধকারে নিজেকে মেলে ধরতে হয়,
তোমার জানা নেই বর্ণমালায়।
যে অন্ধকার খাখছো অৎ আবেগে ইচ্ছেয়
ঘ্রাণে অঘ্রাণে পতন চিহ্ন দেখছি,
সমস্ত ইচ্ছা জল হয়ে ঝরে পড়ছে
ধূলোবালি কোণায় খোবলানো মাটিতে।

(শতল, কলসা, দঃ২৪ পরগণা)

ভোট
অরবিন্দ দাস

ভোট এলে ভোটবাবু হয় বটে কাবু
অভাগার দাম বাড়ে ভোটে হয় বাবু
নেতাদের বদ্ধদ্বার দেখা মেলা ভার
ভোট এলে নেতা আসে, ভোট চাই তার
ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতি মিথ্যে আওয়াজ
মিথ্যা প্রমাণ মেলে মিটে গেলে কাজ
এক ভোটে হার জিৎ হয় নির্ধারণ
গরিবেরা দামী হয় এলে নির্বাচন
অভাগা থেকেই যায় স্বপ্ন হয় ভঙ্গ
ভোট যে কি বালাই, দেখি শুধু রঙ্গ।

(রাজারামপুর, শীতলাতলা, দঃ২৪ পরগণা)

নজরুল
আশীষ কুমার ভূঁইয়া

নজরুল কেমন যেন সুমধুর নাম গন্ধময়
সিঁদুর রাঙা মেঘ হয়ে ঝরে জৈষ্ঠ্যের কৃষ্ণচূড়ায়
এই শিশু দুখু মিঁয়া নাম ছিল এই বাংলায়
চুরুলিয়া গ্রামটিতে আজো দোলে দোলন–চাঁপা আম।
তাঁর অগ্নিবীণা হৃদয় নাচায় ছায়ানট সবুজ ঘাসে
উপবনে বসে শুনি তাঁর বিষের বাঁশি, নীলাকাশে
এক যে কিশোর বুক ফুলিয়ে শোনায় ব্যাথিতের গান
সে যে মোদের বিদ্রোহী কবি নজরুল
ঘুম ভাঙানো পাখি সে যে বুলবুল।
সর্বহারা ভাইদের মাঝে গায় শিকল ভাঙার গান।
প্রতি বছর জৈষ্ঠ্য আসে রক্তেতে দেয় দোলা,
এই শিশুদুখু মিঁয়ার কথা যায় না ভোলা।
নিঝুম রাতে কলম হাতে ভাবছে বসে কবি
খাতার পাতায় আঁকব তাঁর একটি রঙিন ছবি।

(মুড়িগঙ্গা, সাগর, দঃ২৪ পরগণা)

সরীসৃপ
বিবেকানন্দ নস্কর

মুখের মধ্যে হাঁ
হাঁ–এর ভিতর জিভ
জিভের ডগায় আগুন
কপাল জুড়ে আগুনে টিপ।
হাঁটু মুড়ে সোজা হলো
হাঁটুর ওপর ভর
বয়স ভারে বুক ঘষে যাও
মানুষগুলো আস্ত সরীসৃপ
স্তন্যপায়ী দুধ পায় না
মাতৃস্তনে পক্ষাঘাত
ঘাতক পক্ষ মুচকে হাসে
সামনে দাঁড়ায় রাত।
আঙুলে নখ, আঙুল শিকড়
বুকের আঙুলে টিপ টিপ
ভয়ের ভিতর মানুষ লুকায়
শীতের ঘুমে স্তব্ধ সরীসৃপ!

(সন্তোষপুর, ফলতা, দঃ২৪ পরগণা)

যেন অগ্নি বৃষ্টি
ভরত বৈদ্য

আকাশ থেকে পড়ল যেন আগুন ঝরা বৃষ্টি
মিষ্টি কথাও তেতো লাগে অলস চোখের দৃষ্টি
বনবনিয়ে ঘুরছে পাখা জলে ডুবে রসে।
গরম দুপুর নাইকো দেখা গাছের ছায়ায় বসে।
লু বয় রোজ বাতাস রোষে অরুণ দেব–ও অট্টহাসে।
ঝলসে ওঠে গাছে ঘাসে বিরামহীন শ্বাস–প্রশ্বাসে
জ্যাবজ্যাবে ঘাম চিপকে গায়ে শিশু মায়ের কোলে
ঘুম–পাড়ানি গান শুনিয়ে দোলনায় দুলে দুলে
মন লাগে না কোনো কাজে পা–চালা ভাই শিগ্গীর
মাথার ওপর সূর্য আজ তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রী।

(মনোহরপুর, নলপুর, হাওড়া)

বহন
পার্থসারথি সরকার

দিদি নৌকা বেয়ে গেছে নদীর ওপারে
দিন মজুরের কাজ শেষে
দিদি ফিরে আসছে নৌকা বেয়ে
রক্তজলে জল ঢেলে ঢেলে
এগিয়ে আসছে পাড়ের কাছে
আঁচড়টা জ্বলজ্বল করছে তার কপালে
পাড়ে নেমে নৌকা বাঁধে দিদি
তারও নোঙরে বাঁধা মধ্যাহ্ন বেলা
ভাবলাম গলুই–এর ভেতরে
পূজোর জামা রেখে গেছে দিদি
গলুই–এর পর্দা সরিয়ে দেখি, জামা নেই
ভেতরে নতুন জামা গায়ে বসে আছে দাদা !

(হরিদেবপুর, কলকাতা)

নকল মানুষ
পরিতোষ সামন্ত

হাসতে মানুষ যাচ্ছে ভুলে এ এক ভীষণ রোগ
এই সমাজের রোজ ঘটনায় পাচ্ছে মানুষ দুর্ভোগ।
গায়ে পরে দামী পোষাক, কথাতে মেলে ভাঁজ
অতি চালাকের গলায় দড়ি বুঝছে কি মানুষ আজ!
সুখশান্তি নেই ঘরেতে অভাবের জ্বালায় মরে
সামনে পিছনে কাঁটার আঁচড় মানুষকে ঘিরে ধরে।
মুখোশ পরে ভাবটা দেখায় দেশপ্রেমিক খাঁটি
উন্নয়নে আখের গোছায় করে নিজেকে পরিপাটি।
অপরের সুখে জ্বালায় মরে, নিজের কপাল ফাঁকা,
কুটিলতায় হৃদয় ভরে পথ চলে আঁকাবাঁকা
ন্যায়–অন্যায় যায় ভুলে, করে অপরের ক্ষতি
সবাইকে ভাবে বোকার হদ্দ, নিজে চালাক অতি ॥

(পাথর প্রতিমা, দঃ ২৪ পরগণা)

জেলেদের জীবন
রতন নস্কর

নদীনালা ঘেরা আমাদের গ্রাম
সবাই এখানে জেলে
বারোমাস কাটে জলে ভেসে ভেসে
সারাদিন তরী ঠেলে।
এখানে মানুষ বড় অসহায়
অভাবের সাথে বাঁচে,
উজান–ভাটির রোজ–নামচায়
জীবনের খর আঁচে।
আকাশের গায় রূপকথা আঁকে
হচ্ছে পাখীর ডানা,
আছে ভালোবাসা আছে সম্প্রীতি
আনন্দে আট খান ।

(সরিষা, দঃ ২৪ পরগণা)

চাঁদের দেশে
সত্যজিৎ সাঁতরা

চাঁদের দেশে পাড়ি দেব
চড়ে সুখের চন্দ্রযান
দুঃখ কষ্ট ব্যাথা বেদনা সকল
হবে যে অবসান।
পৃথিবী ছেড়ে যাব চলে
হঠাৎ একদিন,
তোমরা কেউ টের পাবে না
আমায় যারা করেছিলেন হীন।
অনেক দিন কেটে গেল
পেলে না যারা সুখ,
আমার সাথে চাঁদের দেশে
যেতে পারো আশায় বেঁধে বুক।
আর তোমরা যারা রইলে পড়ে
মিথ্যে আশার টানে,
তোমরা চাইলে আবার তোমাদেরও
নিয়ে যেতে পারি সুখের চন্দ্রযানে।
চাঁদের দেশে দেব পাড়ি
বাধা দিও না প্রিয়,
শুভেচ্ছা–অভিনন্দন বিদায়ের সাথে সাথে
বিশুদ্ধ ভালোবাসাটুকু দিও।

(সাগর, দঃ ২৪ পরগণা)

যুগ হাওয়া
আরতি দে

মাতৃভাষা হচ্ছে লোপাট, লোপাট নারীর সম্মান
মায়ের ঠাঁই বৃদ্ধাশ্রম, ভায়ের হাতে ভাই বলিদান
হৃদয় নিয়ে ছিনিমিনি প্রেমের বাসর ঘরে
উথলে পড়া দুধের মত শূণ্য হয়ে ভরে
সংসারেতে সকল রকম মানুষ দেখা যায়
ত্যাগে যারা বাসে ভালো ত্যাগেই হয় লয়
এমনি করেই ভোজের বাজি বিশ্ব ধাপে ধাপে
লঘুজনে রাঙালে চোখ গুরুজনে কাঁপে ॥

(শহীদ নগর, হালতু, কলকাতা)

কথা
মিনু প্রধান মণ্ডল

শীত ঘুরে এলো
মস্ত উঠানো ঝরাপাতা কাঁচা রোদ সুন্দর
দরজা এপারে, জানালা খুললেই নানা কথা
মেলে ধরে মায়া–ভরা সংসার–এ
সুরেলা কথা উঠতি বয়সে অভ্যেস বদলে দেয়
আবার সুখের কথা ভিতর থেকে উঠে এলে
ঢোক গিলে ফেলা যায় কি!
কী মুগ্ধকর নীলাকাশ সারাদিন পর
সব ভুলে সে কথা ইশারায় তাই চুপ
আজ ভীষণভাবে নামহীন ফুল বাহারী দোপাটি
আনন্দ নিকেতনে বৃষ্টিধারা খোঁজে
বেলাগাম কথা গ্রাম ছেড়ে দূরদেশে ফিরে
প্রেমে হোঁচট খায় ঘূর্ণাবর্ত এলে।

(সরিষা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

অবৈধ
দত্তা রায়

অবাধতার তুষারপাতে,
শিথিল হচ্ছে বন্ধন
হিমশৈলর অবস্থান
হৃদয়ের উত্তরমেরুতে
লাল সিগনালে সবুজ গাড়ী,
জীবন এখন হাই রোড়ে,
জানিনা কখন থমকে যাবে হয়তো॥

(গঙ্গারামপুর, দঃ২৪ পরগণা)

কবিতা
কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়

মোমের বাতির মত গলে শেষ হয় রাত
সময়ের ঘড়ি গেল বলে হয়েছে প্রভাত
জীবনে নেই কো সঞ্চয়, আমি নির্ভয়
তা হ'লে না হয় কবিতাই শোনো
বকের পাখায় উধাও দিন
আকাশের নীল ক্রমশঃ ধূসর
শঙ্খের ধ্বনি বাতাসে লীন
মাঠের সবুজ চাদরের 'পরে
রঙীন ফড়িং অচঞ্চলা
এখানে তোমাকে একান্ত করে শোনাবো,
যে কথা হয় নি বলা।

(মধ্যমগ্রাম, কলকাতা)

মৃত্যুতে বিপ্লবে
স্বস্তিকা ঘোষ

দিনের বেলা এল যখন, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত বেশ।
হঠাৎ দমকা হাওয়ার মত আগমন,
লুকিয়ে কিছু থেকে পুলিসে আসা,
মুহুর্তে আপন করে নিল আমায়
কত গল্প, অচেনা থেকে চেনা হল।
আগন্তুক থেকে মনের মানুষ,
আলোয় গা–ঢাকা আঁধারে কাজ।
কি কাজ তা জানার আগে সব শেষ!
একটা গুলিবর্ষণ
জানতে পারলাম বিপ্লবী ধৃত ও মৃত।

(দৌলতাবাদ, বিষ্ণুপুর, দঃ ২৪ পরগণা)

সেদিন–ও আজ–ও
সঞ্জয় কুমার নন্দী

বসন্ত আর নেই, ছিল এতদিন
ছিল ফাগুন হাওয়া
হয়তো শেষ হল চাওয়া পাওয়া ...
ক্ষণকালের সে অপরিসীম আনন্দ
পেয়েছিলাম জীবনযুদ্ধে
তা শেষ হতেই ফিরিয়ে গেল অদ্ভুত ছন্দ ।
শীতের প্রকোপ কিংবা গ্রীষ্মের তাপদাহে
বেঁচে থাকা সম্পূর্ণ অন্য গ্রহে ...
সেদিন ও কোনও ক্ষোভ ছিল না
তাই আজ–ও নেই কোনও বেদনা ।

(দক্ষিণ শুঁড়া, চকদীঘি, পূর্ব বর্ধমান)

যাবার সময় হলে
বিশ্বেশ্বর রায়

বসে আছি ব্যালকনির ছোট্ট আশ্রয়ে।
চোখের উপর দিয়ে পিছলে সরে যাচ্ছে অলস মেঘ
আর পরিযায়ী পাখিদের ডানার প্রশ্বাস।

যেমন সময় নি:শব্দে বয়ে যায়
ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে প্রতিদিন,
যেমন প্রভাতের দীপ্ত রবি
দিনান্তে ক্লান্ত পায়ে বিশ্রাম মাগে
রজনীর শান্ত স্তব্ধ ক্রোড়ে,
যেমন কিশলয় বৈরাগী রঙ মেখে
নি:শব্দে ঝরে যায় কোনো এক শীতের বিকেলে।

যাবার সময় হলে সব রঙ ফিকে হয়ে যায়,
খসে যায় সব আভরণ, সব আবরণও॥

(রাজডাঙ্গা, কলকাতা)

যদি কখন হয় দেখা
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

আচমকা যদি দেখা হয় কখনও এ পথে –
মুহূর্ত জাগিয়ে তুলবে হারানো সুরকে,
শান্ত নদী তীরে নির্বাক শব্দে,
জলে ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ
বাতাস যখন বয়ে যাবে
আবার এ হৃদয়ের অন্দর মহলে।
বাতি জ্বলবে, ফিস্ ফিস্ শব্দে
আলাপচারিতার গভীরে।
বিজনে নীরব বীথিতে,
ছায়া পড়ে আছে, সে প্রেমের
পদচিহ্ন শত ছিন্ন কত অঙ্গনে।
এ বাংলার আনাচে কানাচে
ফোটা আর না ফোটা বসন্তে,
তবু আজও বাড়ে বনলতা বনফুলে
কত কথার জন্ম মৃত্যু ঘুচিয়ে,
ফসল ফলাতে আসে এ সবুজের বুকে।
চেনা অচেনার মাঝে বহিবে অন্তরে
এ ধ্বনি প্রতিধ্বনি করে নীরবে,
আচমকা দেখা হলে।
খামের ভিতর থেকে স্মৃতিরা
তখন বেরিয়ে আসে
দীপের নিচের অন্ধকারে নিজেকে
আবার রিপু করে নীরবে
যখন চাঁদ ওঠে, ঢাকা পড়ে দিন
তখন রাতের গভীরে
তবু বনফুল ফোটে আজও পথের ধারে
যদি দেখা হয় কখনও এ পথে।

(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি । কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ) । একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন । জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয় । প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন । যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। **সুকুমার মণ্ডল,** বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / 9903835611)

আঁতস কাঁচে

অলিম্পিকে টাকা

আগে কখনও হয়নি। এবারই প্রথম। যুগান্তকারী সিদ্ধান্তই হল প্যারিস অলিম্পিক ঘিরে। এতদিন অলিম্পিকে পদকপ্রাপ্তিই ছিল চূড়ান্ত সম্মানের। এবার সেইসঙ্গে যুক্ত হচ্ছে পুরস্কারমূল্যও। তবে সব পদকজয়ীদের জন্য হচ্ছে না অবশ্য এবার। প্যারিস অলিম্পিকে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের ৪৮টি ইভেন্টের সোনাজয়ী অ্যাথলিটদের প্রত্যেককে পাবে ৫০ হাজার ডলার করে। এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ব অ্যাথলেটিক সংস্থা। পরের অলিম্পিক লস অ্যাঞ্জেলস থেকে রুপো ও ব্রোঞ্জজয়ী অ্যাথলিটদেরও এই পুরস্কারের ব্যবস্থা করবে, সেই আশ্বাসও দিয়েছে। অলিম্পিক গেমসকে ঐতিহ্যগতভাবেই অপেশাদার প্রতিযোগিতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এবার তাতেই যেন পেশাদারিত্বের ছোঁয়া লাগল।

ঈশানের সাফাই

মানসিক ক্লান্তি কাটিয়ে মনের আনন্দে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে ব্যাট চালাচ্ছেন ঈশান কিষান। কিন্তু তাতে কি মন গলল বিসিসিআই, নির্বাচকমণ্ডলী, বোর্ড সচিব থেকে ভারতীয় দলের কোচের? সেটাই বড় প্রশ্ন। তাই ঈশানের বিশ্বকাপ টি২০তে সুযোগ পাওয়া এখনও প্রশ্নচিহ্ন হয়েই ঝুলছে। কারণ, জানানোর পরও রঞ্জি খেলেননি। বাদও পড়তে হয়েছে বোর্ডের চুক্তি থেকে। তাঁকে নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি এই ক'দিনে। ঈশান অবশ্য ব্যাটিংয়েই মন দিতে চান। তিনি বলেন, 'আমি ক্রিকেট থেকে কয়েকদিন বিরতি নেওয়ায় লোকে অনেক কথা বলছিল। তারমধ্যে অনেক কিছু সমাজ মাধ্যমেও চলে আসে। নানা কথা লেখাও হয়েছিল। তবে ভাবা উচিত যে অনেক কিছুই প্লেয়ারদের হাতে থাকে না। আমরা শুধুমাত্র সময়টা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি। আমি নিজের মাইন্ডসেটে পরিবর্তন আনি। তবে এটা বলতে পারি, আমি সেইসময়ও অনুশীলন চালিয়ে গিয়েছিলাম।'

বৈশাখী ঝড়

পয়লা বৈশাখে কলকাতায় ঝড় হয়নি, তবে ইডেনে হয়েছে। সল্ট ঝড়। তাতেই সবুজ মেরুন জার্সিধারীদের হারিয়ে বাংলার আনন্দ উৎসব মাতিয়ে দিল শাহরুখ খানের দল। লখনউ সুপার জায়ান্টসের ৭ উইকেটে ১৬৭ রানের জবাবে ২৬ বল বাকি থাকতেই ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় কেকেআর। এরমধ্যে রয়েছে সল্টের ৪৭ বলে ৮৯ রানের অপরাজিত ইনিংস। তাঁকে সঙ্গ দেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার। তিনিও অপরাজিত থাকেন ৩৮ বলে ৩৮ করে। বোলিংয়ে এদিন নাইটদের হয়ে তিন উইকেট পান স্টার্ক। ব্যাটিংয়ে লখনউ দলের কেউই আহামরি কিছু করতে পারেননি। নিকোলাস পুরান করেন ৩২ বলে ৪৫। কেএল রাহুল করেন ৩৯ রান। মজার ব্যাপার, আইপিএলের ইতিহাসে এবারই প্রথম লখনউকে হারাতে পারল কেকেআর।

কামিন্সই সেরা

প্যাট কামিন্স। জীবনের সেরা সময়টাই যেন কাটাচ্ছেন ২০২৩ থেকে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, বিশ্বকাপ ট্রফি সবই অস্ট্রেলিয়াকে উপহার দিয়েছেন। তাই সেরা স্বীকৃতিও মিলল। বিশ্বের অন্যতম ক্রিকেট ম্যাগাজিন উইজডেনের লিডিং ক্রিকেটার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হিসেবে জায়গা পেলেন অসি এই পেসার। প্রায় এক যুগ পর অসি ক্রিকেটারের হাতে উঠল এই খেতাব। বর্ষসেরা টেস্ট পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি 'উইজডেন ট্রফি ফর আউটস্ট্যান্ডিং ইন্ডিভিজুয়াল টেস্ট পারফরম্যান্স' জিতেছেন এবার ট্রাভিস হেড। গত বছর টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে ১৭৪ বলে ১৬৩ রানের ইনিংসটি তাঁকে এনে দিয়েছে এই সম্মান। বর্ষসেরা পাঁচ ক্রিকেটার-এর তালিকায় এবার জায়গা পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার উসমান খোয়াজা, মিচেল স্টার্ক ও অ্যাশলি গার্ডনার এবং ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুক ও মার্ক উড। না, ভারতেই কেউ নেই।

প্রথম লিগশিল্ড জয়ের ইতিহাস মোহনবাগানের

সুমনা পাল

গত আটবার যা পারেনি তারা, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সেটাই করে দেখাল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। এক নয়, জোড়া অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিয়ে প্রথমবার আইএসএলে লিগসেরার খেতাব জিতল এবং লিগের ইতিহাসে এই প্রথম তারা হারাল মুম্বই সিটি এফসি-কে। ফলে মোহনবাগানের মুকুটে আরও একটি পালক। আইএসএল জয়ের পর লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন। যুবভারতীতে মুম্বই সিটি এফসিকে ২-১ গোলে হারাল সবুজ মেরুন। বাগানের হয়ে গোল করেন লিস্টনকোলাসো এবং জেসন কামিন্স। দুটো গোলই দুর্দান্ত। ২২ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে মুম্বই সিটিকে টপকে লিগের একনম্বর মোহনবাগান। প্রথম লিগ শিল্ড জয় কলকাতার ক্লাবের। আন্তোনিও হাবাসের ট্রফির হ্যাটট্রিক। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ, এটিকের হয়ে আইএসএল জিতেছিলেন। এবার বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। মোহনবাগানকে লিগ শিল্ড দিলেন। চ্যাম্পিয়ন হয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র গ্রুপ পর্বে খেলার ছাড়পত্র জোগাড় করে নিল সবুজ মেরুন। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে নবম সাক্ষাতে জয়। এর আগে ছ'বার হার, দু'বার ড্র ছিল। মোক্ষম সময় আইল্যান্ডারদের বিরুদ্ধে জয়ের খাতা খুলল বাগান। ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজা মাত্র মাঠে আবেগের ফোয়ারা। নিজেদের মধ্যে সেলিব্রেশনের পর গ্যালারির দিকে ছুটে যান দিমিত্রি, কামিন্সরা।বাঁধনহারা উচ্ছ্বাসে মাতেন সবুজ মেরুন ফুটবলাররা। ৬১ হাজারের গ্যালারি উত্তাল। দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে কনফেটি, রঙিন ধোঁয়ায় মায়াবী চেহারা নেয় যুবভারতী।চলতি বছর জয়জয়কার বাংলার ফুটবলের। ডুরান্ড কাপ এবং আইএসএলের লিগ শিল্ড মোহনবাগানের। সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। আই লিগ মহমেডানের।হাবাসের মিডাস টাচে বদলে গেল মোহনবাগান। বছর শেষে হারের হ্যাটট্রিকের পর জুয়ান ফেরান্দোকে সরিয়ে হাবাসকে ফিরিয়ে আনা হয়। আস্থার মান রাখলেন বর্ষীয়ান কোচ। তাঁর জমানায় চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে মাত্র একটি ম্যাচ হারে বাগান। তবে সেই ম্যাচে বেঞ্চে ছিলেন না তিনি। লিগ শিল্ড জয়ীদের শুভেচ্ছা জানান ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। আরও একবার ভারতসেরা হওয়ার জন্য মোহনবাগানকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। আইএসএল লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য মোহনবাগানের ফুটবলার, কোচ, কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সমর্থকদের অভিনন্দন জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। শুধু মোহনবাগান নয়, এটাকে বাংলার ফুটবলের জয় বলে ধরা হচ্ছে। লিস্টনবলেন, 'এই জয় সতীর্থ এবং সমর্থকদের জন্য। এই দিনটার জন্য আমরা সাত মাস ধরে প্রস্তুতি নিয়েছি। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল লিগ শিল্ড জেতা। সেটা করতে পেরে সবাই খুশি।' কামিন্স বলেন, 'ভারতসেরা হতে পেরে আমি খুবই খুশি। ৬০ হাজার সমর্থকদের উপস্থিতি আমাদের সাহায্য করেছে সেরাটা দিতে। এত সাপোর্টার আমাদের জয়ের তাগিদ বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের ফ্যানরা সেরা। ওদের জন্য চ্যাম্পিয়ন হওয়া স্পেশাল। এই মুহূর্তটা সারা জীবন মনে রাখব।' দিমিত্রি পেত্রাতস বলেন, 'আমরা দল হিসেবে খেলছি। জয়টা ফ্যানদের জন্য। আজ আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। পরিবার, ফ্যান, আমাদের যারা সমর্থন করেছে তাঁদের উৎসর্গ করব। সমর্থকদের উপস্থিতি অবশ্যই আমাদের সাহায্য করেছে।'

অলিম্পিকের আগেই পদ ছাড়লেন মেরি কম

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্যারিস অলিম্পিকের আগে বড় ধাক্কা খেল ভারতীয় দল। ছয়বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বক্সার মেরি কম প্যারিস অলিম্পিকের জন্য ভারতের শেফ দ্য মিশনের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেছেন তিনি। মেরি কম বলেছেন, এখন তার কোনও বিকল্প নেই। প্রসঙ্গত, 'শেফ দ্য মিশন যে কোনও অলিম্পিকে দেশের দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সদস্য। খেলোয়াড়দের যাবতীয় সুযোগ—সুবিধার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব থাকে তাঁর উপরেই। কোনও ধরনের সমস্যা বা বিবাদের ক্ষেত্রে তিনি খেলোয়াড়দের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পি টি ঊষাকে চিঠিতে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন মেরি কম। চিঠিতে তিনি এও লিখেছেন, 'এই দায়িত্ব থেকে বাধ্য হয়ে সরে আসার জন্য দুঃখিত। এই ধরণের প্রতিশ্রুতিভঙ্গ সচরাচর আমি করি না। তবে অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী দেশের ক্রীড়াবিদদের পাশে আমি সবরকমভাবে থাকব।'

রয় কৃষ্ণকে চাইছে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি : আই লিগ জয়ী হওয়ায় আগামী মরসুমে আইএসএল খেলবে মহমেডান স্পোর্টিং। তাই ভালো দল গড়ার লক্ষ্য নিয়েছে তারা। সূত্রের খবর এটিকে মোহনবাগানে খেলে যাওয়া গোলমেশিন রয় কৃষ্ণাকে দলে চাইছে সাদা কালো ব্রিগেড। কলকাতার দল মোহনবাগান ছাড়ার পরে রয় বেঙ্গালুরু এফসি, এবং এখন ওড়িশা এফসিতে খেলছেন। এটিকে-র ২০১৯-২০ মরসুমে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়া, ২০২০-২১ মরসুমে এটিকে মোহনবাগানকে ফাইনালে তোলার পিছনে বড় ভূমিকা ছি রয়ের। এরপর বেঙ্গালুরুতে যান তিনি। গত মরসুমে রানার্স হয় বেঙ্গালুরু। এবারে সুপার কাপ রানার্স হয় ওড়িশা। ওড়িশা এফসিতেও ভালো পারফরমেন্স দিচ্ছেন রয়। ফলে ভালো ইনভেস্টর এনে ফিজি গোলমেশিনকে নিতে উদ্যোগী সাদা কালো কর্তারা। এদিকে তাঁদের আই লিগ জয়ী দলের তিন বিদেশি অ্যালেক্সিস গোমেজ, মির্জালল কাশিমভ, জোসেফ আদজাইকেও রাখা হবে । কোচ আন্দ্রে চেরনিশভের চুক্তি বাড়ানো হয়েছে । ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে বর্তমান দলের সঙ্গে নজরকাড়া কয়েকজন ফুটবলারের দিকে হাত বাড়াতে চায় মহামেডান স্পোর্টিং। ডেভিড হাতছাড়া হয়েছে। রেমসাঙ্গাও অন্য দলে চলে যেতে পারেন বলে খবর।

লিগসেরার পর বাগানের লক্ষ্য নক আউটের খেতাব

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রথমবার আইএসএল শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হলেও আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতে রাজি নয় মোহনবাগান শিবির। শিল্ডের পর তাদের লক্ষ্য এবার নক আউট চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে রাখা। মোহনবাগানের অধিনায়ক শুভাশিস বোস জানিয়ে দেন, এই সাফল্য উদযাপনের পরই ফের কাপ জয়ের প্রস্তুতি শুরু করবেন তাঁরা। সবুজ-মেরুন অধিনায়ক শুভাশিস বলেন, 'গত আট-ন'মাস ধরে আমরা এই খেতাব পাওয়ার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছি। সে জন্যই এই সাফল্য পেলাম। এখন আমাদের উপভোগ করার, সাফল্য উদযাপন করার সময়। নক আউটে জেতার জন্যও আমরা উজ্জীবিত। পরের তিনটে ম্যাচে জিতে যদি আমরা কাপ জিততে পারি, তা হলে উজ্জীবিত না হওয়ার কোনও কারণ নেই। এই আনন্দ উদযাপন করে তরতাজা হয়ে আমরা আবার মাঠে ফিরব এবং ফাইনাল খেলব, যেখানে আমরা নিজেদের উজাড় করে দেব। আরও একটা খেতাব জিততে চাই আমরা'। চলতি ক্লাব মরসুমে সব টুর্নামেন্টই জিতল বাংলার ক্লাবগুলি। ডুরান্ড কাপে মোহনবাগান এসজি, সুপার কাপে ইস্টবেঙ্গল এফসি, আই লিগে মহমেডান এসসি-র পর এ বার লিগশিল্ড জিতল সেই মোহনবাগান। আইএসএলের নক আউট খেতাবও তারা জিততে পারলে বাংলার ফুটবলে এক নতুন সুবর্ণ যুগের ইতিহাস তৈরি হবে। এ কথা মনে করিয়ে দিয়ে শুভাশিস বলেন, 'এ মরসুমে আমরা ডুরান্ড কাপ জিতেছি। এ বার লিগ শিল্ড জিতলাম। বাংলাতে এ বছর সব কটা ট্রফিই এসেছে। তাই বলব, বাংলার ফুটবলে এটা সোনার সময় চলছে। আশা করি এখান থেকে বাংলার ফুটবলে আরও উন্নতি হবে। সে জন্য আমি খুবই খুশি'। ২২ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে লিগ শেষ করল মোহনবাগান, আইএসএলে যা এক রেকর্ড। শীর্ষে থাকায় প্লে অফে তারা সরাসরি সেমিফাইনালে খেলবে। প্রথম সেমিফাইনালে মোহনবাগানকে ওডিশা এফসি বা কেরালা ব্লাস্টার্সের ঘরের মাঠে খেলতে হবে ২৩ এপ্রিল। ২৮ এপ্রিল সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগ তারা খেলবে যুবভারতীতে। অপর সেমিফাইনালে মুম্বই সিটি এফসি প্রথমে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে ২৪ এপ্রিল। তাদের সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগ ২৯ এপ্রিল, ঘরের মাঠে। সেমিফাইনালের গণ্ডী পেরতে পারলে ৪ মে ফাইনাল ফের মুখোমুখি হতে পারে মোহনবাগান ও মুম্বই।

বুড়ো কার্তিকও এখন বিশ্বকাপে ঢোকার দাবিদার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছক্কা মারলেন ৭টি, যার মধ্যে একটি এবারের আইপিএলে সর্বোচ্চ ১০৮ মিটার। খেলেছেন ৩৫ বলে ৭ ছক্কা ও ৫ চারে ২৩৭.১৪ স্ট্রাইকরেটে ৮৩ রানের ইনিংস। শুধু যে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে এমন খেলেছেন, তা নয়, এর আগের ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষেও অপরাজিত ২৩ বলে ৫৩ রানের ইনিংস খেলেছেন দিনেশ কার্তিক।সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত আইপিএলে রান করেছেন ৭৫.৩৩ গড়ে ২২৬। টি২০তে কার্তিকের মতো ফিনিশারদের যা দরকার, সেই স্ট্রাইকরেটও দুর্দান্ত—২০৫.৪৫। প্রশ্ন হল, এত কিছুর পরও কার্তিক কি ভারতের টি২০ বিশ্বকাপ দলে থাকবেন! উত্তরটা কার্তিকের বিপক্ষেই যাওয়ার সম্ভাবনাই হয়তো বেশি। কারণ, জুনে ৩৯ ছুঁতে যাওয়া কার্তিক এখন যতটা না ক্রিকেটার, তার চেয়ে বেশি ধারাভাষ্যকার। ২০২২ টি২০ বিশ্বকাপ গ্রুপপর্বে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের পর আর ভারতের হয়ে খেলা হয়নি কার্তিকের। এখন তিনি ধারাভাষ্যককার। তাঁর অমন ব্যাটিং দেখে ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় প্রাক্তন ইংলিশ ব্যাটার পিটারসেন তো বলেই ফেলেছেন, 'এর আগে কোনো ধারাভাষ্যকারকে এমন ভালো ব্যাটিং করতে দেখিনি!' কার্তিককে নিয়ে কথা বলেছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার আম্বাতি রাইডু। চেন্নাই ও মুম্বইয়ের হয়ে দীর্ঘদিন আইপিএল খেলা রাইডু কার্তিককে বিশ্বকাপ দলে চাইছেন, 'কার্তিক সব সময় মহেন্দ্র সিং ধোনির আড়ালে ছিল, যে কারণে ধারাবাহিক সুযোগ পাননি। সম্ভবত শেষবারের মতো সে ভারতের ম্যাচ উইনার হতে পারে, বিশ্বকাপ দিয়ে কেরিয়ার শেষ করা ও ট্রফি জিততে ভারতকে সহায়তা করার সুযোগ সে পেতে পারে। আমার মনে হয় ভারতের তাকে বিশ্বকাপ দলে নেওয়া উচিত।' সেই অনুষ্ঠানেই এ প্রসঙ্গে ভিন্নমত দিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান। তাঁর মতে উইকেটকিপার ব্যাটার হিসেবে বিশ্বকাপ দলে থাকার দৌড়ে সঞ্জু স্যামসন, জিতেশ শর্মা কার্তিকের চেয়ে এগিয়ে। ইরফান বলেছেন, 'আমার মনে হয় বিশ্বকাপে জায়গা পাওয়ার দৌড়ে কার্তিকের চেয়ে সঞ্জু স্যামসন এগিয়ে, কিংবা জিতেশ শর্মা—যে সম্প্রতি ভারতের হয়ে খেলেছে। অন্য কেউ ভালো খেলছে বলে বর্তমানে যারা খেলেছেন তাদের কথা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না।' কার্তিক বিশ্বকাপে থাকুক বা না থাকুক, কেরিয়ারের শেষ আইপিএলে এসেও রাহুল, কিষানদের সঙ্গে বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাওয়া প্রসঙ্গে তাঁর নামটাও যে আলোচনায় আসছে, সেটাই—বা কম কিসে। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে ১ জুন শুরু হবে টি—টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

রেকর্ডের ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধুন্ধুমার দু'দলের ব্যাটিং। রানবন্যা। চার-ছক্কার বৃষ্টি। রেকর্ডের ম্যাচ। উঠল ৫৪৯ রান। হল ৪৩টা চার। ভাবা যায়! আইপিএল ইতিহাসে ৩ উইকেট হারিয়ে সর্বাধিক ২৮৭ রান তুলেছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। জবাবে বেঙ্গালুরুও রান তাড়া করল সমানভাবে। ৭ উইকেট হারিয়ে তুলল ২৬২ রান। তাতে ২৫ রানে জয় পেল সানরাইজার্স। তাতে পরপর জয়ের হ্যাটট্রিক করল হায়দরাবাদ। টানা ৫ হারের মুখ দেখল বিরাট-ডু'প্লেসির দল। সানরাইজার্সের হয়ে ওপেনিং করতে নেমে খুনে মেজাজেই শুরুটা করেন ট্রাভিস হেড। সেঞ্চুরিও হাঁকান। ৩৯ বলের সেঞ্চুরি হায়দরাবাদের হয়ে দ্রুততম আর আইপিএলের ইতিহাসে চতুর্থ। ৮ ছক্কা ও ৯ চারে ৪১ বলে ১০২ রান করেন হেড। তাতে রেকর্ড রান গড়তে কোনও অসুবিধেই হয়নি হায়দরাবাদের। জবাবে বেঙ্গালুরুর হয়ে ভাল শুরু করেন বিরাটরা। ২০ বলে ৪২ করে ফেরেন বিরাট।

চিরাচরিত প্রথায় বারপুজোয় আবেগে ভাসল ময়দানের ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি : পয়লা বৈশাখ মানেই বারপুজো। যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এই প্রথা। ফুটবল যতই কর্পোরেট মোড়কে মুড়ে ফেলা হোক না কেন, পুরোনো নিয়ম ও রীতি মেনেই হয় বার পুজো। বাংলার নতুন বছরের প্রথম দিনে ময়দান জমজমাট। সকাল থেকে প্রাক্তন ফুটবলার, কর্তা, সভ্য-সমর্থকদের ভিড়। মোহনবাগানের বার পুজোয় উপস্থিত ছিলেন সচিব দেবাশিস দত্ত, প্রসূন ব্যানার্জি, ফুটবল সচিব স্বপন ব্যানার্জি, শিশির ঘোষ। বর্তমান মোহনবাগান দলের দুই ফুটবলার দিব্যেন্দু বিশ্বাস, অমনদীপ সিংও ছিল বার পুজোয়। এসেছিলেন বিধায়ক দেবাশিস কুমার এবং কুণাল ঘোষ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জমজমাট বাগানের বার পুজো। নতুন বছর ময়দানের তিন প্রধানকেই সুপার সিক্সে দেখতে চান বাগান সচিব।দেবাশিস দত্ত বলেন, 'এবার কলকাতার তিন ক্লাব আইএসএলে খেলবে। এটাই বাংলার ফুটবলের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। আমি চাইব পরের মরসুমে তিনটে ক্লাবই সুপার সিক্সে থাকুক।' গঙ্গাপারের আরেক ক্লাবও নববর্ষের সকালে জমজমাট। শেষ ম্যাচে পাঞ্জাবের কাছে বিধ্বস্ত হয়ে আইএসএলের প্লে অফ থেকে বিদায় নিলেও কার্লেস কুয়াদ্রাতকে নিয়ে সমর্থকদের মাতামাতি ছিল দেখার মতো। তার সঙ্গে সেলফি তোলার হিড়িক পড়ে যায়। বার পুজোয় সংকল্প করেন শৌভিক চক্রবর্তী। ছিলেন ক্লেইটন সিলভা, কার্লেস কুয়াদ্রাত এবং দিমাস দেলগাডো। বাংলার নতুন বছর নতুন সংকল্প নিয়ে ফেললেন লাল হলুদের স্প্যানিশ কোচ। পরের মরশুমে আইএসএলের প্লে অফে ওঠার প্রতিশ্রুতি দেন। কুয়াদ্রাত বলেন, 'দারুণ উৎসব। খুব ভাল লাগছে। সমর্থকদের শুভ নববর্ষ। আমরা আগামী মরশুমে ওদের খুশি করার চেষ্টা করব। ভারতীয় ফুটবল সঠিক দিকেই এগোচ্ছে। আমরা তিনটে প্রতিযোগিতায় ভাল জায়গায় থাকার চেষ্টা করেছি। নতুন বছরে সাফল্যের জন্য আমরা একসঙ্গে কাজ করব। ফ্যানরা প্রত্যেক ম্যাচে আমাদের পাশে ছিল। আশা করছি তাঁদের বছর ভাল কাটবে।' নতুন বছরে সমর্থকদের শুভেচ্ছা জানান ক্লেইটন। এবছর প্রথম ডার্বি গোল পেয়েছেন। কিন্তু তার থেকে এগিয়ে রাখলেন সুপার কাপ জয়কে। নতুন মরসুমের দল গঠন শুরু হয়ে গিয়েছে। ক্লেইটন সিলভা এবং সল ক্রেসপোর চুক্তি বাড়াতে চাইছে ইস্টবেঙ্গল। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হয়ে গিয়েছে, জানান ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত দরকার। এদিন দুই প্রধানের বার পুজোয় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে। ময়দানে ভবানীপুর ক্লাব, এয়ারলাইন্স টেন্টেও রমরমিয়ে চলে নববর্ষের উৎসব।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com